উৎসর্গ

মা ও বাবাকে

প্রথম পরিচ্ছেদ

দেহরক্ষী সৈন্যদলের সার্জেণ্ট হওয়ার সাধ

আমার পিতা, আন্দ্রে পেত্রোভিচ গ্রিনিয়ব তরুণ বয়সে কাউণ্ট মনিকের অধীনে চাকরি করতেন। তিনি ১৭—সালে ফার্স্ট মেজর হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি সিমবিস্ক প্রদেশে নিজের এস্টেটে বসবাস করে আসছেন। তিনি জেলার একজন গরীব ভূস্বামীর কন্যা অ্যাভদোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না ইউ-কে বিয়ে করেন। আমার ভাই ও বোন সকলেই শৈশবে মারা যায়। প্রিন্স বি নামে আমার এক নিকট আত্মীয় ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজার দেহরক্ষী সৈন্যদলের একজন মেজর। তাঁর দয়ায় আমি সেমিয়নোভস্কি রেজিমেণ্টে একজন সার্জেণ্ট হিসাবে যোগ দিতে পেরেছিলাম। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়া পর্যন্ত আমার ছুটিতে থাকার কথা ছিল। তখনকার দিনে আমাদের প্রতিপালন আজকালকার চেয়ে অনেক পৃথক ধরনের ছিল। পাঁচ বছর বয়সে আমার দেখাশুনার ভার সহিস সেভেলিচের উপর অর্পণ করা হলো। কারণ সে ছিল বেশ শান্ত ও গম্ভীর। তার তত্ত্বাবধানে আমি বারো বছর বয়সে রুশ ভাষা বলতে ও লিখতে শিখলাম। আমার পিতা মস্কো থেকে আমার জন্য মঁসিয়ে বুপ্‌রে নামক একজন ফরাসী লোককে আনলেন। এক বছরের মদ ও জলপাইয়ের তেলের বিনিময়ে। সেভেলিচ মোটেই তা পছন্দ করল না।

'বরাত ভাল যে ছেলেটার মুখ ধোয়ানো হয়েছে, চুল আঁচড়ানো হয়েছে আর তাকে খাবার দেওয়া হয়েছে।' সে নিজের মনে অসন্তোষ প্রকাশ করলো। 'মনিবের এস্টেটে যেন চাকর-বাকরের অভাব পড়ে গেছে যে টাকা খরচ করে তাঁকে একজন ফরাসী লোক ভাড়া করে আনতে হলো!'

বুপ্‌রে তাঁর গ্রামে একজন নাপিত ছিলেন। পরে তিনি প্রুশিয়ায় একজন সৈনিক হিসেবে যোগ দেন। অবশেষে একজন শিক্ষক হবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি রাশিয়ায় আসেন। অথচ শিক্ষকতা সম্পর্কে তাঁর মোটেই স্বচ্ছ ধারণা ছিল না। বেশ ভাল লোক, কিন্তু বড্ড অপরিণামদর্শী ও খামখেয়ালী। মেয়েদের প্রতি ছিল তাঁর দারুণ দুর্বলতা। প্রায়শই মার খেয়ে তাঁকে এই দুর্বলতার খেশারত দিতে

হতো। উত্তম-মাধ্যমের বদৌলতে তাঁকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাতরাতে হতো। তাছাড়া তিনি বোতলের শত্রু ছিলেন না। মদে তাঁর মোটেই অরুচি ছিল না। কিন্তু আমাদের ঘরে মদ কেবল ডিনারের সময় পরিবেশন করা হতো। প্রতিজনের জন্য মাত্র এক গ্লাস বরাদ্দ ছিল। শিক্ষক মশায় সাধারণত বাদ পড়তেন। ফলে আমার শিক্ষক বুপ্রে অল্পদিনের মধ্যেই গৃহজাত রুশীয় ব্র্যাণ্ডিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। হজমের শক্তি বৃদ্ধি করে বলে তাঁর নিজের দেশের তৈরি মদ অপেক্ষা তিনি গৃহজাত ব্র্যাণ্ডি বেশী পছন্দ করতে শুরু করলেন। আমরা অল্প দিনের মধ্যেই বন্ধু হয়ে গেলাম। চুক্তি অনুযায়ী আমাকে তাঁর ফরাসী, জার্মান ও অন্যান্য বিষয় শেখানোর কথা। আমার কাছে থেকে কিন্তু তিনি কিছু রুশীয় ভাষা শিখে নিতে পছন্দ করতেন। আমাদের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। আমার জন্য আর কোন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতার প্রয়োজন রইলো না। কিন্তু ভাগ্য আমাদের শীগ্গীরই আলাদা করে দিল। সেই ঘটনাই বলছি।

স্বাস্থ্যবতী পালাশ্কা, আমাদের ধোপানী। তার সারা মুখ বসন্তের দাগে ভর্তি। আকুল্কা আমাদের গোয়ালিনী। তার আবার একটা চোখ নেই। একদিন দু'জনে আমার মায়ের পা জড়িয়ে ধরে অশ্রু বিগলিত কণ্ঠে তাদের নিন্দনীয় অপরাধের কথা অকপটে স্বীকার করলো। সরলতার সুযোগ নিয়ে ফঁসিয়ে শিক্ষক তাদের দু'জনকে বিপথগামী করেছে। মা এ ব্যাপারে চুপ করে থাকা পছন্দ করলেন না। বাবার কাছ নালিশ করলেন। বাবা সময় নষ্ট করতে নারাজ। তিনি তৎক্ষণাৎ বদমাস ফরাসী লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। সে সময় বুপ্রে বিছানায় ঘুমাচ্ছিলেন। আমি তখন খুব ব্যস্ত। বলতে ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমার জন্য মস্কো থেকে একটি পৃথিবীর মানচিত্র আনানো হয়েছিলো। মানচিত্র দেয়ালে ঝোলানো ছিল। কোন কাজে লাগাচ্ছিলো না। মানচিত্রটি বেশ পুরু ও চওড়া। তা দেখে আমার বেশ লোভ হচ্ছিল। অনেক দিন ধরেই এটা দিয়ে একটা ঘুড়ি বানাবার কথা ভাবছিলাম। বুপ্রের নিদ্রার সুযোগে আমার মনোবাসনা চরিতার্থের কাজে লেগে গেলাম। আমি যখন ঘুড়ির শেষ-প্রান্তে গুণ টানার লেজ লাগাচ্ছিলাম ঠিক তখনই ঘরে প্রবেশ করলেন বাবা। ভূগোলে এহেন গভীর মনোযোগ দর্শন করে তিনি আমার একটা কান ধরে টেনে তুললেন। অতঃপর বুপ্রেকে সরোষে নিদ্রা থেকে তুলে তিরস্কারের তুবড়ি ছাড়লেন। বুপ্রে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। বিছানা থেকে চেষ্টা করেও উঠতে পারলেন না। কারণ তখন তিনি পাড় মাতাল। বাবার ক্রোধ তখন

ভুগে উঠেছে। তিনি কলার চেপে তাঁকে বিছানা থেকে টেনে তুলে এক লাথিতে ঘরের বাইরে আছাড়িয়ে ফেললেন। বুপ্‌রের অবস্থা দেখে সেভেলিচের আনন্দ আর ধরে না। সেদিনই বুপ্‌রের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দে'য়া হলো। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমারও শিক্ষার সমাপ্তি ঘটলো।

আমি আরও বড় হয়ে উঠলাম। সমবয়েসী ছেলেদের সঙ্গে কবুতরের পশ্চাদ্ধাবন ও ডিগ্‌বাজী খেয়ে আমার দিন কাটতে লাগলো। ইতিমধ্যে আমার বয়স ষোল বৎসর পূর্ণ হলো। এই সময়ে হঠাৎ আমার জীবনে এক পরিবর্তন এলো।

তখন শরৎকাল। মা একদিন ড্রইংরুমে বসে মধু দিয়ে জ্যাম তৈরী করছিলেন। উপচে পড়া গাজলা দেখে আমি জিব দিয়ে ঠোঁট চাটছিলাম। বাবা জানালার পাশে বসে কোর্ট ক্যালেণ্ডার পড়ছিলেন। প্রতিবছর এই বইটি তাঁকে পাঠানো হয়। বইটি পড়ার সময় তাঁর ভাবান্তর হবেই। আর বইটি পড়লে তাঁর মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠবেই। মা বাবার চরিত্রের প্রতিটি খুঁটিনাটির সঙ্গে এত পরিচিত যে, এই বিশ্রী বইটিকে যথাসম্ভব লুকিয়ে রাখবার তিনি চেষ্টা করেন। কোর্ট ক্যালণ্ডার বইটি কখনও মাসের পর মাস বাবার দৃষ্টির অগোচরে থাকে। কিন্তু বইটির একবার নাগাল পেলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শেষ হয়ে গেলেও তিনি আর ছাড়তে চান না। প্রাণপ্রিয় সেই বইটি আজ তিনি পড়ছিলেন। মাঝে-মাঝে কাঁধ নাড়ছিলেন আর বিড়বিড় করে বলছিলেন: "লেফটেন্যাণ্ট-জেনারেল!······আমার কোম্পানীতে সার্জেণ্ট ছিল······দু'টি রুশীয় খেতাব প্রাপ্ত···এইতো সে দিনের কথা আর আমি···।"

অবশেষে বাবা বইটি সোফার উপর ছুঁড়ে দিয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। অশুভ লক্ষণ! দেখেই বেশ বোঝা যায়।

হঠাৎ মার দিকে তাকিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা অ্যাভদোতিয়া ভ্যাসিলিয়েভ্‌না, পেত্রুশার বয়স কত?"

"সতেরো বছর চলছে," মা উত্তর দিলেন, "মনে নেই পেত্রুশার যে বছর জন্ম হলো সে বছরেই না নাস্‌তাশিয়া জেরাসিমোভ্‌না খোলা তাঁর চোখ হারালেন আর··· ।"

"ঠিক আছে," বাবা দিয়ে বললেন, "তার তো এখন সামরিক বাহিনীতে যোগদান করার সময়। পায়রার খোপে চড়া আর চাকরানীদের ঘরের পিছনে ঘুরাঘুরি তার যথেষ্ট হয়েছে।"

আমাকে বিদায় দেবার চিন্তাটা মাথায় ঢুকতেই মা কেমন যেন মুমূর্ষু হয়ে পড়লেন। তাঁর হাত থেকে চামচটা সসপেনে পড়ে গেল। গাল বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। কিন্তু আমার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। সামরিক বাহিনীতে যোগদান মানেই আমার স্বাধীনতা আর পিটার্সবার্গের আনন্দময় জীবন। দেহরক্ষী বাহিনীর একজন অফিসার হিসেবে নিজেকে ভাবতেই মানব-জীবনের পরম পাওয়া বলে মনে হলো।

বাবা তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন বা নাকচ করতে চাইলেন না। আমার যাবার দিনক্ষণ স্থির হয়ে গেল। যাবার পূর্বে বাবা আমার হবু চীফের কাছে একটা চিঠি দিবেন বলে কাগজ কলম চাইলেন।

"প্রিন্স বি-কে আমার অভিবাদন দিতে ভুলবে না আন্দ্রে পেত্রোভিচ," মা বললেন, "আর তাঁকে বলবে যে, পেত্রুশার প্রতি তিনি সদয় থাকবেন আমি এই আশা করবো।"

"যত্তোসব আজেবাজে কথা।" বাবা ভ্রূকুটি সহযোগে বললেন, "আমি প্রিন্স বি-র কাছে লিখতে যাবো কেন?"

"ওমা, তুমি না বললে পেত্রুশার চীফের কাছে চিঠি লিখছো।"

"বেশ তাতে হলো কি?"

"প্রিন্স বি পেত্রুশার চীফ তাই না? পেত্রুশা তো সেমিয়নোভস্কি রেজিমেন্টে তালিকাভুক্ত হয়েছে।

"তালিকাভুক্ত? তাতে কি হয়েছে? তবে পেত্রুশা পিটার্সবার্গে যাচ্ছে না। সেখানে সে কি শিখবে? দুশ্চরিত্র না অপব্যয়ী হতে? না, সে আর্মীতে যাবে। সময়নিষ্ঠ হতে শিখুক! বারুদের গন্ধ কেমন জানুক। একজন সৈনিক হোক, ফুলবাবু নয়। দেহরক্ষী বাহিনীতে তালিকাভুক্তি! তার পাসপোর্ট কোথায়? আমাকে দাও।"

মা আমার পাসপোর্ট খুঁজে বের করলেন। আমার নামকরণ পোশাকের সঙ্গে সিন্দুকে রক্ষিত ছিল। কম্পিত হস্তে তিনি তা বাবার কাছে দিলেন। বাবা মনোযোগ সহকারে দেখে তাঁর সামনে টেবিলে রেখে চিঠি লিখতে শুরু করলেন।

আমি কৌতুহলে মরে যাচ্ছিলাম। পিটার্সবার্গে নয় তো আমাকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে? বাবার হাতের কলমের উপর থেকে আমার দৃষ্টি ফেরালাম না। কিন্তু কলমটি বড় শ্লথগতিতে চলছিল। অবশেষে চিঠি লেখা শেষ হলো।

পাসপোর্ট ও চিঠিখানা একই খামে গালাবন্ধ করলেন। চোখ থেকে চশমা খুলে আমাকে ডেকে বললেন, "এই নাও চিঠি। আমার পুরানো বন্ধু ও কমরেড আন্দ্রে কার্লোভিচ আর-কে লিখেছি। তুমি ওরেনবার্গ যাচ্ছো। তাঁর অধীনে কাজ করবে।" এই চিঠি তুমি ওকে আমার নাম করে দিও।

আমার সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল। পিটার্সবার্গের উৎফুল্ল জীবনের বদলে দেশের সীমান্তের এক বন্য ও একঘেয়ে জীবন আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সামরিক জীবনের যে সুন্দর চিত্র মনের কোণে মুহূর্ত পূর্বে বাসা বেঁধেছিল তা এখন আমার কাছে এক ভীষণ দুর্ভাগ্য বলে মনে হতে লাগল। কিন্তু প্রতিবাদ করার জো নেই। পরের দিন সকালে একটা ঘোড়ার গাড়ী এসে আমাদের বাসার সামনে দাঁড়াল। আমার চা-সরঞ্জামাদির বাক্স, মাংস-ভরা পিঠা আর রুটির পুঁটলি, পারিবারিক স্নেহের শেষ নিদর্শন ইত্যাদি একটা ব্যাগে বন্দী করা হলো। বাবা ও মা আমাকে আশীর্বাদ করলেন। বাবা আমাকে বললেন "বিদায়, পিওতর। শপথের প্রতি তোমার আনুগত্য যথাযথভাবে পালন করো, তোমার উর্ধ্বতন অফিসারদের মান্য করো; কখনো তাঁদের অনুগ্রহ ভিক্ষা করো না; অযথা মাতব্বরী করো না, নিজের কর্তব্যে অবহেলা করো না। সেই প্রবাদটা মনে রেখো, 'নূতন পোশাকের প্রতি যত্নবান থেকো তরুণ অবস্থায়ই নিজের সম্মানের প্রতি সচেতন হও'।" এই আমার উপদেশ।

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মা আমাকে নিজের প্রতি যত্নবান থাকতে সতর্ক করে দিলেন। সেভেলিচকে তাঁর 'শিশুর' প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমাদের বিদায় জানালেন। খরগোসের চামড়ার তৈরী একটি জ্যাকেট ও শিয়ালের চামড়ার তৈরী একটা ওভারকোট আমাকে পরানো হলো। আমি সেভেলিচের সঙ্গে ঘোড়ার গাড়ীতে চড়লাম। আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমার দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর জল নেমে এলো।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলা আমি সিমবির্স্ক পৌঁছলাম। এখানে আমাকে একদিন থাকতে হবে। আমার প্রয়োজনীয় কাপড়-চোপড় এখান থেকে কিনতে হবে। সেভেলিচের ওপর এ সকল খরিদের ভার অর্পিত হয়েছিল। আমাকে একটা সরাইখানাতে রাখা হলো। সেভেলিচ খুব ভোরে দোকানে কেনা-কাটা করতে বেরিয়ে গেল। আমি জানলার পাশে বসে নোংরা রাস্তা দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠলাম। অবশেষে সরাইখানা ঘুরে ঘুরে দেখবার উদ্দেশ্যে আমি বের হয়ে

পড়লাম। বিলিয়ার্ড কক্ষে ঢুকে একজন লম্বা লোককে দেখতে পেলাম। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। ঠোঁটের ওপর লম্বা কালো গোঁফ। পরনে ড্রেসিং গাউন। হাতে বিলিয়ার্ডের কিউ। মুখে পাইপ। তিনি মার্কারের সঙ্গে খেলছিলেন। জিতলে একগ্লাস ভদ্কা ও হারলে বিলিয়ার্ড টেবিলের নীচে হামাগুড়ি। এই ছিল খেলার শর্ত। আমি তাদের খেলা দেখছিলাম। খেলা যতই দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছিল মার্কারকে তত বেশী টেবিলের নীচে থাকতে হচ্ছিল। অবশেষে তাকে টেবিলের নীচেই থেকে যেতে হলো। ভদ্রলোক অতঃপর আমাকে খেলতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি খেলতে জানি না বলে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম। ভদ্রলোক বেশ বিস্মিত হলেন। সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টি তুলে আমার দিকে তাকালেন। যাহোক, আমরা কথাবার্তা শুরু করলাম। আমি জানতে পারলাম যে, তাঁর নাম আইভান আইভানোভিচ জুরিন। তিনি হুসার রেজিমেন্টের একজন ক্যাপ্টেন। সিমবির্স্কে নতুন সৈন্য রিক্রুট করতে এসেছেন এবং এই সরাইখানাতেই অবস্থান করছেন। জুরিন আমাকে একজন সহ-সেনার মত ডিনারে আমন্ত্রণ জানালেন। আমি সহজেই রাজী হয়ে গেলাম। আমরা ডিনার খেতে বসলাম। জুরিন প্রচুর মদ খেলেন। আমাকে সৈনিক জীবনধারায় অভ্যস্ত হতে বললেন। অনেক সামরিক কাহিনী শোনালেন। তাঁর কথা শুনতে শুনতে আমি অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ছিলাম। আমরা যখন খাবার টেবিল থেকে উঠলাম তখন আমাদের দু'জনের মধ্যেকার পরিচয় বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে গেল। আমাদের সম্পর্ক আপনি থেকে তুমিতে নেমে এলো। তারপর সে আমাকে বিলিয়ার্ড খেলা শিখাবার প্রস্তাব দিল।

"সৈনিকদের জন্য এটা অত্যন্ত দরকার," সে বললো "একটা উদাহরণ দিচ্ছি, মার্চ করার সময় কেউ ছোট্ট একটা অতি বিশ্রী স্থানে এসে পড়লো, তখন সে কি করবে? তুমি জানো, কেউ তো আর সারাক্ষণ ইহুদীদের পেটাতে পারে না। তাহলে সরাইখানাতে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলা ছাড়া আর কোন পথ তাদের কাছে খোলা নেই বিলিয়ার্ড খেলা অবশ্যই সবাইকে জানতে হবে।"

আমি তার উপদেশে সম্পূর্ণরূপে আস্থাবান হয়ে অধ্যবসায়ের সঙ্গে খেলা শেখার কাজে মনোযোগী হলাম। জুরিন আমাকে চিৎকার করে উৎসাহ দিতে লাগলো। আমি ত্বরিত গতিতে শিখে ফেলতে পারছি বলে সে বেশ বিস্মিত হলো। অতঃপর সে আমাকে বাজি ধরে খেলতে পরামর্শ দিল। প্রতি পয়েন্টে এক পেনি। অবশ্য তা লাভের জন্য নয়। তার মতে, একেবারে পয়সা

ছাড়া খেলা একটা আপত্তিকর অভ্যাস। আমিও এতে রাজী হয়ে গেলাম। জুরিন কিছু মদের আদেশ দিল এবং আমাকে পান করতে প্ররোচিত করল। সে বার বার আমাকে সৈনিক জীবনে অভ্যস্ত হবার উপদেশ দিতে লাগলো। মদ ব্যতীত সৈনিক জীবন যে একেবারে ফাঁকা। তার উপদেশ পালন করলাম। আমরা খেলা শুরু করলাম। যতবার আমি গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিলাম ততবারই আমি অসাবধান হয়ে পড়ছিলাম। আমার বল সীমানা অতিক্রম করে যেতে লাগলো। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। মার্কারকে বকলাম। কেমন করে গুনতে হয় সে জানতো না। বাজি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে লাগলো। মোদ্দা কথা, সদ্য স্বাধীনতা-প্রাপ্ত একজন বোকা ছেলের মত আমি আচরণ করতে শুরু করলাম। সময় কেমন করে পার হয়ে গেল টের পেলাম না। জুরিন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে কিউ নামিয়ে রাখলো এবং আমি একশো রুবল হেরেছি বলে জানালো। আমি কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। আমার টাকা সেভেলিচের কাছে ছিল। আমি তার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলাম। জুরিন আমাকে বাধা দিয়ে বললো, "আহা দুঃখের কি আছে, কিচ্ছু ভাবনার কারণ নেই। আমি অপেক্ষা করতে পারবো। চলো, এই অবসরে আরিনুশ্‌কাকে দেখতে যাই।"

আমি আর কি বলতে পারি? আজকের দিনটা যে হঠকারিতার মধ্য দিয়ে শুরু করেছিলাম সেভাবেই শেষ হলো। আরিনুশ্‌কার ওখানে রাতের খাবার খেলাম। জুরিন বার বার সৈনিক জীবনে অভ্যস্ত হবার কথা বলতে থাকলো; আর সঙ্গে সঙ্গে আমার গ্লাস মদে পূর্ণ করে দিতে লাগল। টেবিল ছেড়ে যখন উঠলাম তখন আমার পা টলমল করছিল। ভালো করে দাঁড়াতে পারছিলাম না। মাঝ রাতে জুরিন আমাকে সরাইখানায় পৌঁছে দিল।

সেভেলিচের সঙ্গে সিঁড়ির গোড়ায় আমাদের দেখা হয়ে গেল। সৈনিক জীবনের প্রতি আমার আগ্রহের সুস্পষ্ট লক্ষণগুলো দেখতে পেয়ে সে চিৎকার করে উঠল:

"আপনার কি হয়েছে, হুজুর?" সে কম্পিত কণ্ঠে বলল, "কোথায় আপনার এই অবস্থা হলো? হে ভগবান! এই ধরণের ভয়ানক ব্যাপার তো আপনার জীবনে কখনো ঘটতে দেখি নি।"

"চুপ করো। আবোল-তাবোল বকো না।" অস্পষ্ট কণ্ঠে আমি বললাম "তুমি নিশ্চয় মাতাল হয়ে গেছ; যাও, শুয়ে পড়োগে...আমাকে বিছানায় শুইয়ে দাও।"

পরের দিন এক রাশ মাথা ব্যথা নিয়ে আমার ঘুম ভাঙলো। আগের দিনের ঘটনাগুলো আমার কাছে বড় অস্পষ্ট মনে হলো। সেভেলিচের আগমনে আমার চিন্তায় বাধা পড়ল। এক পেয়ালা চা নিয়ে ঢুকলো সেভেলিচ।

"মদ খাওয়া বড় তাড়াতাড়ি শুরু করে দিলেন, পিওতর আন্দ্রেয়িচ," সে মাথা নেড়ে কথাগুলো বললো, "খুবই তাড়াতাড়ি। কার কাছ থেকে এই অভ্যাসটা পেলেন? আপনার বাবা কিংবা দাদা কেউ মাতাল ছিলেন না; আর আপনার মা আদার চেয়ে ঝাল কোনো জিনিস খেয়েছেন বলে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। আপনার এই অধঃপতনের পেছনে কার হাত রয়েছে। সেই জঘন্য ফরাসীটার! সে অ্যান্তিপিয়েভনার কাছে হামেশা যেত আর বলত মাদাম, যদি ভদকা চাও, এই নাও তোমার জন্য উত্তম ভদকা এনেছি!—একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সেই ইতর লোকটা আপনাকে কিছু ভালো শিক্ষাও দিয়েছেন দেখছি। একটা নাস্তিককে শিক্ষক হিসেবে ভাড়া করে আনার কি প্রয়োজন পড়েছিলো! মনিবের যেন যথেষ্ট চাকর বাকর ছিল না!'

আমি খুব লজ্জিত বোধ করলাম। পিছন ফিরে বললাম, "আমাকে একটু একা থাকতে দাও, সেভেলিচ। আমি চা চাই না।" কিন্তু সেভেলিচ একবার বক্তৃতা শুরু করলে তাকে থামানো মুশ্‌কিল।

এখন বুঝতে পারলেন তো বেশী খেলে কি অবস্থা হয়, পিওতর আন্দ্রেয়িচ; আপনার মাথা ভারি, খাবার স্পৃহা নেই। যে লোক মদ খায় সে মোটেই ভালো নয়।.. ...মধু মেশানো শসার নোন্‌তা পানি খানিকটা খান না, তার চেয়ে ভালো, আধ গ্লাস বাড়ীর তৈরী ব্র্যাণ্ডি খান। নিয়ে আসবো খানিকটা?"

এমন সময় একটা চাকর বালক ঢুকে আমাকে একটা চিরকুট দিল। জুরিন লিখেছে,

প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়িচ,

অনুগ্রহপূর্বক পত্রবাহক বালকটির কাছে গতকাল বিলিয়ার্ড খেলায় যে একশো রুবল হেরেছিলে তা দিয়ে দিও। আমার টাকার খুব জরুরী দরকার।

সর্বদা তোমার,

আইভান জুরিন।

কিছু করবার নেই। একটা ঔদাসীন্যের ভাব নিয়ে যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমার 'অর্থ, বস্ত্র ও বিষয়ের রক্ষক' সেভেলিচের দিকে ফিরে বালকটিকে একশো রুবল দিতে বললাম।

"কি ? আমি তাকে দিতে যাব কেন।"

"আমি তার কাছে দেনা।" যথাসম্ভব শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলাম।

"দেনা!" পুনরুক্তি করলো সেভেলিচ। বিস্ময়ে অভিভূত সে! "কিন্তু দেনার চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় পেলাম কখন? ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে। আপনার যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমি কিছুতেই টাকা দেবো না।"

আমি ভাবলাম এই চরম মুহূর্তে একগুঁয়ে বুড়ো লোকটাকে ঠাণ্ডা করতে না পারলে ভবিষ্যতে তার অভিভাবকত্বের যাঁতাকল থেকে মুক্ত হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। অতএব আমি তার দিকে রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে বললাম, "আমি তোমার মনিব আর তুমি আমার ভৃত্য। টাকা আমার। আমার খুশী আমি বিলিয়ার্ড খেলায় হেরেছি। তোমাকে বলছি, অযথা তর্ক করো না। আমি যা বলছি তা করো।

সেভেলিচ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে হাতে হাত চেপে ধরে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো।

"কি, যাচ্ছো না কেন?" আমি ক্রোধে চিৎকার করে উঠলাম।

সেভেলিচ কাঁদতে শুরু করলো।

"প্রিয় পিওতর আন্দ্রোয়িচ," সে কম্পিত স্বরে বললে।

"আমাকে মনস্তাপে মরতে বলবেন না। বরং যা বলি তা করুন। ঐ দস্যুটাকে লিখে দিন যে ওটা একটা রসিকতা ছিল। আপনার কাছে অত টাকা মোটেই নেই। একশো রুবল! হে মনিব! তাকে জানিয়ে দিন যে, আপনার বাবা মায়ের কড়া নিষেধ, আপনি খেলতে পারবেন না, যদি না তা...।"

"ব্যস, আর বলতে হবে না।" আমি ধমক দিয়ে তাকে থামিয়ে দিলাম, "টাকাগুলো আমাকে দাও। নইলে তোমাকে বের করে দেবে।"

সেভেলিচ গভীর দুঃখের সঙ্গে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে টাকা আনতে গেলো। বুড়োর জন্য আমি ব্যথিত হলাম। কিন্তু এদিকে আমার নিজের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আমি যে আর শিশু নই সে সত্যও প্রমাণ করা দরকার।

জুরিনাকে টাকা পাঠিয়ে দে'য়া হলো। সেভেলিচ আমাকে এই অভিশপ্ত সরাইখানা থেকে সত্বর সরাবার ব্যবস্থা করলো। আমাকে এসে বললো, গাড়ী প্রস্তুত। আমার নতুন শিক্ষককে বিদায় জানানো হলো। তার সংগে হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না অস্বস্তিকর বিবেক ও নীরবে অনুশোচনা নিয়ে আমি সিমবিস্ক ত্যাগ করলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পথ প্রদর্শক

মনের মুকুরে আমার সফরের প্রতিফলিত ছবি মোটেই আনন্দমুখর ছিল না। শাস্তি করে আমি যে টাকা হেরেছিলাম তখনকার তুলনায় তা মোটেই সামান্য ছিল না। আমি মনে মনে স্বীকার করলাম যে, সিমিবিস্ক´ সরাইখানায় আমি মূঢ়ের মত আচরণ করেছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে, সেভেলিচের প্রতি আমার ব্যবহার মোটেই যথোচিত ছিল না। এসকল ঘটনায় আমি মুষড়িয়ে পড়লাম। বৃদ্ধ মানুষটি বিষণ্ণবদনে কোচ-বাক্সে বসেছিল। মাথাটা অন্য দিকে ঘুরানো। মাঝে মাঝে গলা পরিষ্কার করছিল। কিন্তু কিছু বলছিল না। আমি তার সঙ্গে শান্তি স্থাপনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম। কিন্তু কিভাবে করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। অবশেষে আমি তাকে বললাম, "সেভেলিচ, তুমি মনে কিছু করো না। আমি দুঃখিত ; আমি বুঝতে পারছি দোষটা আমার। গতকাল আমাকে ভূতে পেয়ে বসেছিল। আমি অহেতুক তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। তোমাকে কথা দিচ্ছি, এবার থেকে আমি আরও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবো এবং তুমি যেভাবে বলবে সেভাবেই চলব। তুমি রাগ করো না। এসো, আমরা শান্তি স্থাপন করি।" আমি তোমাকে দুঃখ দিয়ে মনে একেবারে শান্তি পাচ্ছি না।

'আহা, প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়িচ," একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সে উত্তর দিল, "নিজের ওপর আমার ভীষণ রাগ—সবটাইতো আমার দোষ। আপনাকে সরাইখানাতে একলা ফেলে আমি কেমন করে যেতে পেরেছিলাম! হ্যাঁ, ঠিকই তো—আমি লোভের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিলাম! আমি ভেবেছিলাম আমার পুরানো বন্ধু এক পাদ্রীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবো। প্রবাদে ঠিকই বলেছে—তোমার পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাও আর তোমার সেই যাত্রা জেলখানায় গিয়ে শেষ হবে। কি ভয়ংকর! আমার প্রভু ও প্রভু-পত্নীর কাছে আমি কিভাবে মুখ দেখাব? তাঁদের ছেলে জুয়া খেলে আর মদ খায় তাঁরা কি বলবেন?"

বেচারা সেভেলিচকে সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে কথা দিলাম যে, ভবিষ্যতে তার অনুমতি ছাড়া একটা কানাকড়িও খরচ করবো না। কিছুক্ষণ পর সে শান্ত

হলো। কিন্তু তবু সে যখন-তখন মাথা নেড়ে আপন মনে বিড় বিড় করে বলছিল, "একশো রুবল! মোটেই তামাশা নয়!"

আমার গন্তব্যস্থল প্রায় এসে গেল। জনশূন্য সমতলভূমি। চতুর্দিকে ছোট ছোট পাহাড় আর গিরি-সংকটে পরিপূর্ণ। সব বরফে আচ্ছাদিত......সূর্য অস্ত যাচ্ছিল। ঘোড়ার গাড়ীটি একটা সরু পথ বেয়ে চলছিল। ওটাকে বরং গ্রাম্য মানুষের শ্লেজ গাড়ীর চলার পথ বলা যেতে পারে। হঠাৎ কোচোয়ান উদ্বিগ্নভাবে দিগন্তের দিকে তাকাতে লাগল। অবশেষে মাথা থেকে টুপি নামিয়ে আমার দিকে ফিরে বলল, "আমাদের কি ফিরে যাওয়ায় ভালো নয়, হুজুর?"

"কিসের জন্য?"

"আবহাওয়া অনিশ্চিত: বাতাস উঠছে। দেখছেন না কেমন করে বরফ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে!"

"তাতে হয়েছে কি?"

"ওটা দেখছেন?"

কোচোয়ান চাবুক দিয়ে পূর্বদিক দেখালো।

"আমি তো স্তেপভূমি আর পরিষ্কার আকাশ ছাড়া কিছুই দেখছি না।"

"কেন, ওখানে ঐ যে ছোট মেঘখণ্ডটা?"

আমি অবশ্য আকাশের কিনারায় একটা সাদা মেঘ দেখেছিলাম। ওটাকে আমি প্রথমে দূরে একটা ছোট পাহাড় বলে মনে করেছিলাম। কোচোয়ান বুঝিয়ে বলল যে, ঐ মেঘখণ্ড আসলে তুষার-ঝটিকার পূর্বাভাস।

আমি ঐ সব অঞ্চলের তুষার-ঝটিকার কথা শুনেছিলাম। বরফের নীচে সকল যানবাহনের সমাধি লাভ করার কথা আমি জানতাম। কোচোয়ানের মত সেভেলিচও আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিত বলে মত প্রকাশ করলো। কিন্তু আমার কাছে বাতাস তত জোরালো মনে হচ্ছিল না। যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছে যেতে পারবো বলেই আশা করছিলাম। কোচোয়ানকে আরো দ্রুতবেগে গাড়ী চালাতে বললাম।

গাড়ী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল। কিন্তু তবু কোচোয়ান বার বার পূর্ব দিকে তাকাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো বেশ জোরে ছুটছিলো। ইত্যবসরে ঝড়ের গতি প্রবল থেকে প্রবলতর হতে শুরু করলো। ছোট মেঘটি বিরাট আকার ধারণ করল। ভারী হয়ে ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ ছেয়ে ফেললো। পাতলা বরফ পড়তে শুরু করল। তারপর হঠাৎ বড় বড় তুষারকণা পড়তে লাগলো।

বাতাস আর্তনাদ করতে লাগলো। তুষার-ঝটিকা আমাদের উপর আছড়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে কালো আকাশ তুষার-সমুদ্রে পরিণত হলো। কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না।

"তুষার-ঝটিকা," কোচোয়ান চিৎকার করে উঠলো, "খুবই খারাপ অবস্থা।" গাড়ীর ভিতর থেকে উঁকি মারলাম। আমার চারদিকে অন্ধকার আর ঘূর্ণিবায়ু। বাতাসের আর্তনাদ খুব ভয়ংকর ও জীবন্ত মনে হচ্ছিলো। সেভেলিচ আর আমি বরফে আচ্ছাদিত হয়ে গেলাম। ঘোড়াগুলো মন্থরগতিতে হাঁটতে হাঁটতে এক সময় একেবারেই থেমে পড়লো।

"যাচ্ছো না কেন?" আমি অধৈর্য স্বরে কোচোয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম।

"কি লাভ?" কোচ-বাক্স থেকে লাফিয়ে নেমে সে বললো। "ঠিক বুঝতে পারছি না আমরা কোথায়। কোথাও রাস্তার চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে অন্ধকার।"

আমি তাকে বকতে শুরু করলাম। কিন্তু সেভেলিচ তার পক্ষ নিল।

"আপনি তার উপদেশ নিলেন না কেন?" সে রাগত স্বরে বললো। "বহাল তবিয়তে সরাইখানায় ফিরে যেতে পারতেন। গরম চা পান করতে পারতেন। আর সকাল পর্যন্ত আরামসে নিদ্রা যেতে পারতেন ঝড় থেমে গেলে আবার রওয়ানা দে'য়া যেত। এত তাড়াহুড়োর কি ছিল? আমরা তো আর বিয়েতে যাচ্ছি না।"

সেভেলিচের কথাই ঠিক। এখন আর কিছু করবার নেই। অবিরাম বেগে তুষার পড়ছিল। তুষারের একটা বড় স্তূপ গাড়ীর পাশে জমে উঠেছিল। ঘোড়াগুলো অবনত মস্তকে দাঁড়িয়েছিল। আর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। কোচোয়ান ঘুরে ঘুরে ঘোড়ার সাজ ঠিক করে দিচ্ছিল। কিছু একটা করতে হবে, তাই। সেভেলিচ গুমরাচ্ছিল। বাড়ীঘর কিংবা রাস্তার চিহ্ন দেখবার আশায় আমি চারপাশে তাকাচ্ছিলাম। কিন্তু তুষারের অস্বচ্ছ ঘূর্ণিবায়ুতে কিছুই বুঝতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ একটা কালো মতন জিনিস আমার নজরে পড়লো।

"এই, কোচোয়ান!" আমি চিৎকার করে উঠলাম, "দেখোতো ঐ কালো মতন জিনিসটা কি?" কোচোয়ান পিছন দিকে চাইলো।

"একমাত্র বিধাতা জানেন।" কোচ-বাক্সে উঠতে উঠতে বললো "ওটা ওয়াগন বা গাছ নয়। মনে হচ্ছে নড়ছে। নেকড়ে বাঘ কিংবা মানুষ হবে।"

আমি অচেনা বস্তুটির দিকে এগুতে বললাম। অচেনা বস্তুটিও ঠিক সেই

সময় আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলো। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আমরা একজন মানুষের দেখা পেলাম।

"ওহে ভালোমানুষের ছেলে, বলতে পারো রাস্তাটা কোথায়?" কোচোয়ান সজোরে লোকটির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুঁড়লো।

"এই তো রাস্তা," পথিক উত্তর দিল। আমি শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু তাতে কি?"

"আচ্ছা ভাই, এই অঞ্চলটা তুমি চেনো কি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। "রাতটুকু কাটাবার মত একটা আশ্রয় দেখিয়ে দেবে?"

"দেশের এই অঞ্চলের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত।" পথিক জানালো। "আমি এই অঞ্চলের প্রতিটি অংশ পদব্রজে পরিভ্রমণ করেছি। কিন্তু আবহাওয়ার দেখছেন তো: পথ হারাবার সম্ভাবনাই বেশী। তার চেয়ে এখানে অপেক্ষা করাই উত্তম। হয়তো তাষার ঝটিকা থেমে যেতে পারে। তখন পরিষ্কার আকাশের তারাগুলো দেখে আমাদের অবস্থান নির্ণয় করতে বেগ পেতে হবে না।"

তার শান্তভাব আমার মনে সাহস যোগালো। তার দূরদর্শিতায় আমার বিশ্বাস হলো। স্তেপভূমিতেই রাত্রি যাপন করবো বলে ঠিক করলাম। এমন সময় হঠাৎ পথিক কোচ-বাক্সে লাফিয়ে উঠে কোচোয়ানকে বললো,

"খোদাকে ধন্যবাদ। কাছেই একটা গ্রাম আছে। ডান দিকে মোড় নিয়ে গাড়ী সোজা চালাও।"

"আমি ডান দিকে যাবো কেন?" বিরক্তি সহকারে জিজ্ঞেস করলো কোচোয়ান। "তুমি রাস্তা দেখলে কোথায়? অন্যের ঘোড়া চালানো সহজ বটে।"

কোচোয়ানের কথাই ঠিক বলে আমার মনে হলো।

"আচ্ছা, তুমি জানলে কেমন করে যে কাছেই গ্রাম আছে।" আমি লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"কারণ বাতাস ঐ দিকে থেকে ধোঁয়ার গন্ধ বয়ে এনেছে। সুতরাং ধারে কাছে নিশ্চয় কোথাও একটা গ্রাম আছে।" সে উত্তর দিলো।

তার ঘ্রাণশক্তির প্রখরতা আমাকে বিস্মিত করলো। আমি কোচোয়ানকে যেতে বললাম। গভীর বরফের ওপর দিয়ে এগুতে ঘোড়াগুলোর দস্তুরমতো কষ্ট হচ্ছিলো। গাড়ী ধীর গতিতে এগুচ্ছিল কখনো তুষাররাশিতে আটকে যাচ্ছিল। কখনো বা খাদে পড়ে এদিক-ওদিক দোলা খাচ্ছিল। ঝটিকাসঙ্কুল সমুদ্রে জাহাজ

চড়ার মত অবস্থা। ঝাঁকুনি খেয়ে আমার সঙ্গে ধাক্কা লাগলেই সেভেলিচ ককিয়ে উঠছিল। সামনের পর্দা ফেলে দিলাম। কোটটা ভালো করে জড়িয়ে নিলাম। তারপর ঝড়ের ঘুম-পাড়ানো গান ও গাড়ীর মৃদু দোলায়মান গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করলাম।

আমি একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। কোনদিন আমি এই স্বপ্নের কথা ভুলতে পারবো না। আমার জীবনের অদ্ভুত ভাগ্য পরিবর্তনের কথা যেন সেই স্বপ্নে নিহিত ছিল। যখনই মনের পর্দায় ভেসে উঠে আমি সেই স্বপ্নের মধ্যে এক ভবিষ্যদ্বাণী এখনো দেখতে পাই। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। হয়তো আপন অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন যে, নিষ্ফল কল্পনার প্রতি মানুষের যতই ঘৃণা থাকুক না কেন, কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দে'য়া তার একটা স্বাভাবিক ধর্ম।

অবচেতন মনের চিন্তাটা যেন ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন হয়ে দেখা দিল। মনে হচ্ছিল যে এখনো প্রচণ্ড বিক্রমে তুফান নৃত্য করছিল। এখনো যেন আমরা তুষারাচ্ছন্ন মরুভূমিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে বিচরণ করছিলাম।···হঠাৎ একটা ফটক দেখতে পেলাম। এবং আমাদের এস্টেটের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়লাম। আমার অনিচ্ছাকৃত প্রত্যাবর্তনে বাবা ক্রোধে ফেটে পড়তে পারেন ভাবনাটা আমার মাথার মধ্যে প্রথম ঢুকলো। হয়তে তিনি আমার এই প্রত্যাবর্তনকে ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা বলে মনে করতে পারেন। উদ্বিগ্ন চিত্তে গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামলাম। মার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। বিষণ্ণ মনে তিনি আমাকে দোরগোড়া থেকে নিয়ে যেতে এসেছিলেন।

"শব্দ করো না," মা বললেন, "তোমার বাবা অসুস্থ: মৃত্যু পথযাত্রী। তোমাকে শেষ বিদায় জানাতে চান।"

ভয়ে কাঠ হয়ে গেলাম। মায়ের পেছন পেছন শোবার ঘরে ঢুকলাম। মৃদু আলো জ্বলছিলো। বিষণ্ণ-বদনে দর্শনার্থীরা বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমি শান্তভাবে বিছানার দিকে এগিয়ে গেলাম। মা মশারি তুলে বললো, "আন্দ্রে পেত্রোভিচ! পেত্রুশা এসেছে। তোমার অসুখের খবর শুনে এসেছে। তাকে আশীর্বাদ করো।" আমি হাঁটু গেড়ে বসে অসুস্থ মানুষটির দিকে তাকালাম। কিন্তু একি? আমার বাবার বদলে কালো-দাড়ি-অলা একটা লোক বিছানায় শুয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে দেখতে পেলাম। আমি অবাক হয়ে মার দিকে ঘুরে বললাম, "এর মানে কি? এ তো বাবা নয়। আমি ঐ লোকটার আশীর্বাদ চাইবো কেন?"—"তাতে কি হয়েছে, পেত্রুশা," মা জবাবে বললেন,

"বিয়ের সময় সে তোমার বাবার স্থান নিয়েছিল, তার হাতে চুমু দাও আর তোমাকে আশীর্বাদ করতে দাও।" আমি কিছুতেই রাজী নই। তখন লোকটা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল। তার পিছন থেকে একটা কুঠার হাতে তুলে নিয়ে ঘুরাতে শুরু করল। আমি পালাতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না। সারাটা কক্ষ মৃতদেহে পূর্ণ। হোঁচটা খেয়ে একরাশ রক্তের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম।...ভয়ংকর লোকটা আমাকে আদর করে ডেকে বলল, "ভয় পেয়ো না। এসো, আমাকে আশীর্বাদ করতে দাও।" আমি ভয় আর দ্বিধায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। আমার ঘুমটা ছুটে গেল। ঘোড়াগুলো তখনো দাঁড়িয়ে ছিল। সেভেলিচ আমার হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বলছিল, "উঠুন, আমরা এসে গেছি।"

"কোথায়?" চোখ কচলাতে কচলাতে জিজ্ঞেস করলাম।

"সরাইখানায়। বরাত ভালো যে গাড়ীটা বেড়াতে ধাক্কা খেয়েছে। নিন নেমে পড়ুন। দেরি করবেন না। ভিতরে গিয়ে গা গরম করুন।"

গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম। তখনো ঝড় বইছিল। তবে তত জোরে নয়। খুব অন্ধকার। ভূস্বামী গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলেন। হাতে লণ্ঠন। কোটের আঁচলে ঢাকা। একটা ছোট অথচ পরিচ্ছন্ন ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। কাঠের চেলার আলোকে ঘরটি আলোকিত। একটা রাইফেল ও একটা লম্বা কশাক-টুপি দেয়ালে ঝুলছে।

ভূস্বামী একজন ইয়ায়েক কশাক। বয়স প্রায় ষাট। কর্মঠ। দেহ সুগঠিত। সেভেলিচ চায়ের সরঞ্জামাদিসহ বাক্সখানা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। চা বানাবার জন্য আগুন চাইলো। চায়ের কথা শুনে আমি খুব খুশী হয়ে উঠলাম। ভূস্বামী ব্যবস্থা করতে গেলেন।

"আমাদের পথ-প্রদর্শক কোথায়?" আমি সেভেলিচকে জিজ্ঞেস করলাম।

"এই যে হুজুর।" উপরের দিক থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আমি চোখ তুলে তাকালাম। চুলোর পাশে তাকের উপর একটি কালো দাড়ি আর দু'টো চক্চকে চোখ নজরে পড়লো।

"তোমার নিশ্চয় খুব শীত লাগছে?"

"তা বলতে পারেন। আমার গায়ে মাত্র একটি ফতুয়া। অবশ্য আমার ভেড়ার চামড়ার তৈরী একটি কোট ছিল। কিন্তু গতকাল এক সরাইখানাতে আমি তা বন্ধক দিয়ে এসেছি। গতকাল তুষারের প্রকোপ এত প্রচণ্ড ছিলনা।"

এমন সময় ধুমায়িত চা-পাত্র নিয়ে ভূস্বামী এলেন। আমাদের পথ-প্রদর্শককে চা খেতে অনুরোধ করলাম। তাক থেকে সে নেমে এলো। তার চেহারায় যেন একটা বিশেষত্ব আছে বলে আমার মনে হলো। বয়স প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি হবে। মাঝারি গড়ন। পাতলা ও প্রসারিত স্কন্ধ। কালো দাঁড়িতে পাক ধরেছে। চোখ দু'টো বেশ বড় ও সাদা চঞ্চল। তার মুখে একটা মনোরম অথচ ধূর্ততার ছাপ রয়েছে। গ্রাম্য লোকের মত চুলগুলো ছাঁটা। পরনে একটি ছিন্ন ফতুয়া এবং টার্কিশ পাজামা। এক কাপ চা আমি তার হাতে তুলে দিলাম। চায়ে চুমুক দিয়ে অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বললো।

"হুজুর, আমাকে অনুগ্রহ করে এক গ্লাস ভদ্‌কা দিতে বলুন। চা কশাকের পানীয় নয়।

তৎক্ষণাৎ তার অনুরোধ রক্ষা করা হলো। ভূস্বামী কাবার্ড থেকে একটি বোতল আর একটি গ্লাস বের করে লোকটার কাছে গেলেন। তার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, "আচ্ছা, তুমি তাহলে আমাদের এই অঞ্চলে আরো এসেছিলে। তোমার নিবাস কোথায় ?"

আমার পথ-প্রদর্শক একটা তাৎপর্যময় চোখ টিপুনি দিয়ে হেঁয়ালী-ভরা কণ্ঠে বললো, "আমি শাক-সব্‌জীর বাগানে উড়ে বেড়াই। পাটের বীজ কুড়ানো আমার কাজ। দিদিমা একটা নুড়ি ছুঁড়ে মারলো। কিন্তু আমার দেহে লাগল না। তারপর, আপনাদের চলছে কেমন ?

"তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।" ভূস্বামীও রূপকের আশ্রয় নিয়ে বললেন, "তারা সন্ধ্যাকালীন উপাসনার জন্য ঘণ্টা বাজাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাদরীর স্ত্রী বারণ করলেন। কারণ পাদরী বেড়াতে গেছেন আর শয়তানেরাও গীর্জা-প্রাঙ্গণে নেই।"

"থামুন, বাবুমশায়, ভবঘুরে লোকটা বললো, "বৃষ্টি হলে ব্যাঙের ছাতা গজাবে। ব্যাঙের ছাতা গজালে তাদের জন্য ঝুড়ির প্রয়োজন আর এবার (আবার চোখ টিপলো) কুঠারখানা আপনার পিছনে রাখুন। বনরক্ষক খুব নিকটেই। শ্রদ্ধাভাজনেষু, আপনার স্বাস্থ্য পান করছি।"

এই কথাগুলো বলে সে গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে ফেললো। তারপর আমার দিকে একটু মাথা নত করে পুনরায় চুলোর পাশে তাকের উপর তার আগের জায়গায় ফিরে গেল।

আমি তখন ওদের অর্থহীন কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারি নি। কিন্তু পরে

আন্দাজ করেছিলাম যে, তারা ইয়ায়েক কশাকদের ব্যাপারে কথা বলছিল। ১৭৭২ সালের বিদ্রোহের পর তাদের দমন করা হয়। সেভেলিচ তাদের কথাবার্তা খুবই অপছন্দ করছিল। সে ভূস্বামী ও আমাদের পথ-প্রদর্শক উভয়ের প্রতি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। সরাইখানাটি গ্রামাঞ্চল থেকে অনেকদূরে স্তেপ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। ডাকাতের আখড়া হিসেবে একটা আদর্শ স্থান। মাঝখানে আর কিছু নেই। যাত্রা শুরু করার প্রশ্নই উঠে না। সেভেলিচের উদ্বেগ আমার মনে হাসির খোরাক যোগাল। ইতিমধ্যে রাত্রিযাপনের জন্য তৈরী হয়ে টেবিলে শুয়ে পড়লাম। সেভেলিচ চুলোর উপর ঘুমাবে ঠিক করল। ভূস্বামী মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা কক্ষ নাক-ডাকার আওয়াজে ভরে উঠল। আমিও গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম।

সকালে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরী হলো। ঝড় থেমে গিয়েছিল। সূর্য ঝলমল করছিল। বিশাল স্তেপ অঞ্চল যেন তুষারের ধবল আচ্ছাদনে ঝকঝক করছিল। ঘোড়াগুলো সাজানো হয়ে গিয়েছিল। আমি ভূস্বামীকে রাত্রিযাপনের পাওনা পরিশোধ করলাম। তার দাবি এত স্বল্প ছিল যে সেভেলিচ পর্যন্ত ভূস্বামীর সঙ্গে তার সভাব মাফিক ঝগড়া করলো না। বরং গত সন্ধ্যায় সন্দেহের কথা বেমালুম ভুলে গেল। আমাদের পথ-প্রদর্শককে ডেকে তার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানালাম এবং সেভেলিচকে ভদকা খাবার জন্য তাকে অর্ধেক রুবল দিতে বললাম। সেভেলিচ ভ্রূকুটি করে বললো,

: অর্ধেক রুবল! কিসের জন্য? আপনি তাকে দয়া করে গাড়ীতে তুলে সরাইখানা পর্যন্ত এনেছেন, তাই? আপনার যা খুশি বলতে পারেন। তবে খরচ করার মত অর্ধেক রুবল আমাদের কাছে নেই। আপনি যদি এভাবে সবাইকে বকশিশ দিতে শুরু করেন, তাহলে আমাদের কিছুদিন পর না খেয়ে মরতে হবে।”

আমি সেভেলিচের সঙ্গে তর্ক করতে পারলাম না। টাকাপয়সার ব্যাপারে তার উপর উচ্চবাচ্য করব না বলে কথা দিয়ে রেখেছিলাম। যে লোকটা উপকার করলো তার প্রতিদান দিতে পারলাম না বলে বিরক্তি বোধ করলাম।

“বেশ।” আমি শান্ত স্বরে বললাম, “তুমি যদি তাকে অর্ধেক রুবল দিতে রাজী না থাকো তাহলে আমার পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে কিছু একটা দাও। দেখছো না, তার পরনে কোনো পোশাক নেই। তুমি বরং তাকে আমার খরগোশের চামড়ার তৈরী কোটটা দিয়ে দাও।”

"হায়! পিওতর আন্দ্রেয়িচ!" সেভেলিচ উচ্চ কণ্ঠে বললো, "আপনার খরগোসের চামড়ার তৈরী কোট তার কি কাজে লাগবে? ঐ কুকুরটা তো সামনের কোনো শুঁড়িখানায় মদ খাওয়ার জন্য আবার তা বিক্রি করে দেবে।"

"আমি মদের জন্য বেচি কি না বেচি তাতে তোর কি রে বুড়ো!" ভবঘুরেটা বললো, "তিনি নিজের পশমী কোট আমাকে দেবেন, এটা তাঁর আনন্দ। ভৃত্য হিসেবে মনিবের আদেশ পালন করা তোর কাজ। অযথা তর্ক করা নয়।"

"দস্যু, তোর ভগবানের ভয় বলতে কিছু নেই!" সেভেলিচ ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললো, "দেখছিস্ না ছেলেটির মোটেই বুদ্ধি-শুদ্ধি পাকে নি। আর তুই কিনা তার ভালমানুষির সুযোগ নিচ্ছিস। ভদ্রলোকের কোট দিয়ে তুই কি করবি? তুই তো তোর প্রকাণ্ড আর কদাকার কাঁধ ঐ কোটের ভিতরে ঢোকাতেই পারবি নে। সে তুই যতই চেষ্টা করিস্ না কেন!"

"আর তর্ক করো না।" আমি বুড়োকে বললাম, "কোটটা এক্ষুণি নিয়ে এসো।"

"হায় খোদা!" সেভেলিচ আর্তনাদ করে উঠলো। "কেন, কোটটা যে প্রায় নতুন! তাও আবার একটা বেহায়া-বেয়াদব লোককে দিতে হবে!"

যাহোক, খরগোসের চামড়ার তৈরী কোট শেষ পর্যন্ত এলো। ভবঘুরেটা তক্ষুণি সেটা গায়ে ঢুকাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু কোটটা তার শরীরের তুলনায় খুবই আঁটসাঁট ছিল। গায়ে ঢুকালো ঠিকই কিন্তু দু'ধারের জোড় ছিঁড়ে গেল। সুতো ছেঁড়ার শব্দে সেভেলিচ প্রায় কঁকিয়ে উঠলো। ভবঘুরে লোকটা কিন্তু আমার উপহার পেয়ে খুব খুশী। আমাকে গাড়ী পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তার মাথা মৃদু আনত করে বললো, "আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, হুজুর! খোদা আপনার দয়ার পুরস্কার দিন। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আপনার এই দয়ার কথা ভুলবো না।"

সে তার নিজের পথে চলে গেল। আমি আমার পথে এগিয়ে চললাম। সেভেলিচের উপস্থিতির প্রতি আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। আগের দিনের তুষার-ঝটিকা, আমার পথ-প্রদর্শক আর খরগোসের চামড়ার তৈরী কোট সব কিছুর কথা ক্রমে ভুলে গেলাম!

ওরেনবার্গে পৌঁছে সোজা জেনারেলের কাছে উপস্থিত হলাম। বয়সের ভারে নত একটি লম্বা মানুষকে আমার সামনে দেখতে পেলাম। তার লম্বা চুলগুলো সম্পূর্ণ সাদা। বৃদ্ধ আর বিবর্ণ ইউনিফরম দেখে সম্রাজ্ঞী অ্যানার সময়কার একজন সৈনিকের কথা আমার মনে পড়ে গেল। লোকটির কথা-বার্তায় জার্মান উচ্চারণ প্রবল ছিল। আমি বাবার চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। আমার নাম বলা মাত্র আমার দিকে তিনি একবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"কি তাজ্জব ব্যাপার!" তিনি বললেন, "মনে হচ্ছে এই তো সেদিনের কথা যখন আন্দ্রে পেত্রোভিচ তোমার বয়সী ছিল। আর দেখলে, এখন সে তোমার মত সন্তানের পিতা! সময় কেমন করে যে চলে যায়!"

তিনি চিঠিখানা খুলে মৃদু স্বরে পড়তে লাগলেন। পড়ার মাঝে নিজের মন্তব্য করতে লাগলেন: "প্রিয়বরেষু, আন্দ্রে কার্লোভিচ, আমি আশা করি যে মহামহিম,...এত শিষ্টাচার কেন? ধিক্, তার লজ্জিত হওয়া উচিত! সৌজন্য দেখানোর প্রয়োজন আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু তা'বলে একজন পুরানো কমরেডকে এ ধরনের চিঠি লিখবে?...'মহামহিম, নিশ্চয় ভুলে যায় নি'.. হুম্... এবং...যখন...মৃত ফিল্ডমার্শাল মিউনিখ.. মার্চ...এবং আরো...ক্যারোলিনচেন ...আরে! সে দেখছি এখনো আমাদের সেই পুরানো উচ্ছৃঙ্খলদের মনে রেখেছে! 'এখন দরকারী কথায় আসা যাক্.. আমার পাজিটাকে আপনার কাছে পাঠালাম'.. হুম্...'তাকে সজারুর দস্তানায় আটকাবেন'.. সজারুর দস্তানা আবার কি! কোনো রুশীয় প্রবাদ হবে।"

"এর অর্থ কি?" তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

"তার অর্থ," আমি যথাসম্ভব নিরীহের মত চেহারা বানিয়ে বললাম, "কারো সঙ্গে সদয় ব্যবহার করা, অর্থাৎ কারো প্রতি বেশী কঠোর না হয়ে তাকে প্রচুর স্বাধীনতা প্রদান।"

"হুম্, আচ্ছা...'আর তাকে বেশী ঢিলে দেবেন না।' না, 'সজারুর দস্তানা' বলতে নিশ্চয় অন্য কিছু বোঝাতে চাইছে।—'তার পাসপোর্টও এই সঙ্গে পাঠালাম'.. কোথায়? হ্যাঁ, এই তো পেয়েছি। 'সেমিয়োনোফস্কি রেজিমেন্টকে লিখবেন'...অতি উত্তম, অতি উত্তম, লেখা যাবে'খন...'পদমর্যাদা ভুলে গিয়ে আমাকে পুরানো বন্ধু এ কমরেডের মত আপনাকে আলিঙ্গন করতে অনুমতি দিন'......অবশেষে তার মনে পড়লো......এবং ইত্যাদি এবং ইত্যাদি...।"

"বেশ," চিঠিখানা পড়া শেষ করে পাসপোর্টটা একপাশে রেখে বললেন, "তোমার বাবা যা লিখেছেন তাই হবে। তোমাকে একজন অফিসারের পদমর্যাদায় এন, রেজিমেণ্টে বদলি করা হবে। সময় নষ্ট না করে আগালীকালই তুমি বেলোগোরস্কি দুর্গে যাবে। সেখানে ক্যাপ্টেন মিরোনোভের অধীনে তুমি চাকরি করবে। মিরোনোভ খুব ভালো লোক। একজন সম্মানিত ব্যক্তি। সেখানে তুমি চাকরি আর নিয়মানুবর্তিত সম্পর্কে ভাল জ্ঞান লাভ করতে পারবে। ওরেনবার্গে তোমার করবার কিছু নেই। অসংযত জীবন যাপন তোমার মত তরুণের পক্ষে মোটেই মঙ্গলজনক নয়। আর আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে ডিনার খেলে আনন্দিত হবো।"

"আমার অবস্থা দেখছি মন্দ থেকে ভয়ংকরের দিকে ধাবিত হচ্ছে।" আমি ভাবলাম। "আমার জন্মের পূর্বেই দেহরক্ষীবাহিনীর একজন সার্জেণ্ট হয়ে লাভটা কি হলো? অমোকে কোথায় নিয়ে এলো? এন. রেজিমেণ্টে। কিরঘিচ স্তেপ অঞ্চলের সীমান্তে এক জনশূন্য দুর্গে!"

আন্দ্রে কার্লোভিচ ও তাঁর এডিকংয়ের সঙ্গে ডিনার খেলাম। খাবার টেবিলে জার্মান মিতব্যয়িতা বিরাজ করছিল। আমার মনে হলো তাঁর একক খাবারে একজন অতিরিক্ত অতিথি মাঝে মধ্যে অংশগ্রহণের ভয়ে তিনি আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি গ্যারিসনে যাবার নির্দেশ দিলেন। পরের দিন আমি জেনারেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুর্গ

বেলোগোরস্কি দুর্গের দূরত্ব ওরেনবার্গ থেকে পঁচিশ মাইল। ইয়াক নদী বরাবর রাস্তাটি প্রসারিত। নদীর জল তখনো বরফে পরিণত হয়নি। শুভ্র বরফাচ্ছাদিত বৈচিত্র্যহীন দুই তীরের মাঝে বিষণ্ণ ঢেউগুলোকে কালো এবং শোকাকুল দেখাচ্ছিল। ওপারে কিরঘিজ স্তেপভূমি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি গভীর চিন্তায় অভিনিবিষ্ট ছিলাম। দুর্গের জীবনের প্রতি মোটেই আকৃষ্ট

ছিলাম না। আমি মনে মনে আমার ভাবী অধিনায়কের একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করছিলাম। তিনি হয়তো একজন নির্দয় ও বদমেজাজী বুড়ো লোক হবেন, যিনি শৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছু বোঝেন না। অতি তুচ্ছ খানাপিনার মধ্যেই হয়ত আমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমরা খুব দ্রুত যাচ্ছিলাম।

'দুর্গ কি খুব বেশী দূরে?' আমি চালককে জিজ্ঞেস করলাম।

"না, বেশী দূরে নয়," সে উত্তর দিল, "ঐ যে, দেখা যাচ্ছে।".

আমি এপাশ-ওপাশ দেখতে লাগলাম। ভেবেছিলাম একটা ভয়ঙ্কর দুর্গ-প্রাচীর দেখতে পাব। তার উপর গুলি চালাবার ফোকর দেখা যাবে। ভেবেছিলাম বিরাট বুরুজ দেখতে পাব। কিন্তু হায়! একটা গ্রাম ছাড়া কিছুই দেখতে পেলাম না। গ্রামটি চারদিকে লম্বা বেড়া দিয়ে বেষ্টিত। এক পাশে তিনি চারটে খড়ের গাদা দাঁড়িয়ে আছে। বরফে অর্ধেক আচ্ছাদিত। অপর পাশে রয়েছে একটি ধ্বংসপ্রাপ্ত বায়ুচালিত মিল।

"কিন্তু দুর্গ কোথায়?" আমি বিস্মিত কণ্ঠে জানতে চাইলাম।

"কেন, ঐ তো," গ্রামের দিক দেখিয়ে বলল। তার কথা বলা শেষ হতে না হতেই আমরা গ্রামের ভিতর প্রবেশ করলাম।

প্রবেশ-দ্বারে একটি পুরানো লোহার কামান দেখতে পেলাম। রাস্তাগুলো সরু এবং বাঁকা। কুটিরগুলো নীচু। প্রায় সবগুলোই খড়ের ছাওয়া। আমি চালককে কমাণ্ডেন্টের কাছে আমাকে নিয়ে যেতে বললাম। পর-মুহূর্তে আমাদের গাড়ী মাটি থেকে খানিক উঁচুতে একটি কাঠের তৈরী বাসার সামনে থেমে পড়লো। গীর্জার খুব কাছে। আর গীর্জাটিও কাঠের তৈরী।

আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে কেউ বেরিয়ে এলো না। আমি এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকবার দরজা খুললাম। একজন বৃদ্ধ সৈনিক একটি টেবিলের উপর বসে তার সবুজ ইউনিফরমের আস্তিনে একটি নীল তালি লাগাচ্ছিলো। আমি তাকে আমার আগমন-বার্তা ঘোষণা করতে বললাম।

"ভিতরে যান। সবাই বাড়ীতে আছে।" বৃদ্ধ সৈনিকটি বললো।

আমি ঘরে ঢুকলাম। বেশ ছোট ঘর। ঝকঝকে তকতকে। পুরানো কায়দায় সজ্জিত। কোণে এক কাবার্ড পূর্ণ বাসন-কোসন। একটা কাচের ফ্রেমে একজন অফিসারের ডিপ্লোমা দেয়ালে ঝুলছে। রঙিন ছবি 'ওচাকফ ও কুষ্টিনের বন্দী,' 'কনে পছন্দ' ও 'বিড়ালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া' ফ্রেমের দু'পাশে

শোভা পাচ্ছে। কৃষীয় জ্যাকেট পরিহিতা এক বৃদ্ধা-মহিলা জানালার পাশে বসে আছেন। তাঁর মাথা রুমালে ঢাকা। তিনি সুতো পাকাচ্ছিলেন। অফিসারের পোশাক পরিহিত এক-চোখো এক ব্যক্তি প্রসারিত হাতে তাঁকে সুতো যোগান দিচ্ছিল।

"আগমনের উদ্দেশ্য কি ?" মহিলা কাজ চালিয়ে যেতে যেতে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

আমি আর্মিতে কাজ করতে এসেছি জানালাম। ক্যাপ্টেনের কাছে নিজের পরিচয় দে'য়া কর্তব্য বলে ভাবলাম। এক-চোখো লোকটাকে আমি কমাণ্ডেণ্ট ভেবে তার দিকে ফিরে আমার বক্তব্য শুরু করতে উদ্যত হলাম। কিন্তু বলা হলো না। ভদ্রমহিলা বাধা দিলেন,

"আইভান কুজমিচ বাড়ীতে নেই। ফাদার জেরাসিমের সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি তাঁর স্ত্রী। তোমাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। বসো।'

ভদ্রমহিলা পরিচারিকাকে ডাকলেন। পরিচারিকা এলে সার্জেণ্টকে ডেকে আনতে বললেন। বৃদ্ধ লোকটি এক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। দৃষ্টিতে কৌতূহল।

"আপনি কোন্ পল্টনে চাকরি করতেন জানতে পারি কি ?" আমি তার কৌতূহল নিবারণ করলাম।

"আপনাকে রাজার দেহরক্ষী সৈন্যদল থেকে গ্যারিসনে বদলি করা হলো কেন জিজ্ঞেস করতে পারি ?' সে আবার জানতে চাইলো।

আবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বলে জানালাম।

"দেহরক্ষী সৈন্যদলের একজন অফিসারসুলভ আচরণ করেন নি নিশ্চয়। তাই বদলি করা হয়েছে বলে আমার বিশ্বাস, তাই নয় কি ?" নাছোড়বান্দা বুড়ো লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলো।

"যথেষ্ট হয়েছে।" ক্যাপ্টেনের স্ত্রী লোকটাকে বাধা দিলেন। 'দেখছো না, যুবক সফরে বেশ ক্লান্ত। তার হাজার চিন্তা আছে......আহ, হাত সোজা করে ধরো।

ভদ্রমহিলা আমাকে বললেন, "তোমাকে এই বন্ধ পরিবেশে নির্বাসন দে'য়া হয়েছে বলে উদ্বেগের কোনো কারণ নেই। তুমি প্রথমে নও বা শেষও নও। অবস্থার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেলে তোমার ভালোই লাগবে। শভাব্রিন, আলেক্সি

আইভানিচ, মানুষ খুন করার অপরাধে পাঁচ বছর আগে এখানে নির্বাসিত হয়ে এসেছে। ভগবান জানেন, তার কি হয়েছিল। তোমার বিশ্বাস হবে না যে, একজন লেফটেন্যান্টকে সঙ্গে নিয়ে সে শহরের বাইরে গিয়ে তরবারির যুদ্ধ শুরু করে দিয়েছিল। আর আলেক্সি আইভানিচ দু'জন সাক্ষীর সামনে লেফটেন্যান্টকে কাবু করে ফেলেছিল। মানুষের চরিত্র বড় দুর্বোধ্য! কখন যে কি করবে তা কেউ বলতে পারে না।"

এমন সময় সার্জেন্ট ঘরে ঢুকলো। একজন তরুণ ও সুঠামদেহী কশাক।

"ম্যাক্সিমিচ!" ক্যাপ্টেন-গিন্নী তাকে বললেন, "এই ভদ্রলোকের থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করো। ছিমছাম হওয়া চাই।"

"এখুনি যাচ্ছি, ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না," কশাক জবাবে বললো, "মাননীয় অতিথির জন্য কি আইভান পোলেজহাইয়েভের ওখানে ঘরের বন্দোবস্ত করবো?"

"মোটেই না, ম্যাক্সিমিচ," ভদ্রমহিলা বললেন, "পোলেজহাইয়েভের ওখানে বেশ ভিড়। তাছাড়া, সে একজন বন্ধু। আর সব সময় মনে রাখবে আমরা তার উপরঅলা। এই ভদ্রলোককে নিয়ে ·····কি যেন নাম তোমার?

"পিওতর আন্দ্রেয়িচ।"

"পিওতর আন্দ্রেয়িচকে সেলিয়ন কুজবদের ওখানে নিয়ে যাও। ঐ অসভ্যটা আমার সবজি-বাগানে তার ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছিল। আচ্ছা, ম্যাক্সিমিচ, সব ঠিক আছে তো?"

"ভগবান" অনুগ্রহে সব ঠিকঠাক আছে," কশাক জবাব দিল, "এক বালতি গরম পানির জন্য কেবল ইউসতিনিয়া নেগুলিনার সঙ্গে করপোরেল প্রোখোরভের গোসলখানায় হাতাহাতি হয়েছিল।"

"আইভান ইগনাতিয়িচ," ক্যাপ্টেন-গিন্নী এক-চোখো বুড়ো লোকটাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "ঘটনা তদন্ত করে দেখতো কে দোষী? ইউস্তিনিয়া, না প্রোখোরভ্? আর হ্যাঁ, দু'জনকেই শাস্তি দেবে! ম্যাক্সিমিচ, তুমি এবার যেতে পারো। পিওতর আন্দ্রেয়িচ, ম্যাক্সিমিচ তোমার আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দেবে।"

আমি বিদায় নিলাম। কশাক আমাকে একটা কুটিরে নিয়ে এলো। কুটিরটি নদীর উঁচু কিনারায় অবস্থিত। দুর্গের ঠিক গা ঘেঁষে। কুটিরের অর্ধেক অংশ জুড়ে সেমিয়ন কুজব থাকে। পরিবার-পরিজন সহ। বাকী

অর্ধেক আমাকে বরাদ্দ করা হলো। একটা বড় ঘরকে দু'ভাগে বিভক্ত করে দু'টো কামরা করা হয়েছে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সেভেলিচ বিছানা-পত্র খুলতে লাগলো। আমি ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বিষণ্ণ স্তেপভূমি আমার নজরে পড়ল। একদিকে কতকগুলো কুটির দেখতে পেলাম। পথের উপর কিছু মুরগী সদর্পে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছিল। একজন বৃদ্ধা খাবার-ভাণ্ড হাতে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শূকর-ছানাগুলোকে ডাকছিল। শূকর ছানাগুলো আনান্দ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বৃদ্ধা দিকে দৌড়ে গেল। হায়রে, এহেন স্থানে তারুণ্যের দিনগুলো কাটাবার জন্য নিয়তি আমাকে টেনে এনেছে! নিজেকে হঠাৎ ঘৃণ্য মনে হলো। জানালা ছেড়ে সোজাসুজি বিছানায় আশ্রয় নিলাম। খাবার ইচ্ছা উঠে গেছে। সেভেলিচের, অনুনয়নিবয় বিফল হলো। আমি খেলাম না।

সে নিজের মনেই বলতে লাগলো, "দয়াময়, তিনি খাবেন না! ছেলেটার অসুখ হলে আমার প্রভু-কি বলবেন ?"

পরের দিন সকাল। আমি কাপড়-চোপড় পরছিলাম। এক তরুণ অফিসার ঘরে ঢুকলো। দেখতে খাটো। গায়ের রং শ্যামবর্ণ। বেশ প্রাণবন্ত চেহারা।

"মাফ করবেন," সে ফরাসী ভাষায় আমাকে বললো, "নিয়ম না মেনে আপনার সঙ্গে পরিচয় করতে এলাম বলে কিছু মনে করবেন না। গতকাল আপনার পৌঁছানোর খবর শুনেছি। একজন মানুষের চেহারা দেখবার লোভ শেষ পর্যন্ত তাৎপর্য সংবরণ করতে পারলাম না। কিছুদিন থাকুন তবেই আমার কথার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারবেন।"

আমি অনুমান করলাম, ইনিই সেই অফিসার যাঁকে ডুয়েল লড়বার শাস্তি-স্বরূপ দেহরক্ষী সৈন্যদল থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হ'তে বেশী সময় লাগলো না। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা আপনি থেকে তুমি সম্বোধনে পৌঁছে গেলাম। শ্‌ভাব্রিন খুব চালাক। তার কথাবার্তা বেশ রসালো এবং আমোদজনক। কমাণ্ডেণ্টের পরিবার পরিজন, বন্ধু-বান্ধবদের কথা বললো। ভাগ্যের পরিহাসে যে স্থানটিতে এসে পড়েছি সে সম্পর্কে বেশ কৌতুকপ্রদ বর্ণনা দিলো। আমি হাসতে হাসতে লুটোপুটি খাচ্ছিলাম। এমন সময় যে বুড়ো সৈনিকটাকে ঢুকবার সময় আমি ইউনিফরমে তালি লাগাতে দেখেছিলাম সে ঘরে সে ঘরে প্রবেশ করলো। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌নাদের

সঙ্গে তাহাদের নিমন্ত্রণ জানালো। শ্‌ভাব্রিনও আমার সঙ্গে যাবে জানালো।

কমাণ্ডেণ্টের বাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। স্কোয়্যারে বিশজনের মত বুড়ো গ্যারিসন সৈনিককে দেখতে পেলাম। তাদের মাথায় তিনকোণা টুপি। লম্বা সারিবদ্ধভাবে সকলেই সামরিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। কমাণ্ডেণ্ট তাদের মুখোমুখি দণ্ডায়মান। বয়সে বৃদ্ধ। লম্বা ও বলবান। মাথায় একটি নাইটক্যাপ। পরনে সুতির ড্রেসিংগাউন। আমাদের দেখে এগিয়ে এলেন। আমার প্রতি কয়েকটি স্নেহমাখা শব্দ ছুঁড়ে দিয়ে আবার সৈন্যদের অনুশীলন দিতে শুরু করলেন। আমরা দাঁড়িয়ে অনুশীলন দেখতে লাগলাম। কিন্তু তিনি আমাদেরকে বাসায় যেতে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমাদের সঙ্গেযোগ দেবেন বলে কথা দিলেন।

"এখানে দেখার তেমন কিছু নেই," তিনি যেগে করলেন। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না আমাদের সাদর অভ্যর্থতা জানালেন। যেন আমার সঙ্গে তাঁর সারাজীবনের পরিচয়। প্রবীণা পরিচারিকা পালাশা টেবিল সাজাচ্ছিল।

"আমার আইভান কুজমিচ কুচকাওয়াজে ব্যস্ত।" তিনি বললেন, "পালাশা, যাও সাহেবকে ডিনার খেতে ডেকে নিয়ে এসো। আর মাশা কোথায়?"

সেই মুহূর্তে আঠারো বছর বয়সের একটি মেয়ে ঘরে ঢুকলো। তার গোলাপী মুখটা গোলগাল। চুলগুলো বেশ সুন্দর। কানের পিছনে সুন্দরভাবে আঁচড়ানো। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল সেটা যেন জ্বলছে। প্রথম দর্শনে তাকে আমার ভালো লাগলো না। এর কারণ হয়তো আমি আগে থেকেই তার সম্পর্কে একটা বিরূপ ধারণা পোষণ করছিলাম। শ্‌ভাব্রিন ক্যাপ্টেনের কন্যা মাশাকে নির্বোধ বলে আখ্যায়িত করছিল। মারিয়া আইভানোভ্‌না এক কোণে বসে সেলাই শুরু করে দিল। এর মধ্যে বাঁধাকপির স্যুপ পরিবেশন করা হলো। স্বামী তখনো ফিরে আসে নি দেখে ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না দ্বিতীয় বারের মত পালাশাকে তাঁকে ডেকে আনতে পাঠালেন।

"সাহেবকে গিয়ে বলো যে মেহ্‌মানরা অপেক্ষা করছেন আর স্যুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কুচকাওয়াজের সময় ঢের পাবে! পরে প্রণাভরে চিৎকার করতে পারবে।"

ক্যাপ্টেন খানিক পরে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে এক-চোখো বুড়োটা।

"তোমার কি হয়েছে?" তাঁর স্ত্রী তাঁকে বললেন, "ডিনার কখন পরিবেশন করা হয়েছে, অথচ তোমার পাত্তা নাই।"

"কিন্তু আমি তো সৈনিকদের নিয়ে কুচকাওয়াজে ব্যস্ত ছিলাম। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না।"

"হয়েছে, হয়েছে." তাঁর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর বেশ কড়া শুনালো, "ওসব কুচকাওয়াজ না ছল। তোমার সৈন্যরা কিছুই শিখছে না। তুমিও শেখাতে পারছো না। তার চেয়ে এবং তুমি ঘরে বসে থেকো আর প্রার্থনা করো। নিনি আসুন, ডিনার টেবিলে বসুন।"

আমরা ডিনারে বসলাম। ভ্যাসিলিসা ইয়োগোরোভ্‌নার মুখ এক মুহূর্তের জন্যও থামছিল না। আমার প্রতি প্রশ্নের পর প্রশ্নের বাণ ছুঁড়ে মারছিলেন: আমার বাবা-মা কে, তাঁরা কি জীবিত, তাঁরা কোথায় থাকেন, তাঁদের এস্টেট কত বড়? আমার বাবার তিনশত দাসদাসী আছে শুনে বললেন, "ওটা শৌখিনতা! পৃথিবীতে ধনী লোক বাস করে ভাবতেও কেমন লাগে! আর আমাদের পালাশা একমাত্র দাসী। কিন্তু আমরা বেশ সুখে আছি। ভগবানের কাছে ধন্যবাদ। তবে দুঃখ যে, এতদিনে মাশার বিয়ে হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। যৌতুক হিসেবে তার একটি চিরুনি, একটি ঝাঁটা আর একটি পিতলের ফার্দিং আছে। তাতে হয়তো গোসল করতে যাওয়া যেতে পারে মাত্র। মনের মত পাত্র জুটে গেলে তার ভাগ্য। নইলে বুড়ী পরিচারিকার মত তাকে মরতে হবে।"

আমি মারিয়া আইভানোভ্‌নার দিকে তাকালাম। লজ্জায় মুখ লাল হয়ে উঠেছে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু চোখ বেয়ে তার খাবার প্লেটে গড়িয়ে পড়ছিল। তার জন্য দুঃখ লাগলো। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলাম।

"শুনেছিলাম," আমি প্রায় অসংলগ্নভাবে বললাম, "যে বশকিররা আপনাদের দুর্গ আক্রমণ করতে চেয়েছিল।"

"কার কাছে শুনেছ একথা?" আইভান কুজমিচ জিজ্ঞেস করলেন।

"ওরেনবার্গে শুনেছিলাম।" আমি জবাব দিলাম।

"বিশ্বাস করো না," কমাণ্ডেণ্ট বললেন। "আমরা এ ধরনের কথা কখনো শুনিনি। বশকিররা আতঙ্কিত। কিরঘিজরাও শিক্ষা পেয়েছে। ভয় করো না, তারা আমাদের আক্রমণ করবে না। তবে হ্যাঁ, তারা যদি সে সাহস করে

তাহলে আমি তাদের এমন শিক্ষা দেবো যে আগামী দশ বছরেও আর টুঁ শব্দটি করবে না।”

“আপনিও নিশ্চয় এ ধরণের বিপদের মুখে দুর্গে থাকতে ভয় করেন না?” আমি ভ্যাসিলিসার দিকে ফিরে কথাগুলো বললাম।”

“অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে।” তিনি বললেন, “কুড়ি বছর আগে পল্টন থেকে আমাদের যখন এখানে বদলি করা হলো, আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না, ঐ ঘৃণ্য নাস্তিকদের তখন কি ভীষণ ভয় পেতাম। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, তাদের চিৎকার আর বিড়াল টুপি দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃৎপিণ্ড থেমে যেত। আর এখন এতই গা সওয়া হয়ে গেছে যে, দস্যুর দল দুর্গের চারদিকে ঘুরছে শুনলেও গা কাঁপে না।”

“ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না একজন অসামান্যা সাহসী মহিলা।” শ্‌ভাব্রিন অত্যন্ত লৌকিকতার সঙ্গে মন্তব্য করলো, “আইভান কুজমিচ তার সাক্ষী।”

“ঠিকই বলেছ। ভ্যাসিলিসা মোটেই ভীরু প্রকৃতির নয়।” আইভান কুজমিচ সায় দিলেন।”

“আর মাশা আইভানোভ্‌না? তারও কি আপনার মত সাহস আছে?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

“মাশার সাহস আছে কি না?” তার মা আওড়ালেন, “না, মাশা ভীরু। এখনো সে একটি গুলির আওয়াজ পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। গুলির আওয়াজ শুনলেই কাঁপতে শুরু করে। দু'বছর আগে আমার আকিকার বাৎসরিক উৎসবে আমাদের কামান দাগবার কথা শুনে ভয়ে বেচারী প্রায় মরেই যাচ্ছিল। তারপর থেকে ঐ অভিশপ্ত কামানটি আর কোনদিন দাগা হয় নি।

আমরা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। ক্যাপ্টেন ও তাঁর স্ত্রী শুতে গেলেন। আমি শ্‌ভাব্রিনের সঙ্গে গেলাম। সারা সন্ধ্যা তার সঙ্গেই কাটলো।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দ্বন্দ্বযুদ্ধ

কয়েক সপ্তাহ পার হলো। বেলোগোরস্কি দুর্গে আমার জীবন শুধু সহনীয় নয় দস্তুরমত আরামদায়ক হয়ে উঠলো। কম্যাণ্ডেণ্টের গৃহে আমি পরিবারের একজন বলে গৃহীত হলাম। স্বামী-স্ত্রী খুব চমৎকার লোক। আইভান কুজমিচ সাধারণ এক সৈনিক থেকে ক্রমে ক্রমে অফিসার পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন। খুব সাদাসিধে। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। সদাশয় ও সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তাতে তিনি খুশী। তিনি শান্তিপ্রিয় জীবনযাপনের পক্ষপাতী। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না স্বামীর সামরিক কর্তব্যকে নিজের কর্তব্য বলে মনে করেন। নিজের সংসার পরিচালনার মতই দুর্গের সব কিছু দেখাশুনা করেন। মারিয়া আইভানোভ্নার লজ্জা কেটে গেল। দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো। আমি তার মধ্যে সংবেদশীল এ সুবুদ্ধিসম্পন্না মহিলার সবগুলো লক্ষণ দেখতে পেলাম। নিজের অজান্তে আমি স্নেহশীল পরিবারটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে গেলাম। এমনকি গ্যারিসনের এক-চোখো লেফটেন্যাণ্ট আইভান ইগনাতিয়িচের সঙ্গেও আমার অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠল। শ্ভাব্রিন অবশ্য বলেছিল যে, তার সঙ্গে ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্নার একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে। কিন্তু তার কথার কোনো সত্যতা খুঁজে পেলাম না। অবশ্য শ্ভাব্রিন তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না।

আমি কমিশন পেলাম। আমার সামরিক দায়িত্ব খুব কষ্টকর ছিল না। আমাদের সৌভাগ্য যে দুর্গে কোনো প্যারেড ছিল না। কোনো কুচকাওয়াজ ছিল না। কোনো প্রহরার দায়িত্ব ছিল না। মাঝে মাঝে কমাণ্ডেণ্ট নিজের উদ্যোগে সৈন্যদের শিক্ষা দিতেন। তবে তখন পর্যন্ত তাদের ডান ও বাম হাতের তফাত বুঝাতে সক্ষম হননি। শ্ভাব্রিনের কিছু ফরাসী বই ছিল। আমি পড়তে শুরু করলাম। সাহিত্যের একটা স্বাদ আমার মধ্যে গড়ে উঠতে লাগলো। রোজ সকালে আমি পড়ি, অনুবাদ অভ্যাস করি এবং কখনো-সখনো কবিতা লিখি। আমি প্রায় প্রতিদিন কমাণ্ডেণ্টের ওখানে খেতাম। সারাটা দিন সেখানে কাটাতাম। সন্ধ্যেবেলা ফাদার জেরাসিম ও তাঁর স্ত্রী

গুজবের রানী আকুলিনা পামফিলোভ্না মাঝে মাঝে সেখানে আসতেন। অবশ্য আমি আলেক্সি আইভানিচ শ্ভাব্রিনের কাছে প্রত্যহ যেতাম। কিন্তু যতই সময় যাচ্ছিল তার কথাবার্তা আমার কাছে অরুচিকর বলে মনে হতে লাগল। কমাণ্ডেন্টের পরিবার সম্পর্কে তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি। দুর্গে আর কোনো সমাজ ছিল না। আর আমিও সেটা চাইতাম না।

ভবিষ্যদ্বাণী সত্ত্বেও বশকিররা বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। দুর্গে শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু নিজেদের গৃহযুদ্ধে সেই শান্তি হঠাৎ বিঘ্নিত হলো।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, আমি সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য লিখতাম। সে সময়কার তুলনায় আমার লেখার মান বেশ ভালো ছিল। কয়েক বছর পর রুশীয় কবি আলেকজান্দার পেত্রোভিচ সুমারোকোভ* কবিতাগুলোর প্রশংসা করেছিলেন। একদিন আমার মনের মতো একটা কবিতা লিখেছিলাম। সবাই জানেন যে উপদেশ লাভের ছুতায় লেখকরা প্রায়শই এমন শ্রোতা খুঁজে থাকেন যিনি তাঁদের রচনা সম্যকভাবে উপলব্ধি করনে পারেন। অতএব আমার গানটি ভাল করে লিখে শভাব্রিনের কাছে নিয়ে গেলাম। দুর্গে সে-ই একমাত্র ব্যক্তি যে নাকি কবিতার সমঝদার। খানিকক্ষণ নানা কথাবার্তা বলে আমার নোট বইখানা পকেট থেকে বের করলাম এবং আমার লেখা কবিতাটি পড়তে শুরু করলাম:

"ভালোবাসার ভাবনাগুলোকে আমি মুছে ফেলতে চাই
আর তার রূপের মাধুরীও চাই ভুলে যেতে,
তোমাকে যদি ভুলতে পারতাম, মাশা
আমি প্রাণভরে নিতাম মুক্তির স্বাদ।

কিন্তু যে চোখ দু'টো আমায় হত্যা করেছে
তারা তো দিনরাত জ্বলছে আমার সম্মুখে,
এই বিভ্রান্তিই আমায় করেছে দুর্বল,
আমার নিদ্রা আর শান্তি করেছে হরণ।

আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনে
দয়া করো, মাশা, আমাকে দয়া করো!
আমার তীব্র যন্ত্রণা তুমি দেখ
আমি যে তোমার রূপেই বিমুগ্ধ।"

"কেমন লাগলো তোমার ?" আমি শ্ভাব্রিনকে জিজ্ঞেস করলাম। তার মুখে প্রশংসা শুনতে পাবো ধরেই রেখেছিলাম। শ্ভাব্রিন সাধারণত সদয় সমালেচাক। কিন্তু আমার কবিতাটি শুনে ভালো হয়নি বলে রায় দিল। আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হ'লাম। জিজ্ঞেস করলাম, "কেন খারাপ বলছো ?" আমার বিরক্তি লুলোতে চেষ্টা করলাম!

"কারণ তোমার কাব্য-পংক্তি আমার শিক্ষক ভ্যাসিলি কিরিলিচ ত্রেতিয়াকোভস্কির** কবিতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশেষ করে তাঁর প্রেমের কবিতার।"

এরপর সে আমার হাত থেকে নোট বইখানা নিয়ে অতি বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে হৃদয়হীনের মত কবিতার প্রতিটি লাইনের প্রতিটি শব্দের কঠোর সমালোচনা শুরু করে দিল। আমার সহ্য হলো না। তার কাছ থেকে নোট বইটি ছিনিয়ে নিলাম এবং বললাম যে, আর কোনোদিন তাকে আমার কবিতা দেখাবো না। শ্ভাব্রিন আমার ভয় দেখানোতে আরো বেশী করে হাসলো।

"ঠিক আছে, দেখা যাবে ;" সে বললো, "তোমার কথা কতদূর রাখতে পারো। আইভান কুজমিচের যেমন ডিনারের আগে পাত্রপূর্ণ ভদ্কার দরকার তেমনি কবিদেরও শ্রোতার দরকার। আর বলতো, এই মাশা কে ? যার প্রতি তোমার করুণ ভাবাবেগ ও প্রণয়কাতরতা প্রকাশ করেছো ? আচ্ছা, সে কি আমাদের মারিয়া আইভানোভ্না ?"

"সে কে তা দিয়ে তোমার কি দরকার ?" আমি কড়া স্বরে বললাম, "তোমার মতামত বা তোমার অহেতুক সন্দেহ কোনটারই আমার দরকার নেই।"

"আহ্! কি অভিমানী কবি আর কি লাজুক প্রেমিক! শ্ভাব্রিন আমাকে রাগাবার জন্য বলে বলে চললো, "তবে বন্ধুর উপদেশ নাও: যদি কৃতকার্য হতে চাও, তাহলে গানের বদলে ভালো আর কিছুর আশ্রয় গ্রহণ করো।"

"তুমি কি বুঝাতে চাইছো ? পরিষ্কার করে বলো।"

"উত্তর। তুমি যদি চাও যে, মাশা মিরোনোভ সন্ধ্যার অন্ধকারে তোমার সঙ্গে মিলিত হোক, তাহলে বরং করুণ গানের বদলে একজোড়া কানের দুল উপহার দাও।"

ক্রোধে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠলো।

"তার প্রতি অমন ধারণা হলো কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। ঘৃণা ও ক্রোধ যুগপৎ প্রকাশ পেলো আমার প্রশ্নে।

"কারণ, অভিজ্ঞতা থেকে আমি তার স্বভাব ও নৈতিক চরিত্রের কথা জানি।" বিদ্বেষপূর্ণ হাসি ফুটে উঠলো তার মুখমণ্ডলে।

"মিথ্যে কথা, অসভ্য!" আমি উন্মত্তের মত চিৎকার করে উঠলাম, "ডাহা মিথ্যে কথা।"

শ্ভাব্রিনের চেহারা বদলে গেল।

"তোমাকে এর জন্য শাস্তি ভোগ করতেই হবে," আমার হাত চেপে ধরে বললো, "আমি প্রতিশোধ নেবোই।"

"নিশ্চয়—যখন তোমার খুশী নিও।" আমি স্বচ্ছন্দে উত্তর দিলাম। এই মুহূর্তে তাকে আমার টুকরো টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

আমি তক্ষুণি আইভান ইগনাতিয়িচের কাছে গেলাম। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্নার অনুরোধে সে শীতের জন্য ব্যাঙের ছাতা গাঁথছিল।

"পিওতর আন্দ্রেয়িচ আপনাকে দেখে খুব খুশী হলাম।" আমাকে দেখতে পেয়ে সে বললো। "কিসের জন্য এসেছেন, জানতে পারি কি?"

আলেক্সি আইভানিচের সঙ্গে আমার কলহের কথা খুলে বলে আইভান ইগনাতিয়িচকে আমার দ্বন্দ্বযুদ্ধের সহকারী হতে বললাম। এক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে গভীর মনোযোগ সহকারে সে আমার সব কথা শুনলো।

"আপনি আলেক্সি আইভানিচকে হত্যা করতে চান আর আমাকে তা দেখতে বলছেন? তাই নয় কি?"

"তাই।"

"কী বলছেন, পিওতর আন্দ্রেয়িচ। কি সাংঘাতিক কথা! আপনি আলেক্সি আইভানিচের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন? তাতে হয়েছে কি? গালগোলে কিছু আসে যায় না। সে আপনাকে গালিগালাজ করলো—আপনি তাকে গালিগালাজ করলেন। সে আপনার মুখে ঘুষি মারলো—আপনি তার কানে ঘুষি মারলেন। একবার, দু'বার, তিনবার—তারপর নিজের পথ দেখলেন। পরে মিটমাট করে দিলাম। কিন্তু মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা— আপনিই বলুন, সেটা কি ঠিক কাজ? তাকে হত্যা করলে অবশ্য কিছু যায়

যায় আসে না। বলা বাহুল্য, আমিও আলেক্সি আইভানিচকে মোটেই পছন্দ করি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে যদি আপনাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেয়? সেটা কেমন হবে? তখন বোকা বনবে কে জিজ্ঞেস করতে পারি?"

সুবুদ্ধিসম্পন্ন বৃদ্ধের যুক্তি আমাকে বিচলিত করতে পারলো না। আমি কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হলাম না।

"আপনার যা মর্জি," আইভান ইগনাতিয়িচ বললো, "আপনি যা ভালো বোঝেন তা-ই করুন। কিন্তু আমি দেখতে যাবো কেন? কোন্ দুঃখে? দু'জনে মারামারি করবেন, তাতে দেখবার কি আছে বলতে পারেন? আমি সুইডিশ যুদ্ধে ছিলাম, টার্কিশ যুদ্ধে গিয়েছিলাম, বিশ্বাস করুন; আমি অনেক দেখেছি।"

আমি তাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধের সহকারীর কর্তব্য বুঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আইভান ইগনাতিয়িচ কিছুতেই বুঝবে না।

"আপনার যা খুশী বলতে পারেন," সে বললো, "আমাকে যদি এ ব্যাপারে অংশ নিতেই হয়, তাহলে এক্ষুণি আমাকে আইভান কুজমিচের কাছে গিয়ে বলতে হয় যে, রাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী এক অপরাধ সংঘটনের পরিকল্পনা এই দুর্গে দানা বেঁধেছে। কমাণ্ডেন্টকে এ ব্যাপারে অনুগ্রহপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করতে পারি। তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে জানানো আমার কর্তব্যও বটে।"

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। কমাণ্ডেন্টকে কিছু না বলার জন্য আইভান ইগনাতিয়িচকে হাত জোড় করে অনুরোধ করলাম। তাকে রাজী করাতে আমাকে বেশ বেগ পেতে হলো। অবশেষে সে আমাকে কথা দিল। আমি চলে এলাম।

সন্ধ্যেবেলাটা কমাণ্ডেন্টের ওখানে কাটালাম। অন্যান্য দিনের মত। আমি উৎফুল্ল ও উদাসীন থাকবার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম। যাতে কারো কৌতূহলী প্রশ্নের শিকার হতে না হয় কিংবা সন্দেহ উদ্রেক করতে না পারে। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, কাজটা আমার পক্ষে খুবই কঠিন মনে হচ্ছিল। ঐ সন্ধ্যায় আমার কোমল ও আবেগময় হবার ইচ্ছা হচ্ছিল। মারিয়া আই-ভানোভ্নার প্রতি আজ অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করছিলাম। হয়তো আমার এই শেষ দেখা ভাবনাটা তাকে আমার কাছে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে

তুলছিল। শুভাব্রিনও সেখানে উপস্থিত ছিল। আমি তাকে এক পাশে টেনে নিয়ে আইভান ইগনাতিচ্নিচের সঙ্গে আমার কথাবার্তার বিষয় বললাম।

"সহকারী দিয়ে তুমি কি করবে?" শুষ্ককণ্ঠে সে আমাকে বললো। "সহকারী ছাড়াই আমাদের চলবে।"

দুর্গের কাছে একটি শস্যস্তূপ ছিলো। তার পিছনে আমরা লড়াই করবো। পরের দিন সকাল ছ'টা থেকে সাতটার মধ্যে আমরা মিলিত হবো ঠিক করলাম আমরা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলছিলাম। তা দেখে আইভান ইগনাতিচ্নিচ খুশীর চোটে গোপন তথ্য ফাঁস করে দিল।

"এই তো চাই।" সে আমাকে বললো। চোখে মুখে তার আনন্দের ছোঁয়াচ। "কু-শান্তি অপেক্ষা সু-কলহ শ্রেয়। ছিন্ন চামড়া অপেক্ষা বদ-নাম শ্রেয়।"

"কি, কি বলছিলে, আইভান ইগনাতিচ্নিচ?" ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি এক কোণে তাস দিয়ে অদৃষ্ট পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। আমি ঠিক শুনতে পাই নি।"

আইভান ইগনাতিচ্নিচ আমার দৃষ্টিতে বিরক্তি দেখে আর তার প্রতিজ্ঞার কথা মনে পড়ায় কেমন যেন হকচকিয়ে গেল। কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছিল না। শুভাব্রিন তাড়াতাড়ি তার সাহায্যে এগিয়ে এলো।

"আইভান ইগনাতিচ্নিচ আমাদের মধ্যে শান্তি স্থাপনের পক্ষপাতী," সে বললো।

"কিন্তু কার সাথে আবার তুমি ঝগড়া করলে?"

"পিওতর আন্দ্রেয়িচের সঙ্গে আমার একটা সাংঘাতিক ঝগড়া হয়েছিল।"

"কিসের জন্য?"

"খুবই তুচ্ছ কারণে ভ্যাসিলিসা ইয়োগেরোভনা। একটি গানকে কেন্দ্র করে।"

"একটা গান নিয়ে ঝগড়া! খুব অদ্ভুত তো। কিন্তু ঝগড়াটা বাধলো কেমন করে?"

"আচ্ছা বলছি। কিছু দিন আগে পিওতর আন্দ্রোয়িচ একটি গান রচনা করেছিল। আর সেই গান সে আমার সামনে গাইতে শুরু করলো। আমিও আমার প্রিয় গান শুরু করে দিলাম:

ক্যাপ্টেন-দুহিতা তোমাকে সাবধান,
বেড়াতে যেও না তুমি রাত দুপুরে।'

সুরের গরমিল হয়ে গেল। আমাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিল। পিওতর আন্দ্রেয়িচ প্রথমে ভীষণ রেগে গেল। পরে শান্ত হয়ে গেল। ভাবলো, প্রত্যেকের খেয়ালখুশী মত গাইবার অধিকার আছে। আর এখানেই আমাদের ঝগড়ার ইতি।"

শ্‌ভাব্রিনের ধৃষ্টতা আমার ক্রোধের আগুনে যেন ধুপ দিল। তার অশিষ্ট ইঙ্গিত আমি ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারলো না। কিংবা কেউ লক্ষ্য করলো না। গান থেকে কবিদের কথা উঠলো। কমাণ্ডেণ্ট তাদের সম্পর্কে ভাল ধারণা পোষণ করেনা বরং মাতাল বলে অভিহিত করলেন। আমাকে বন্ধু হিসেবে ওসব কবিতা-টবিতা লেখা থেকে বিরত থাকবার উপদেশ দিলেন। সামরিক কর্তব্যের সঙ্গে কাব্যের কোনো মিল নেই এবং তা কারো উপকারেও আসেনি।

শ্‌ভাব্রিনের উপস্থিতি আমার কাছে অসহ্য ঠেকছিল। আমি ক্যাপ্টেন ও তাঁর পরিবারের কাছে থেকে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলাম। ঘরে ফিরে তরবারিটা পরীক্ষা করলাম। আগায় আঙ্গুল বুলিয়ে দেখলাম। তারপর সেভেলিচকে পরদিন ভোর ছ'টায় ঘুম থেকে ডেকে তুলবার কথা বলে বিছানায় শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকাল। আমি যথাসময়ে শস্যস্তূপের পিছনে এসে দাঁড়ালাম এবং আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর সে এসে পৌছলো।

"বাধা আসতে পারে।" সে বললো, "তার আগেই আমাদের কাজ শেষ করতে হবে।"

আমরা ইউনিফরম খুলে ফেললাম। শুধু ওয়েস্ট কোট গায়ে। তরবারি বের করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আইভান ইগনাতিয়িচ গ্যারিসনের পাঁচজন সৈন্যসহ স্তূপের পিছন দিক থেকে রণক্ষেত্রে হাজির হলো। আমাদের কমাণ্ডেণ্টের কাছে যেতে বললো। বেশ বিরক্ত হলাম। তবে তার কথা রাখলাম। আইভান ইগনাতিয়িচকে আমরা অনুসরণ করলাম। সৈন্যদল আমাদের ঘিরে রাখলো। সাফল্যের আনন্দে সাতিশয় গুরুত্ব সহকারে সদর্প পদভঙ্গিতে সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

আমরা কমাণ্ডেন্টের বাড়ীতে ঢুকলাম। আইভান ইগনাতিয়িচ দরজা খুলে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করলো : "আমি তাদেরকে এনেছি!"

"কি দুঃসাহসটা! তারপর কি? কি? দুঃসাহসটা হলো কেমন করে? আমাদের দুর্গে হত্যার পরিকল্পনা! আইভান কুজমিচ, তাদের এক্ষুনি গ্রেফতার করো! পিওতর আন্দ্রেয়িচ, আলেক্সি আইভানিচ, তোমাদের তরবারি আমাকে দাও। ওগুলো দাও, দাও! পালাশা তরবারিগুলো প্যান্ট্রিতে নিয়ে যাও! তোমার কাছ থেকে আমি এরূপ আশা করিনি, পিওতর আন্দ্রেয়িচ। তোমার লজ্জা করছে না? আলেক্সি আইভানিচের বেলায় ঠিক আছে। মানুষ হত্যার দায়ে তাকে দেহরক্ষী বাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সে ভগবানকে বিশ্বাস করে না। কিন্তু তোমার এ কি ধরনের ব্যবহার! তুমি তার মত হতে চাও?"

আইভান কুজমিচ স্ত্রীর সঙ্গে একমত। বারংবার বলতে লাগলেন, "ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না ঠিকই বলেছে। আমি তোমাদের বলছি, সামরিক বিধিতে ডুয়েল স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।"

ইত্যবসরে পালাশা আমাদের তরবারি প্যান্ট্রিতে রাখবার জন্য নিয়ে গেল। আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। শ্ভাব্রিন আত্ম-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখলো।

"আপনার প্রতি আমার পুরোপুরি শ্রদ্ধা আছে।" সে শান্ত কণ্ঠে বললো, "তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের প্রতি রায় প্রদান করে আপনি অহেতুক কষ্ট করেছেন, ওটা আইভান কুজমিচকেই করতে দিন। ওটা তার কাজ।"

"কিন্তু স্বামী-স্ত্রী একই মাংস আর আত্মা দিয়ে গড়া নয় কি? কমাণ্ডেন্টের পত্নী কড়া জবাব দিলেন। "আইভান কুজমিচ, তুমি কি ভাবছো? তাদের এক্ষুণি গ্রেফতার করে দু'দিকে চালান দাও। যতদিন পর্যন্ত না তাদের চেতনা ফিরে আসবে ততদিন রুটি ও পানি কিছুই খেতে দিও না! ফাদার জেরাসিমকে তাদের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতে বলো। যাতে তারা ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে পারে আর জনগণের কাছে তাদের পাপ স্বীকার করতে পারে।"

আইভান কুজমিচ কি করা উচিত বুঝে উঠতে পারছিলেন না। মারিয়া আইভানোভ্নার চেহারা পাণ্ডুর হয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঝড় থামলো। ভ্যাসিলিসা শান্ত হলেন। আমাদের দু'জনকে চুমু আদান-প্রদানে বাধ্য করলেন। পালাশা আমাদের তরবারি ফিরিয়ে দিলো। আমার কমাণ্ডেন্টের

গৃহ ত্যাগ করলাম। আপাতদৃষ্টিতে মনে হলো আমাদের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেছে। আইভান ইগনাতিয়িচ আমাদের সঙ্গে চললো।

"তোমার শরমও নেই।" আমি রাগান্বিত কণ্ঠে তাকে বললাম, "আমার কাছে কথা দিয়েছিলে। তা সত্ত্বেও কমাণ্ডেন্টের কাছে বলে দিয়ে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে তোমার লজ্জাবোধ হলো না?"

"ভগবান আমার সাক্ষী। আমি আইভান কুজমিচকে কিছু বলিনি," সে প্রত্যুত্তরে বললো, "ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা কায়দা করে আমার কাছ থেকে সব বের করে নিয়েছেন। আর কুজমিচের অগোচরে তিনি ও সকল ব্যবস্থা করেছেন।......ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ থাকুন যে, ভালোয় ভালোয় শেষ রক্ষা হয়েছে।"

এই কথাগুলো বলে সে বাড়ীর দিকে চলে গেল। শভাব্রিন আর আমি একাকী রইলাম।

"আমরা এভাবে ঘটনার পরিসমাপ্তি চানতে পারি না।" আমি তার উদ্দেশ্যে বললাম।

"অবশ্যই নয়।" শভাব্রিন উত্তর দিল, তোমার রক্ত দিয়ে ঔদ্ধত্যের প্রতিদান দিতে হবে। তবে আমার বিশ্বাস আমাদের উপর নজর রাখা হবে। কিছু দিন আমাদের বন্ধুত্বের ভান করতে হবে। আজ চলি।"

আমরা বিদায় নিলাম। যেন কিছুই ঘটেনি। কমাণ্ডেন্টের ঘরে ফিরে এলাম। রোজকার মত মারিয়া আইভানোভনার পাশে গিয়ে বসলাম। আইভান কুজমিচ ঘরে ছিলেন না। ভ্যাসিলিসা ইয়েগারোভনা গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা মৃদুকণ্ঠে কথাবার্তা বলতে লাগলাম। শভাব্রিনের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে সবাইকে উদ্বিগ্ন করেছি বলে মারিয়া আমাকে মৃদু ভৎ'সনা করলো।

"তুমি লড়াই করতে যাচ্ছ শুনে আমি মরেই যাচ্ছিলাম।" সে বললো, "পুরুষ-চরিত্র খুব অদ্ভুত! একটি মাত্র কথা যা নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেতে তাকে নিয়ে একজন আরেকজনকে খুন করার জন্ত তৈরী? তাদের জীবন ও বিবেকে আত্মহুতি দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলো না। যাদের মঙ্গল.........। আচ্ছা, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, তুমি ঝগড়ার সূত্রপাত করোনি। আলেক্সি আইভানিচ সম্ভবত দোষী।"

"তোমার এই ধারণার হেতু কি মারিয়া আইভানোভনা?"

"ঠিক জানি না……তবে সে সর্বদা মানুষকে বিদ্রূপ করে। আমি আলেক্সি আইভানিচকে পছন্দ করি না। তাকে দেখলে আমার মধ্যে একটা বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়। অথচ, বললে অদ্ভুত শোনাবে! আমি কিন্তু মোটেই চাই না যে সে আমাকে অপছন্দ করুক। তাহলে আমি মনে ভীষণ কষ্ট পাবো। উদ্বিগ্ন হবো।"

"তুমি তাহলে কি মনে করো, মারিয়া আইভানোভনা? সে কি তোমাকে পছন্দ করে?"

মারিয়া আইভানোভনা তোতলাতে শুরু করলো। তার চেহারা লাজ-রক্তিম হয়ে উঠলো!

"আমার মনে হয়……" সে বললো, "আমার বিশ্বাস সে আমাকে সত্যি পছন্দ করে।"

"তোমার এই বিশ্বাস কেন?"

"কারণ সে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছেল।"

"সে তোমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল? কখন?"

"গত বছর। তুমি আসার দু'মাস আগে।"

"আর তুমি প্রত্যাখান করেছিলেন?

দেখতেই পাচ্ছো। অবশ্য আলেক্সি আইভানিচ চালাক ও ধনী। সৎ পরিবারের সন্তান। কিন্তু আমি যখন ভাবি গীর্জায় ও উপস্থিত সকলের সামনে তাকে চুমু খেতে হবে…না, আমি কিছুতেই রাজী নই।"

মারিয়া আইভানোভনার কথাগুলো আমার দৃষ্টি খুলে দিল। মনের মধ্যে তার কথাগুলোর অর্থ খুঁজে পেলাম। মারিয়া আইভানোভনার বিরুদ্ধে আলেক্সি আইভানিচের অবিরাম কুৎসা রটনার কারণ বুঝতে পারলাম। যে কথাগুলো নিয়ে আমাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল, তা আমার কাছে অতি নীচ বলে মনে হলো। তার অশিষ্ট ও অশ্লীল বিদ্রূপের পেছনে একটা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অপবাদের স্পষ্ট ছায়া দেখতে পেলাম। নির্লজ্জ অপবাদ রটনাকারীকে শাস্তি দেবার বাসনাটা আমার মনে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হলো। আমি অধৈর্যের সঙ্গে সুযোগের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বেশী দিন অপেক্ষা করতে হলো না। পরের দিন। আমি একটা শোকগাথা রচনায় মগ্ন ছিলাম। কলম কামড়াচ্ছিলাম আর কবিতার ছন্দ খুঁজছিলাম।

শভাব্রিন আমার জানালায় টোকা দিলো। কলম রেখে তরবারি তুলে নিলাম। বাইরে বেরিয়ে এলাম।

"অপেক্ষা করছো কেন?" শভাব্রিন বললো, "আমাদের উপর নজর নেই। চলো, নদীর ধারে যাই। সেখানে কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না।"

আমরা নীরবে হাঁটতে লাগলাম। একটা খাড়া পথ বেয়ে আমরা নদীর তীরে পৌঁছিলাম। আমরা তরবারি উন্মুক্ত করলাম। শভাব্রিন আমার চেয়ে অনেক নিপুণ। কিন্তু আমি তার চেয়ে সবল ও সাহসী ছিলাম। মশিঁয়ে বুপরে কোনো এক সময়ে সৈনিক ছিলেন। তাঁর কাছে তরবারি-যুদ্ধের কিছু কায়দা কানুন শিখেছিলাম। সেগুলো কাজে লাগলাম। শভাব্রিন আমার মত একজন শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর মুখোমুখি হবে ভাবতে পারিনি। অনেকক্ষণ আমরা কেউ কারো কানো ক্ষতি করতে পারলাম না। অবশেষ শভাব্রিন দুর্বল হয়ে এলো! আমি সুযোগ বুঝে তাকে নদীর দিকে ঠেলতে লাগলাম। তাকে নদীতে প্রায় ফেলে দিচ্ছিলাম হঠাৎ কে যেন সজোরে আমার নাম ধরে ডাকলো। আমি ঘুরে সেভেলিচকে খাড়া পথ বেয়ে আমার দিকে ছুটে আসতে দেখলাম।···সে মুহূর্তে ডান কাঁধের নীচে আমার বুকে একটা আঘাত অনুভব করলাম, আমি অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রেম

আমার জ্ঞান ফিরে এলো। কিছুক্ষণ যাবত বুঝতে পারলাম না আমি কোথায় রয়েছি। আমার কি হয়েছে। আমি একটা অচেনা ঘরে বিছানায় শুয়েছিলাম। খুব দুর্বল লাগছিল। সেভেলিচ আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল। হাতে একটা মোমবাতি। একজন লোক সযত্নে আমার বুক আর কাঁধের ব্যাণ্ডেজ খুলছিল। ক্রমশ আমার চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ হয়ে এলো। দ্বৈরথের কথা মনে পড়লো। আমি জখম হয়েছিলাম বুঝতে পারলম। এমন সময় দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করে উঠলো।

"কেমন আছে?" একটা কণ্ঠস্বর ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলো। কণ্ঠস্বর শুনে আমার ভিতরে একটা শিহরণ অনুভব করলাম।

"কোনো পরিবর্তন নেই।" সেভেলিচ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উত্তর দিল। "এখনো অজ্ঞান। আজ পঞ্চম দিন।"

আমি মাথা নাড়তে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না।

"আমি কোথায়? এখানে কে আছো?" অনেক চেষ্টা করে বললাম।

মারিয়া আইভানোভ্না আমার বিছানার কাছে এগিয়ে এলো। আমার দিকে নত হয়ে বললো, "কেমন লাগছে?"

"ভগবানকে ধন্যবাদ।" আমি দুর্বল কণ্ঠে জবাব দিলাম। "মারিয়া আইভানোভ্না, তুমি? আমাকে বলো...।"

আমার কথা বলার শক্তি ছিল না। থেমে গেলাম। সেভেলিচ আনন্দে চিৎকার করে উঠলো। তার মুখ খুশীতে জলে উঠলো।

"জ্ঞান ফিরে এসেছে! তোমাকে হাজার নমস্কার ভগবান! প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়িচ, আপনি আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। পাঁচ দিন, তামাশার কথা নয়।"

মারিয়া আইভানোভ্না তাকে বাধা দিল। সে বললো,

"ওর সঙ্গে অত বেশী কথা বলো না সেভেলিচ। এখনো বেশ দুর্বল।" কথাগুলো বলেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

আমার চিন্তা-সমুদ্রে ঝড় উঠলো। তাহলে আমি কমাণ্ডেন্টের বাড়ীতে আছি। মারিয়া আইভানোভ্না আমার কাছে এসেছিল। আমি সেভেলিচকে কিছু প্রশ্ন করতে চাইলাম। কিন্তু বুড়ো মাথা নেড়ে কান বন্ধ করে রাখলো। আমি বিরক্ত হয়ে চোখ বুজলাম। খানিকক্ষণ পরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙলে আমি সেভেলিচকে ডাকলাম। কিন্তু তার বদলে মারিয়া আইভানোভনাকে আমার সামনে দেখতে পেলাম। তার কণ্ঠের মিষ্টি স্বর আমাকে সম্ভাষণ জানালো। সেই মুহূর্তে এক পরম সুখে আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি তার হাত টেনে চুমুতে ভরে দিলাম। আমার ভালোবাসার অশ্রুতে তার হাত ভিজিয়ে দিলাম। মাশা হাত টেনে নিল না।...হঠাৎ তার ঠোঁট আমার চিবুক স্পর্শ করলো। আমি তার আবেগভরা চুমুর আস্বাদ পেলাম। আমার ভিতরে যেন একটা অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়ে উঠল।

"প্রিয় মারিয়া আইভানোভ্‌না," আমি তাকে বললাম, "তুমি আমার স্ত্রী হও। আমাকে সুখী করো।"

সে তার ধৈর্য ফিরে পেল।

"দোহাই ভগবান, তুমি শান্ত হও, আমার থেকে হাত টেনে নিয়ে বললো, "তোমার বিপদ এখনো কাটেনি—জখম শুকোয় নি। অন্তত আমার জন্য হলেও নিজের প্রতি যত্নবান হও।"

এই কথাগুলো বলেই সে ঘর ছেড়ে চলে গেল। আমি এক পরম আনন্দের উল্লাসে মোহাবিষ্ট হয়ে পড়লাম। আমার মধ্যে সুখের চেতনা ফিরে এলো। মারিয়া আমার হবে! সে আমাকে ভালোবাসে! আমার সমস্ত অস্তিত্ব এই চিন্তায় পূর্ণ হয়ে উঠলো।

তারপর থেকে আমি অতি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলাম। সৈন্যদলের নাপিত আমার চিকিৎসা করছিল। কারণ দুর্গে আর কোনো চিকিৎসক ছিল না। ভাগ্য ভালো যে, সে নিজের বিদ্যার বহর দেখানোর চেষ্টা করে নি। আমার তারুণ্য আমাকে তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভে সাহায্য করলো। কমাণ্ডেন্ট পরিবারের সবাই আমার দেখাশুনা করছিল। মারিয়া আইভানোভ্‌না আমার পাশ থেকে উঠতোই না। আমি কিন্তু প্রথম সুযোগেই আবার আমাদের অসমাপ্ত কথার জের টানলাম। মারিয়া আইভানোভনা পরিপূর্ণ ধৈর্যের সঙ্গে তোমার কথা শুনলো। সরল মনে সে আমাকে ভালোবাসার কথা স্বীকার করলো। আমাদের সুখী দেখলে তার বাবা-মা খুব খুশী হবে জানালো।

"কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখো," সে আরো বললো, "তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না তো?"

আমার মনে ভাবনার তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। আমার মায়ের মন কোমল। মায়ের মন গলানো কঠিন হবে না। কিন্তু বাবার মত আর মেজাজও আমার জানা আছে। আমার ভালোবাসার মর্মকথা তাঁর হৃদয় মোটেই স্পর্শ করবে না। তিনি ওটাকে তারুণ্যের মতিভ্রম বলে ভাববেন। আমি সরলভাবে মারিয়া আইভানোভনার কাছে সে কথা স্বীকার করলাম। বাবাকে আমাদের দুজনে কথা গুছিয়ে লেখা তাঁর আশীর্বাদ চেয়ে চিঠি লিখিবো ঠিক করলাম। চিঠি লিখে মারিয়া আইভ্যানোভ্‌নাকে পড়তে দিলাম। চিঠিখানা খুবই মর্মস্পর্শী ছিল। চিঠির সাফল্য সম্পর্কে তার মনে কোনো সন্দেহ রইলো

না। প্রেম ও তারুণ্যের প্রত্যয় নিয়ে কোমল হৃদয়ের অনুভূতির কাছে সে নিজেকে সঁপে দিল।

আরোগ্য লাভের প্রথম দিনেই আমি শ্‌ভাব্রিনের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করে নিলাম। ডুয়েলের জন্য আমাকে কঠোরভাবে ভৎ'সনা করে আইভান কুজমিচ বললেন, "পিওতর আন্দ্রেয়িচ সত্যি তোমাকে আমার গ্রেফতার করা উচিত ছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তোমার যথেষ্ট শাস্তি হয়ে গেছে। তবে আলেক্সি আভানিচকে গুদাম ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে আর ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা তার তরবারি তালাবদ্ধ করে রেখে দিয়েছে। ফলে সে আরও চিন্তা ও অনুতাপের সুযোগ পাবে।"

আমার মনের বিরুদ্ধ ভাবটা চলে যাওয়ায় আমি খুব খুশী হলাম শ্‌ভাব্রিনের জন্য আমি মধ্যস্থতা করলাম।

কমাণ্ডেন্ট স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তাকে মুক্তি দিতে রাজী হলেন। শ্‌ভাব্রিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। আমাদের মধ্যে সংঘটিত ঘটনার জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করলো। অকাতরে নিজের দোষ স্বীকার করলো। আমাকে অতীতের ঘটনা ভুলে যেতে অনুরোধ করলো। কারো প্রতি বিদ্বেষ পোষণ আমার স্বভাব বিরুদ্ধে। আমাদের বিবাদ ও আমার জখম দু'টোর জন্যই আমি তাকে আন্তরিকভাবে ক্ষমা করে দিলাম। তাঁর আহত অহংকার ও প্রত্যাখ্যাত প্রেম নিবেদনের দুঃখই এই অপবাদ রটনার জন্য দায়ী বলে ভাবলাম। আমি উদার চিত্তে আমার হতভাগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে ক্ষমা করে দিলাম।

আমি খুবই শীগরিই সুস্থ হয়ে উঠলাম। আবার আমার বাসায় ফিরে গেলাম। আমার শেষ চিঠির উত্তরের জন্য অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আশায় বুক বাঁধতেও সাহস হচ্ছিল না। আবার বিষাদ পূর্ণ অমঙ্গলের আশঙ্কাকেও দূরে ঠেলে রাখতে চেষ্টা করলাম। আমার মনের আকাঙ্ক্ষা এখনো ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না বা তাঁর স্বামীর নিকট প্রকাশ করি নি। তবে আমার প্রস্তাব তাঁদের বিস্মিত করবে না তা বুঝতে পারতাম। মারিয়া আইভানোভ্‌না বা আমি কখনো আমাদের আবেগ তাঁদের কাছ থেকে গোপন করতে চেষ্টা করতাম না। আমরা যে তাঁদের অনুমতি পাবো সে সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলাম।

অবশেষে একদিন সকালে একটি চিঠি হাতে সেভেলিচের আবির্ভাব ঘটলো। আমি কাঁপতে কাঁপতে তা কেড়ে নিলাম, বাবার হাতে ঠিকানা লেখা। সাধারণত মা আমাকে চিঠি লিখে থাকেন। বাবা চিঠির শেষে দু' এক ছত্র যোগ করে দেন

মাত্র। এই চিঠি নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো খবর বহন করে এনেছে। নিজেকে সেভাবে তৈরি করে নিলাম। ঠিকানা পড়তে গিয়ে কেমন যেন ঠেকে যাচ্ছিলাম। খাম খুলতে বেশ কয়েক মিনিট দেরি হয়ে গেলো: "ওরেনবার্গ প্রদেশে অবস্থিত বেলোগোরিস্কি দুর্গের আমার পুত্র পিওতর আন্দ্রেয়িচ গ্রিনিয়ভকে।" হাতের লেখা দেখে বাবা কোন্ মেজাজে চিঠিখানা খুলে ফেললাম। কিন্তু প্রথম লাইন দেখেই বুঝতে পারলাম আশা-ভারসা সব শেষ। তিনি লিখেছেন: প্রিয় পুত্র পিওতর!

১৫ তারিখে তোমার চিঠি আমাদের হাতে পৌঁচেছে। তাতে তোমার পিতা-মাতার আশীর্বাদ যাচ্ঞা করেছো। আর মিরোনো-ভের কন্যা মারিয়া অভাইনোভ্নার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে হবার অনুমতি চেয়েছো। আমি তোমাকে আশীর্বাদ বা অনুমতি কোনটাই দিতে রাজী নাই। নাগাল পেলে তোমার পদ-মর্যদা ভুলে গিয়ে দুষ্টু ছেলেকে যেভাবে শায়েস্তা করে তোমার তামাশার জন্য তেমন শিক্ষা দিতাম। জন্মভূমিকে রক্ষার জন্য তরবারি ধারণ করার যোগ্যতা তুমি এখনো অর্জন করো নি। তোমার মত লক্ষ্মীছাড়ার ডুয়েল লড়বার কোনো অধিকার নেই। আমি আজই আন্দ্রে কার্লোভিচকে লিখছি। তোমাকে বেলোগোরস্কি দুর্গ থেকে দূরবর্তী কোনও স্থানে বদলি করে দেবে। তোমার বোকামি যে কতটুকু সেখানে গিয়ে তা বুঝবে। তোমার ডুয়েল লড়াই আর জখমের কথা শুনে উদ্বিগ্ন হয়ে তোমার মা সেই যে অসুস্থ হয়েছে এখনো বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে নি। তোমার কপালে যে কি ঘটবে? ভগবানের কাছে তোমার শোধরানোর জন্য প্রার্থনা করি যদিও সেই পরম ক্ষমা আসবে কিনা আমার জানা নেই।

তোমার বাবা এ: জি.

চিঠি পড়ে আমার ভিতর নানান রকমের অনুভূতি জগতে লাগলো। বাবার নিষ্ঠুরতা আমার মনে ক্ষতের সৃষ্টি করলো। মারিয়া আইভানোভ্নার কথা অবজ্ঞাভরে উল্লেখ করেছেন বলে আমার কাছে খুব অশোভন ও অন্যায় ঠেকলো। বেলেগোরিস্কি দুর্গ থেকে বদলির চিন্তা আমাকে ভীত করে তুললো। তবে মায়ের অসুখের খবরটাও আমাকে বেশ উতলা করে তুললো। সেভেলিচের প্রতি মনটা রুষ্ট হয়ে উঠলো। সন্দেহের অবকাশ রইলো না যে সে তাঁদের ডুয়েলের কথা জানিয়েছে। ঘরের ভিতর পায়চারি করছিলাম। একসময় তার সামনে দাঁড়িয়ে রাগত স্বরে বললাম: "আমাকে জখম করেই তুমি ক্ষান্ত হও নি। পুরো

এক মাস মৃত্যুর সঙ্গে আমাকে যুঝতে হয়েছে। দেখছি, তুমি আমার মাকেও মারতে চাও।"

সেভেলিচের মাথায় যেন বাজ পড়লো।

"হায় ভগবান, আপনি কি বলছেন?" সে প্রায় কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো, "আমার জন্ত বুঝি আপনি জখম হয়েছেন? ভগবান জানেন আন্দ্রেই আইভানিচের তরবারির মুখে নিজের বুক পেতে দিয়ে আপনাকে রক্ষা করতে ছুটে যাচ্ছিলাম। বুড়ো হয়েছি তো! বয়সের ভারে জোরে দৌড়ুতে পারছিলাম না। বয়সের নিকুচি করেছে! কিন্তু আমি আপনার কি করেছি?"

"তুমি কি করেছো?" আমি তার কথায় প্রতিধ্বনি তুললাম। "তোমাকে আমার বিরুদ্ধে লিখতে কে বলেছে? তুমি এখানে আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করছো।

"আমি আপনার বিরুদ্ধে লিখেছি।" কাঁদতে কাঁদতে সেভেলিচ উত্তর দিলো, "হে ভগবান-একি বলছে? অতি উত্তম, তবে মনিব আমাকে কি লিখছে পড়ুন। আমি আপনার বিরুদ্ধে লিখেছি কিনা বুঝতে বেগ পেতে হবে না।"

সে তার পকেট থেকে একটা চিঠি বের করলো। আমি পড়লাম। তাতে লেখা ছিল:

বুড়ো কুত্তা, তোর লজ্জা হওয়া উচিত। তুই আমার পুত্র পিওতর আন্দ্রেয়িচের ব্যাপারে কিছু লিখিস নি। অথচ তোকে আমি কঠোর নির্দেশ দিয়েছিলাম। এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির কাছ থেকে তার অপকর্মের কথা জানতে হলো। এভাবেই বুঝি তুই কর্তব্য পালন করিস্? তোর মনিবের হুকুম তামিল করিস্? বুড়ো কুত্তা, তুই সত্য গোপন করেছিস্। বে-আক্কেলটার সঙ্গে যোগসাজশ্ করেছিস্। তোকে আমি শূকর-ছানা তদারক করতে পাঠাবো। আমি আদেশ করছি, এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে চিঠি লিখে জানাবি স্বাস্থ্য কেমন আছে। অবশ্য আমি জানতে পেরেছি যে ভালোই আছে। ঠিক কোথায় জখম হয়েছিল আর তার জখম ঠিকভাবে সেরেছে কিনা—জানাবি।

সেভেলিচ যে নির্দোষ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আমি তাকে অনর্থক সন্দেহ করেছি, বকেছি আর অপমান করেছি। আমি তার কাছে মার্জনা চাইলাম। কিন্তু বৃদ্ধকে কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারছিলাম না।

"এ জন্য বুঝি আমি এসেছি," সে বারংবার বলতে লাগলো, "মনিবের কাছ থেকে আমার কাজের এই বুঝি বখশিশ্ ! আমি একটা ধাড়ি কুত্তা। একটা শুয়োর পালক। আর আমিই বুঝি আপনার জখমের কারণ…না, প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়িচ, আমি নই। আসলে ঐ ফরাসী দেশের লোকটা সকল অনর্থের মূল। সে-ই আপনাকে লোহার শলাকা দিয়ে মানুষকে খোঁচা মারতে শিখিয়েছিল। সজোরে পদাঘাত করতে শিখিয়েছিল। খোঁচা মারলে আর সজোরে পদাঘাত করলেই যেন-একজনকে দুষ্ট লোকের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব! ফরাসী লোক টাকে ভাড়া করার যে কি দরকার ছিল আর অতগুলো টাকা অহেতুক খরচ করার যে প্রয়োজনই বা কি ছিল!"

কিন্তু তবে কে বাবাকে কষ্ট করে আমার আচরণের কথা জানালো? জেনারেল? কিন্তু তিনি আমার প্রতি কোনোদিন কৌতূহল দেখিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া, আইভান কুজমিচ আমার ডুয়েলের কথা তাঁকে জানানো যথাযথ বলে মনে করেন নি। তবে কে? চিন্তার সাগরে ডুব দিলাম। আমার সন্দেহ শভাব্রিনের উপর এসে নিবদ্ধ হলো। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, আমাকে দুর্গ থেকে তাড়িয়ে ও আমাকে কমাণ্ডেন্টের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার সবচাইতে বেশী লাভ। আমি মারিয়া আইভানোভ্নাকে সে কথা বলতে গেলাম। দোরগোড়ায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো।

"কি ব্যাপার, তোমাকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে কেন?" সে আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো।

"সব বানচাল হয়ে গেল।" আমি উত্তর দেবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চিঠিখানা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

তার চেহারাও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। চিঠি পড়ে কম্পিত হস্তে আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে কাঁপা গলয়ে বললো, "মনে হচ্ছে যেন আমাদের বাসনা পূর্ণ হলো না।…তোমার বাবা মা আমাকে বধু হিসেবে চান না। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে! ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। এতে আর কারো হাত নেই। পিওতর আন্দ্রেয়িচ, অন্ততঃপক্ষে তুমি সুখী হও ….।"

"না,তা হতে পারে না," আমি তার হাত চেপে ধরে সজোরে বললাম, 'তুমি আমাকে ভালবাসো। অতএব যে ঝুঁকি নিতে আমি প্রস্তুত। চলো, আমরা তোমার বাবা মার চরণে নিজেদের নিবেদন করি। তাঁদের হৃদয় সরল। তাঁরা নিষ্ঠুর বা অহংকারী নন। তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করেন। আমরা বিবাহ

বন্ধনে আবদ্ধ হবো। বাবার হৃদয় একদিন না একদিন আমরা জয় করেত পারবোই। আমার মা আমাদের সমর্থন করবে। আমাদের ক্ষমা করবে।”

“না পিওতর আন্দ্রেয়িচ,” মাশা উত্তর দিল “তোমার বাবা মার আশীর্বাদ ছাড়া তোমাকে আমি বিয়ে করবো না। তাঁদের আশীর্বাদ ছাড়া তোমার জীবনে সুখ আসতে পারে না। ভগবানের ইচ্ছার কাছেই আমাদের ইচ্ছা সমর্পণ করি চলো তুমি যদি মনের মত স্ত্রী পাও—তুমি যদি অন্য কোনো মেয়েকে ভালোবাসতে পারো—ভগবান সহায় হোন পিওতর আন্দ্রেয়িচ; আমি তোমাদের দু'জনের জন্য প্রার্থনা করবো······।”

সে কান্নায় ভেঙে পড়লো। তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল। তার পিছনে পিছনে আমিও যাচ্ছিলাম। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করতে পারবো না ভেবে বাসায় ফিরে গেলাম।

আমি বসে বসে ভাবছিলাম। গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলাম। এমন সময় সেভেলিচ আমার চিন্তার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করলো।

“এই যে, হুজুর,” সে আমার হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে বললো, “আমি মনিব-পুত্রর বিরুদ্ধে লাগিয়েছি কিনা অথবা আমি পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছি কিনা পড়ে দেখুন!” আমি তার হাত থেকে কাগজখানা নিলাম।

আমার বাবার চিঠির জবাবে সেভেলিচের লেখা চিঠি। হুবহু তুলে দিলাম:

হে আমাদের করুণাময় পিতা আন্দ্রে পেত্রোভিচ,

আপনার সদয় পত্র আমি পেয়েছি। তাতে আপনার ভৃত্যের প্রতি বিষোদ্গার করেছেন। মনিবের আদেশ অমান্য করেছি, তাই আমার লজ্জিত হওয়া উচিত বলে লিখেছেন। আমি ধাড়ি কুত্তা মোটেই নই, আমি আপনার বিশ্বস্ত দাস। আমি আপনার আদেশ পালন করি। অত্যন্ত আনুগত্যের সঙ্গে সর্বদা আপনার চাকরি করে আজ আমি বৃদ্ধ। আপনাকে অহেতুক উদ্বিগ্ন করতে চাই নি বলে পিওতর আন্দ্রেয়িচের জখমের কথা লিখি নি। কারণ আমি শুনলাম যে, মাতা অ্যাভদাতিয়া ভ্যাসেলিয়েভ্‌না আশঙ্কায় ভীত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি তাঁর আরোগ্য লাভের জন্য প্রার্থনা করি। পিওতর আন্দ্রেয়িচ ডান কাঁধের দিকে বুকে জখম হয়েছিলেন। ঠিক হাড়ের নীচে। তিন ইঞ্চি গভীর। নদীর তীর থেকে আমরা তাঁকে ধরাধরি করে কমাণ্ডেন্টের বাড়ীতে নিয়ে যাই। স্থানীয় নাপিত স্টিফেন পারামোনোভ্‌ তাঁর চিকিৎসা করে। এখন ভগবানের আশীর্বাদে পিওতর আন্দ্রেয়িচ সুস্থ আছেন। তাঁর অমঙ্গল

আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। আমি শুনেছি তাঁর অধিনায়কগণ তাঁর প্রতি মোটেই বিরূপ নন। তাছাড়া, ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না তাঁকে নিজের পুত্রবৎ ভালোবাসেন। তবে গোলযোগে জড়িয়ে পড়া তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্মানজনক হয় নি। এখানে সবিনয়ে একটি প্রবাদের কথা উল্লেখ করছি: ঘোড়ার চারটে পা থাকা সত্ত্বেও হোঁচট খায়। আপনি আমাকে গুকরছানা চরাতে পাঠাতে চেয়েছেন, সেই সিদ্ধান্ত নে'য়ার ভার আমার মনিবের। আমার বিনীত অভিবাদন গ্রহণ করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত ভৃত্য,

আব্‌ শিপ সেভেলিচ

বৃদ্ধের চিঠি পড়ে না হেসে থাকতে পারলাম না। আমার পক্ষে বাবার চিঠির উত্তর দে'য়া সম্ভব হবে না, তবে সেভেলিচের চিঠি মায়ের উদ্বেগ লাঘব করার পক্ষে যথেষ্ট।

তারপর থেকে আমার অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো। মারিয়া আইভানোভ্‌না আমার সঙ্গে কথা বলা প্রায় বন্ধ করে দিল। আমাকে সে আপ্রাণ পরিহার করে চলতো। আমার নিকট কমাণ্ডেন্টের গৃহের আকর্ষণ নিভে গেল। আমি ক্রমশ ঘরে একাকী বসে থাকা অভ্যাস করে নিলাম। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না প্রথম প্রথম আমাকে ভৎ'সনা করতেন। কিন্তু আমার একগুঁয়েমি দেখে আমাকে থাকতে দিলেন। কর্তব্যের ডাকে কেবল আইভাম কুজমিচের সঙ্গে আমি দেখা করতাম। শভাব্রিনের সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হতো। তাও অনিচ্ছা সহকারে। আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, আমার প্রতি তার একটা গোপন বিদ্বেষ আছে। জীবন আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। আলস্য ও একাকাত্বের দরুন আমি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম। নিঃসঙ্গ জীবন আমার প্রেমকে আরো উদ্দীপ্ত করে তুললো। আমাকে আরো উৎপীড়ন করতে লাগলো। আমি পড়া ও লেখার স্বাদ হারিয়ে ফেললাম। আমার উৎসাহ কমে গেল। ভয় হ'চ্ছিল আমি না পাগল হয়ে যাই। একটা অসঙ্গত জীবন যাপনে না প্রবৃত্ত হয়ে পড়ি। অপ্রত্যাশিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমার জীবনের স্রোত সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পুগাচোভের বিদ্রোহ

বিস্ময়কর যে সকল ঘটনায় আমি স্বাক্ষী তার বিবরণ দেবার আগে ১৭৭৩-এর শেষের দিকে ওরেনবার্গ প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

এই বিশাল ও ঐশ্বর্যশালী প্রদেশে অর্ধ-সভ্য লোকের বসবাস ছিল। তারা অতি সম্প্রতি রুশীয় শাসনের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল। সভ্য জীবনের আইন ও অভ্যাসের সঙ্গে তারা পরিচিত ছিল না। তারা ছিল নিষ্ঠুর আর পরিণাম সম্পর্কে উদাসীন। ফলে হামেশাই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতো! তাদের বশে রাখার সরকারকে সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হতো। উপযুক্ত স্থানে দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। কশাকদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে হয়েছিল। কারণ তারা যুগ যুগ ধরে ইয়াক নদীর উপকূলের অধিকারী ছিল। কিন্তু শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নিয়োজিত কশাকরাই কিছু দিন যাবৎ সরকারের উদ্বেগ ও বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ১৭৭২-এ তাদের প্রধান শহরে বিদ্রোহ দেখা দিল। কশাকদের ঠিকভাবে অনুগত রাখার উদ্দেশ্যে মেজর জেনারেল ট্রাউবেনবাগের গৃহীত কঠোর ব্যবস্থাই এই বিদ্রোহের কারণ ছিল। ফলে ট্রাউবেনবার্গকে বর্বরোচিতভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কশাক বাহিনীর প্রশাসনে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হলো। অবশেষে কামান আর কঠোর দণ্ড কার্যকরী করার মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করা হলো।

এ সকল ঘটনা আমার বেলোগোরস্কি দুর্গে আসার কিছুকাল পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। সর্বত্র একটা শান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। আপাতঃদৃষ্টে অন্তত তাই মনে হচ্ছিল। শাসন কর্তৃপক্ষ বিশ্বাসভঙ্গকারী বিদ্রোহীদের কৃত্রিম অনুতাপ সহজেই বিশ্বাস করেছিল। আসলে নতুন করে গোলযোগ সৃষ্টির এক সুযোগের প্রত্যাশায় তারা নিজেদের ক্ষোভ দমন করে রেখেছিল।

আমার কাহিনীতে ফিরে আসি।

একদিন সন্ধ্যাবেলা (১৭৭৩-এর অক্টোবরের শুরু)। আমি বাসায় বসে-ছিলাম—একাকী। শরৎ-হাওয়ার আর্তনাদ শুনছিলাম। আর চাঁদের সঙ্গে

মেঘের লুকোচুরি খেলা দেখছিলাম। একজন বার্তাবাহক আমাকে কমাণ্ডেণ্টের ওখানে যাওয়ার জন্য ডাকতে এল। আমি গেলাম। সেখানে শ্ভাব্রিন, আইভান ইগনাতিয়িচ এবং কশাক সার্জেণ্ট ম্যাক্সিমিচকে দেখতে পেলাম। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না বা মারিয়া আইভানোভ্না ঘরে ছিল না। কমাণ্ডেণ্টের সম্ভাষণ বিষণ্ণ মনে হলো। তিনি দরজা বন্ধ করে সবাইকে বসতে বললেন। কেবল সার্জেণ্ট দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলো। তিনি পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বললেন: ভদ্রমহোদয়গণ, জরুরী খবর! জেনারেল কি লিখেছেন শুনুন। তিনি চোখে চশমা পরলেন ও চিঠি পড়তে লাগলেন:

বেলেগোরস্কি দুর্গের কমাণ্ডেণ্ট,

ক্যাপ্টেন মিয়োনোভ।

গোপনীয়।

এমেলিয়ান পুগাচোভ নামে একজন প্রাচীন-পন্থী পলাতক ডন কশাক মৃত সম্রাট তৃতীয় পিটারের নাম অন্যায়ভাবে ধারণ পূর্বক এক ক্ষমাহীন অপরাধ সাধন করেছে। সে একদল অপরাধীকে একত্রিত করে ইয়াক অঞ্চলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে। কয়েকটি দুর্গ লুণ্ঠন করে ইতিমধ্যে সেগুলো দখল করে নিয়েছে। সবখানেই রাহাজানি ও হত্যার বন্যা বইয়ে দিয়েছে। উপরে বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে আমার এই পত্র পাওয়া মাত্র উল্লিখিত দুর্বৃত্ত ও জালিয়াতের আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আপনার দুর্গ আক্রমণ করলে, যদি সম্ভব হয়, তাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেবেন।

"প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।" কমাণ্ডেণ্ট চোখ থেকে চশমা খুলে চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বললেন, "বলা খুবই সহজ। তবে আমি আপনাদের বলছি, দস্যু বেশ শক্তিশালী! আমাদের এখানে আছে মাত্র একশ' ত্রিশজন লোক। কশাকদের গুনতির মধ্যে ধরছি না। কারণ তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা যাচ্ছে না। কিছু মনে করো না, ম্যাক্সিমিচ।" (সার্জেণ্ট হাসলো)। "যাহোক, ওতে ভাববার কিছু নেই, ভদ্রমহোদয়গণ! আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন। প্রহরা ও রাত্রিবেলা টহল দেবার ব্যবস্থা করুন। আক্রান্ত হলে ফটক বন্ধ করে দেবেন আর সৈন্যদের দূরে সরিয়ে নেবেন। আর তুমি, ম্যাক্সিমিচ, কশাকদের উপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। কামানটা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে। আর সবার উপরে, সবাই সমস্ত ঘটনা গোপন রাখবেন। দুর্গের কেউ যেন জানতে না পারে।"

এই নির্দেশগুলো দিয়ে আইভান কুজমিচ আমাদের যেতে বললেন। শ্‌ভাব্রিন আর আমি এক সঙ্গে হাঁটছিলাম আর এইমাত্র শোনা ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম।

"এর শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, বলতে পারো কি?" আমি শ্‌ভাব্রিনকে জিজ্ঞেস করলাম।

"একমাত্র বিধাতা জানেন," সে উত্তর দিল। "ঘটনা অবশ্য আমরা দেখতেই পাবো। তবে এ পর্যন্ত আমি এতে কিছু আছে বলে দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যদি……।"

সে চিন্তায় নিমগ্ন হলো। আনমনে শিস দিয়ে একটা ফরাসী সুর ভাঁজতে লাগলো।

আমাদের সতর্কতা সত্বেও পুগাচোভের খবরটা দুর্গের চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। স্ত্রীর প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধার ভাব থাকলেও আইভান কুজমিচ যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তাঁর উপর অর্পিত সামরিক গোপনীয়তা প্রকাশ করতে মোটেই রাজী ছিলেন না। জেনারেলের চিঠি পেয়ে তাই তিনি কায়দা করে ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌নাকে ফাদার জেরাসিমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন যে, ওরেনবার্গ থেকে একটা বিস্ময়কর খবর ফাদার জেরাসিম জেনেছেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই কারো কাছে প্রকাশ করতে রাজী নন। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না সেই মুহূর্তে পাদরীর স্ত্রীর কাছে যেতে মনস্থ করলেন। আইভান কুজমিচের উপদেশ মত মাশাকেও সঙ্গে নিলেন।

বাড়ীর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের ডেকে পাঠালেন। পালাশা যাতে দরজায় কান লাগিয়ে কথাবার্তা না শুনতে পারে সেজন্য তাকে প্যান্ট্রিতে তালাবদ্ধ করে রাখলেন।

ভ্যাসিলিসা পাদরীর স্ত্রীর কাছ থেকে কোন খবরই বের করতে পারলেন না। বাসায় ফিরে শুনলেন যে, তার অবর্তমানে আইভান কুজমিচ এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। আর পালাশাকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্বামী তার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। তিনি প্রশ্নের বাণে তাঁকে জর্জরিত করে তুললেন। আইভান কুজমিচ অবশ্য এমন একটা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি কিছুতেই অপ্রতিভ হলেন না বরং সাহসের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর দিলেন: "আমাদের মেয়েরা খড় দিয়ে চুলো জ্বালাচ্ছে। তাতে আগুন লাগার সমূহ সম্ভাবনা। আমি তোমাকে

বলছি, তাই ভবিষ্যতে খড়ের বদলে কাঠ ব্যবহার করার কঠোর নির্দেশ দিয়েছি।"

"তাহলে পালাশাকে তালাবদ্ধ করে রাখলে কেন?" কমাণ্ডেন্টের স্ত্রী প্রশ্ন করলেন। "বেচারী কি এমন অন্যায় করলো যে আমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে প্যান্ট্রিতে বসে থাকতে হলো?"

আইভান কুজমিচ এই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। একটা অসংলগ্ন জবাব দিয়ে ফেললেন। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা টের পেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্বামীর কাছ থেকে কিছু জানতে পারা যাবে না। প্রশ্ন করা ছেড়ে দিয়ে শসার আচারের কথা বলতে শুরু করলেন। পাদরীর স্ত্রী এ ধরনের আচার তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী। তার শুনতে বারণ এমন কি কথা স্বামীর মনে লুকিয়ে থাকতে পারে সেই চিন্তায় ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা সারা রাত ঘুমাতে পারলেন না।

তিনি পরদিন 'মাস' থেকে ফিরে এসে আইভান কুজমিচকে কামানের ভিতর থেকে ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, পাথর, চোক্‌লা, হাড়ের টুকরো ইত্যাকার আবর্জনা টেনে বের করতে দেখলেন। ছেলে ছোকরার দল এ সকল জঞ্জাল কামানের ভিতরে ঢুকিয়ে রেখেছিল।

"এ সকল সামরিক প্রস্তুতির অর্থ কি?" কমাণ্ডেন্টের স্ত্রী জানতে উৎসুক হলেন, "তবে কি তারা আরেকটি কিরঘিজ হামলার প্রত্যাশা করছে? আইভান কুজমিচ নিশ্চয় অত অকিঞ্চিৎকর বিষয় আমার কাছ থেকে গোপনে রাখবে না। গোপন রহস্যটা জানবার জন্য তিনি একটা মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। রহস্য উদ্ঘাটনের মেয়েলি কৌতূহল চরিতার্থের দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে তিনি আইভান ইগনাতিয়িচকে ডেকে পাঠালেন।

ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না প্রথমে তাকে গৃহস্থালী সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক যেমন ভাবে অপ্রাসঙ্গিক জেরা শুরু করে কয়েদী থেকে অসতর্ক মুহূর্তে সত্য কথাটি বের করে নেন। তারপর কিছুক্ষণের নীরবতা। তিনি একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে বললেন: "তাই! না! কি সাংঘাতিক খবর! তারপর কি হবে?"

"কিচ্ছু ভাববেননা," আইভান ইগনাতিয়িচ জবাব দিল "ভগবানের আশীর্বাদে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমাদের যথেষ্ট সৈন্য আছে। প্রচুর বারুদ আছে। কামান পরিষ্কার করে রেখেছি। পুগাচোভকে বিপজ্জনক অবস্থায় ফেলা মোটেই

অসম্ভব নাও হতে পারে। ভগবান যার সহায়, কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না।”

“আর এই পুগোচোভ কি ধরনের মানুষ?” তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আইভান ইগনাতিয়িচ নিজের ভুল বুঝতে পারলো। কোনো উত্তর দিল না। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা জোর করে তার কাছ থেকে সব জেনে নিলেন। তবে আর কারো কাছে বলবেন না কথা দিলেন।

তিনি অবশ্য কথা রেখেছিলেন। কেবল পাদরীর স্ত্রী ছাড়া আর কারো কাছে একটি শব্দও প্রকাশ করেন নি। আর তাও শুধু তার গরু স্তেপ অঞ্চলে চারণ করছে বলে। নইলে যে বিদ্রোহীরা ধরে নিয়ে যাবে।

কিছুদিনের মধ্যে সকলেই পুগাচোভের কথা বলতে লাগলো। তবে গুজবের রং বদলাতে লাগলো। কমাণ্ডেণ্ট ম্যাক্সিমিচকে কাছের গ্রাম ও দুর্গগুলোর খবর নিতে পাঠালেন। দু'দিন বাদে সার্জেণ্ট ফিরে এলো। দুর্গের চল্লিশ মাইল দূরে স্তেপ অঞ্চলে সে অনেক আলো জ্বলতে দেখে এসেছে। বশকিরদের কাছে একটা বিরাটকায় দল এগিয়ে আসছে বলে শুনে এসেছে। তবে সে সঠিক কিছু বলতে পারলো না। কারণ আর বেশী দূরে এগুবার ঝুঁকি নিতে তার সাহস হয় নি।

দুর্গের কশাকরা স্বভাবতই বেশ উত্তেজিত ছিল। প্রতিটি রাস্তায় তারা দলে দলে জটলা পাকাচ্ছিল। পরস্পর ফিস্ ফিস্ করছিল আশ্বারোহী বা গ্যারিসনের সৈন্য দেখলেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। তাদের উপর নজর রাখবার জন্য চর পাঠানো হলো। ইযুলে নামে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত এক মঙ্গোলীয় কমাণ্ডেণ্টের কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আনলো। ইযুলে জানলো যে সার্জেণ্ট মিথ্যা খবর দিয়েছে। চতুর কশাক সার্জেণ্ট ফিরে এসে তার কমরেডদের কাছে বলেছে যে সে বিদ্রোহীদের দেখেছে। তাদের দলপতির সঙ্গে দেখা করেছে। দলপতির হাতে সে চুমো খেয়েছে। দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথন হয়েছে। কমাণ্ডে তৎক্ষণাৎ ম্যাক্সিমিচকে গ্রেফতার করলেন এবং ইযুলেকে তার স্থলাভিষিক্ত করলেন। এই পদক্ষেপে কশাকরা মোটেই খুশী হলো না। তাদের ফিসফিসানির সুর ক্রমশ উঁচু হতে লাগলো। আইভান ইগনাতিয়িচ কমাণ্ডেণ্টের আদেশ পালন করতে গিয়ে নিজের কানে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলো তারা বলছিলো: “খুব শীগগিরই টের পাবি, গ্যারিসনের ইঁদুর!”

কমাণ্ডেন্ট সেদিনই তাঁর কয়েদীকে জেরা করতে চাইলেন। কিন্তু ম্যাক্সিমিচ সম্ভবত তার কমরেডদের সহায়তায় পালিয়ে গিয়েছিল।

আরেকটা জিনিস কমাণ্ডেন্টের উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে তুললো। একজন বাকির রাজদ্রোহাত্মক কাগজ পত্র সহ ধরা পড়লো। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কমাণ্ডেন্ট আবার তার অফিসারদের একসঙ্গে ডাকতে চাইলেন। আবার তিনি কোনো বাহানায় ভ্যাসিলিয়া ইয়েগোরোভনাকে বাইরে প্রাঠাবার কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু আইভান কুজমিচ ছিলেন একজন সত্যবাদী ও সৎলোক। তাই আগেরটা ছাড়া আর কোন ফন্দী তাঁর মাথায় এলো না।

"বলছিলাম কি, ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না," তিনি খাঁকরি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে শুরু করলেন, "ফাদার জেরাসিম, আমি শুনেছি শহর থেকে......।"

"থাক্, আর মিথ্যা কথা বলতে হবে না, আইভান কুজমিচ," তাঁর স্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, "মনে হচ্ছে আমাকে ছাড়া এমেলিয়ান পুগাচোভ সম্বন্ধে আলোচনার জন্ম বৈঠক ডাকতে চাও। কিন্তু দোহাই তোমার প্রতারণা করবে না।

আইভান কুজমিচ স্ত্রীর দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "বেশ, তুমি তখন সবকিছু জেনেই ফেলেছো, তুমি বরং থাকো, তোমার সামনেই আমরা কথাবার্তা বলবো।"

"এই তো ভাল মানুষের মত কথা বললে।" তিনি জবাবে বললেন, "তুমি চাতুর্যে মোটেই দক্ষ নও। তোমার অফিসারদের ডেকে পাঠাও।"

আমরা আবার একত্রিত হলাম। আইভান কুজমিচ তাঁর স্ত্রীর উপস্থিতিতে ম্যানিফেস্টো পড়ে শোনালেন। ম্যানিফেস্টোখানা কোনো এক অশিক্ষিত কশাকের লেখা বলে মনে হলো। দুর্বৃত্ত আমাদের দুর্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হবার ইচ্ছার কথা ঘোষণা করেছে। কশাক ও সৈন্যদের তার দলে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছে। তাকে বাধা না দে'য়ার জন্য কমাণ্ডারদের উপদেশ দিয়েছে। আর বাধা দিলে সবাইকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছে। ম্যানিফেস্টোখানা অমার্জিত কিন্তু বেশ শক্তিশালী ভাষায় লেখা হয়েছে। সরল মানুষের মনে এটা গভীরভাবে দাগ কাটবে।

"রাস্কেল!" ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না চিৎকার করে উঠলেন। "তার সাহসের বলিহারি! আমাদের কাছে অমন প্রস্তাব পেশ করার সাহস দেখে মরে যাই। তার কাছে আমাদের যেতে হবে। দেখা করতে হবে পতাকা তার পদপ্রান্তে সমর্পণ

করতে হবে। কুকুরটা কি জানে না যে, আমরা গত চল্লিশ বছর ধরে সেনাবাহিনীতে আছি। আমরা অনেক কিছু দেখেছি? কোনো কমাণ্ডারই নিশ্চয় কখনো দুর্বৃত্তের কথা মত কাজ করে না।"

"তা ঠিক," আইভান কুজমিচ উত্তর দিলেন, "কিন্তু মনে হচ্ছে দস্যুটা ইতিমধ্যে অনেকগুলো দুর্গ দখল করে নিয়েছে।"

"তাহলে, নিশ্চয় সে খুব শক্তিশালী," শ্ভাব্রিন মন্তব্য করলো।

"তার আসল শক্তির খোঁজই আমরা নিতে যাচ্ছি, কমাণ্ডেণ্ট বললেন। "ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না, গুদামের চাবি দাও তো। আইভান ইগনাতিয়িচ, বশকিরটাকে নিয়ে এসো। আর ইয়ুলেকে চাবুক নিয়ে আসতে বলো।"

"থামো, আইভান কুজমিচ," কমাণ্ডেণ্টের স্ত্রী দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললেন, "আমি মাশাকে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাই। চিৎকার শুনলে ভীষণ ভয় পেয়ে যাবে। আর সত্য কথা বলতে কি, এ ধরণের কাজ আমারও ভালো লাগে না। ভগবান তোমাদের সহায় হোন।"

পূর্বে পীড়ন বিধিবদ্ধ আইন প্রক্রিয়ার একটা অখণ্ড অংশরূপে বিবেচিত হতো। তবে সু-আইন তা রহিত করলেও আসলে গোপনভাবে তা বহাল রয়ে গয়েছিল। এমন একটা ধারণা ছিল যে, আসামীকে দণ্ড দিতে হলে তার নজের স্বীকারোক্তির প্রয়োজন। অবশ্য তা যুগপৎ যুক্তিহীন এবং বিধিবদ্ধ আইনের যথার্থ বিচক্ষণতার সম্পূর্ণ বিরোধী। কারণ অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ অস্বীকার যদি তার নির্দোষিতার প্রমাণ হিসেবে গণ্য না হয় তাহলে তার কারোক্তিকে অপরাধের প্রমাণ বলে গণ্য করার কোনো যুক্তি নেই। তবে খনো মাঝে মাঝে আমি প্রবীন বিচারকদের সেই পাশবিক প্রথা বিলোপের জন্য :খ প্রকাশ করতে শুনি। কিন্তু সে যুগে পীড়নের প্রয়োজনীতা সম্পর্কে কেউ দ্বিমত করতো না। বিচারক এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিও এই সত্য স্বীকার করতো। তরাং কমাণ্ডেণ্টের আদেশ আমাদের বিস্মিত বা শঙ্কিত করলো না। আইভান াতিয়িচ ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্নার গুদামে বন্দী বশকিরকে আনতে ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্দীকে দরজার কাছে নিয়ে এলো। কমাণ্ডেণ্ট তাকে রের ভিতর আনতে বললেন।

বশকির বেশ কষ্ট করে প্রবেশ পথ অতিক্রম করলো। (তার পা দু'টো লে আবদ্ধ ছিল)। লম্বা টুপিটা মাথা থেকে খুলে নিয়ে সে দরজার পাশে ঢ়ালো। আমি তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে শিউরে উঠলাম। আমি ঐ

লোকটাকে কোনদিন ভুলতে পারবো না। তার বয়স সত্তরের উপর হবে। তার নাক বা কান কোনটাই ছিল না। মাথা কামানো। দাড়ির বদলে কয়েকটা ধুসর রংয়ের চুল ছিল দেখা যাচ্ছিল। লোকটা বেঁটে, পাতলা ও কুঁজো। কিন্তু তার ছোট চোখ দু'টোতে তখনো আলো জ্বলছিল।

"আচ্ছা!" বশকিরের সারা দেহে ভয়ঙ্কর দাগ দেখে ১৭৪১ সালে সাজা-প্রাপ্ত বিদ্রোহীদের একজন বলে কমাণ্ডেণ্ট চিনতে পারলেন।

"তুমি দেখছি একটা পুরানো নেকড়ে। আমাদের ফাঁদে আগেও পা দিয়েছিলে। তোমার মাথার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে বিদ্রোহ তোমার একটা পুরানো খেলা। কাছে এসো। বলো, কে তোমাকে পাঠিয়েছে।"

বৃদ্ধ বশকির নিশ্চুপ। ভাবলেশহীন। নীরবে সে কমাণ্ডেণ্টের দিকে তাকিয়ে রইল।

"কথা বলছো না কেন?" আইভান কুজমিচ বলতে লাগলেন, "তুমি রুশ ভাষা বোঝ না? ইয়ুলে, তোমার ভাষায় জিজ্ঞেস করতো কে তাকে আমাদের দুর্গে পাঠিয়েছে?"

ইয়ুলে তাতার ভাষায় আইভান কুজমিচের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলো। কিন্তু বশকির তার দিকেও একই মুখের ভাব করে তাকালো। একটা কথাও বললো না।

"অতি উত্তম," কমাণ্ডেণ্ট বললেন, "আমি তোমাকে কথা বলিয়ে ছাড়বো তোমরা তার গা থেকে ডোরাকাটা পোষাক খুলে ফেলে পিঠটা ডোরাকাটা কে দাও। সবটা পিঠ কোথাও যেন বাদ না যায়, ইয়ুলে!"

দুজন বৃদ্ধ বশকিরের পোশাক খুলতে প্রস্তুত হলো। হতভাগ্য লোকটির মু উদ্বেগের চিহ্ন ফুটে উঠলো। বালকেরা বন্য প্রাণী ধরলে যেমন অবস্থার সৃষ্টি হ ঠিক তেমনিভাবে সে চারদিকে তাকাতে লাগলো। বৃদ্ধ কয়েদীর হাত দু'টে একজন বুড়ো লোকের ঘাড়ে রাখা হলো। তাকে মাটি থেকে আলগা কে উপরে উঠান হলো। ইয়ুলে চাবুক চালালো। বশকির মিনতিভরা দুর্ব কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো। মাথা নেড়ে হাঁ করে দেখালো। জিহ্বা নেই গোড়া থেকে কেটে ফেলা হয়েছে।

আমার জীবনকালেই এ সকল ঘটনা ঘটেছিল। আমি এখন সম্রাট আলেকজান্দারের রাজত্বে বাস করছি। চারদিকে শান্তি বিরাজ করছিলো। জ্ঞান ও মানসিকতার এরূপ দ্রুত পরিবর্তন আমার কাছে খুবই বিস্ময়কর বলে

মনে হচ্ছিল। আসলে শিষ্টাচার ও নৈতিক কমনীয়তার মধ্যেই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী পরিবর্তন নিহিত। প্রচণ্ড বিপ্লবের মধ্যে নয়। যুবকদের বলছি, আমার এই লেখা যদি তোমাদের হাতে পড়ে তাহলে এই সত্যটুকুন মনে রেখো।

বশকিরের এই অবস্থা দেখে আমরা মনে আঘাত পেলাম। "বেশ," কমাণ্ডেন্ট বললেন, "স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা তার কাছ থেকে কিছুই জানতে পারবো না। ইয়ুলে, বশকিরটাকে গুদামে নিয়ে যাও। ভদ্রমহোদয়গণ, আমাদের আরো কয়েকটি ব্যাপার সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন।

আমরা যখন আমাদের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম হঠাৎ ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না ঘরে ঢুকলেন। তিনি হাঁপাচ্ছিলেন! তাঁকে শঙ্কিত মনে হচ্ছিল।

"তোমার কি হয়েছে?" কমাণ্ডেন্ট বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞেস করলেন।

"ভয়ংকর খবর!" ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা উত্তর দিলেন। "নিঝনিওজার্নি দুর্গ আজ সকালে দখল করে নিয়েছে। ফাদার জেরাসিমের ভৃত্য এইমাত্র সেখান থেকে ফিরেছে। সে দুর্গ দখল করতে দেখে এসেছে। কমাণ্ডেন্ট এবং সকল অফিসারদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছে। সব সৈন্য বন্দী হয়েছে। দুর্বৃত্তের দল যে কোনো মুহূর্তে এখানে এসে পড়তে পারে।"

অপ্রত্যাশিত খবরে আমি মনে প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। নিঝনিওজার্নি দুর্গের কমাণ্ডেন্টকে আমি চিনতাম! তিনি একজন শিষ্ট ও শান্ত যুবক ছিলেন। দু'মাস পূর্বে ওরেনবার্গ থেকে যাবার পথে তিনি যুবতী স্ত্রীকে নিয়ে আইভান কুজমিচের আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। নিঝনিওজার্নি দুর্গ আমাদের দুর্গ থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে। পুগাচোভ যে কোনো মুহূর্তে আমাদের আক্রমণ করতে পারে। আমি মারিয়া আইভানোভনার অদৃষ্টের লিখন পরিষ্কার দেখতে পেলাম। ভয়ে আমার মন অবসন্ন হয়ে গেল।

"শুনুন, আইভান কুজমিচ," আমি কমাণ্ডেন্টকে বললাম "শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব আমাদের। এতে আর কোনো কথা নেই। কিন্তু প্রথমে মেয়েদের নিরাপত্তা সম্পর্কে আমাদের ভাবতে হবে। পথ খোলা থাকলে তাদের ওরেনবার্গ পাঠিয়ে দিন অথবা দূরে কোনো নির্ভরযোগ্য দুর্গে যেখানে দুর্বৃত্তের দল হামলা করতে পারবে না।"

আইভান কুজমিচ স্ত্রীর দিকে ফিরে বললেন, "বিদ্রোহীদের দমন না করা পর্যন্ত মাশা ও তোমাকে দূরে পাঠিয়ে দে'য়া ভাল নয় কি?"

"মোটেই নয়!" তিনি বললেন। "বুলেটের গুলির কাছে কোনো দুর্গই নিরাপদ নয়। তাহলে বেলোগোরস্কির দোষটা কি? ভগবানের করুণা যে আমরা এই দুর্গে বাইশ বছর ধরে বাস করে আসছি। আমরা বশকির ও কিরঘিজদের বিদ্রোহ দেখেছি। খোদার মর্জিতে পুগাচোভও আমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

"বেশ, আমাদের দুর্গকে তুমি যদি নির্ভরযোগ্য বলে মনে করো তাহলে এখানেই থাকো।" আইভান কুজমিচ জবাব দিলেন। "কিন্তু মাশাকে নিয়ে আমরা কি করবো? অতিরিক্ত সৈন্যদল এসে না পৌছানো পর্যন্ত দুর্বৃত্তের দলকে বাধা দিয়ে রাখতে অথবা তাড়াতে পারলে খুবই ভালো। কিন্তু দুর্বৃত্তের দল যদি তার আগেই দুর্গ দখল করে নেয়?

"বেশ, তাহলে...... ।"

ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না থেমে গেলেন। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

"না, ভ্যাসিলিয়া ইয়েগোরোভনা," কমাণ্ডেন্ট বলতে লাগলেন। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর কথা জীবনে একবার হলেও এই প্রথমবারের মত কাজ করেছে। "মাশার এখানে থাকা উচিত নয়। তাকে ওরেনবার্গে তার ধর্ম-মায়ের কাছে পাঠানো যেতে পারে। সেখানে অনেক সৈন্য আছে। যথেষ্ট কামান-গোলা আছে। দেয়াল পাথরের তৈরী। আমি তার সঙ্গে তোমাকে যেতে উপদেশ দেবো। তুমি বৃদ্ধা হতে পারো, কিন্তু দুর্গ দখল করতে পারলে তোমাকেও তারা রেহাই দেবে না।"

"অতি উত্তম," কমাণ্ডেন্ট-পত্নী বললেন, "তাহলে তাই হোক! মাশাকে পাঠিয়ে দে'য়া যাক্। কিন্তু স্বপ্নেও আমাকে যেতে বলবে না—আমি যাবো না। এই বৃদ্ধ বয়সে তোমাকে ছেড়ে যাবার কথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। তোমার কাছ থেকে আমার কবর দূরে থাকবে তা মোটেই হতে পারে না। এক সঙ্গে থেকেছি, এক সঙ্গেই মরবো।"

"তোমার বক্তব্যে প্রাণ আছে," কমাণ্ডেন্ট বললেন। "বেশ আমাদের আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই। তুমি বরং মাশাকে যাত্রার জন্য তৈরী করো। কাল প্রত্যুষে তাকে পাঠিয়ে দেবো। আমাদের লোকের অভাব আছে সত্য, তবুও তার সঙ্গে একজন সহচর পাঠাতে ভুলো না। কিন্তু মাশা কোথায়?"

"আকুলিনতা পামফিলোভ্‌নাদের ওখানে," কমাণ্ডেন্টের স্ত্রী উত্তর দিলেন।

"নিরনিওজার্নি দুর্গ দখলের খবর শুনেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। সে অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমি ভয় পেয়ে গেছি।"

ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না কন্যার যাত্রার ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমাদের আলোচনা এগিয়ে চললো। আমি কোনো কথা বললাম না। কোনো কথা আমার কানেও গেল না। মারিয়া আইভানোভ্‌না রাতে খাবার বেলায় এলো। চেহারা পাণ্ডুর। চোখ অশ্রুসজল। আমরা নীরবে আহার শেষ করলাম। অন্য দিনের তুলনায় আজকে অনেক আগে খাবার টেবিল থেকে উঠে পড়লাম। বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে নিজেদের ঘরে ফিরে গেলাম। মারিয়া আইভানোভ্‌নার সঙ্গে নির্জনে দেখা করার বাসনা ছিল। আমার ইচ্ছা পূর্ণ হলো। দরজার কাছে তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তরবারিখানা সে আমার হাতে তুলে দিল।

"বিদায়, পিওতর আন্দ্রেয়িচ," অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে সে আমাকে বললো। "আমাকে ওরেনবার্গে পাঠানো হচ্ছে। তুমি বেঁচে থেকো এবং সুখী হয়ো। ভগবান সদয় হলে হয়তো আবার আমরা মিলিত হবো। আর যদি না……"

সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম।

"আমার অন্তরের রাণী, বিদায়," আমি বললাম. "আমার মানসী, আমার প্রিয়তমা, বিদায়। আমার যা-ই ঘটুকনা কেন, বিশ্বাস রাখবে আমার শেষ চিন্তা এবং আমার শেষ প্রার্থনা হবে তোমারই জন্য!"

আমার কাঁধে মাথা রেখে মাশা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। আমি গভীর আবেগের সঙ্গে তাকে চুমু খেলাম। তারপর দ্রুতবেগে ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আক্রমণ

সে রাতে আমি পোশাক খুললাম না। ঘুমাতে পারলাম না। প্রত্যুষে দুর্গের ফটকে হাজির থাকার ইচ্ছে ছিল। মারিয়া আইভানোভ্‌না সেখান থেকে রওয়ানা হবে। শেষবারের মত তাকে বিদায় জানাবার ইচ্ছে ছিল মনে। আমার মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন এসেছে আমি বুঝতে পারছিলাম। বিষণ্ণতার যে অন্ধকারে এতদিন ডুবেছিলাম আমার মনের উদ্বেগ তার চেয়ে অনেক কম পীড়াদায়ক ছিল। বিদায়ের বেদনার মাঝে একটা মিশ্র অস্পষ্ট অথচ মনোরম আশার আলো ছিল। বিপদের অধীর প্রত্যাশা ও একটা সুন্দর উচ্চ অভিলাষের অনুভূতি মিশানো ছিল। রাত কখন পেরিয়ে গেল টের পেলাম না। আমি বেরুবার জন্য পা বাড়াবো এমন সময় দরজা খুলে একজন করপোরেল ঘরে ঢুকলো। জানালো, কশাকরা রাত্রিবেলা দুর্গ ছেড়ে চলে গেছে। ইয়ুলেকে বলপূর্বক সঙ্গে নিয়ে গেছে। অচেনা সব লোক দুর্গের বাইরে ঘোড়ায় চড়ে চারদিকে ঘুরছে। মারিয়া আইভানোভ্‌না হয়তো দুর্গ ত্যাগ করার সময় পায়নি। ভাবনাটা আমাকে আশঙ্কিত করে তুললো। আমি তাড়াহুড়ো করে করপোরেলকে কিছু নির্দেশ দিয়ে কমাণ্ডেন্টের বাসার পানে ছুটলাম।

তখন সকাল হয়ে গেছে। দিনের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। আমি রাস্তা ধরে দৌড়ে যাচ্ছিলাম। কে যেন আমাকে ডাকলো শুনতে পেলাম। আমি থেমে পড়লাম

"আপনি কোথায় যাচ্ছেন?" আইভান ইগনাতিয়িচ আমার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো। "আইভান কুজমিচ দুর্গ প্রাচীরের উপরে আছেন। তিনি আমাকে আপনাদের জন্য পাঠিয়েছেন। পুগাচোভ এসে গেছে।"

"মারিয়া আইভানোভ্‌না চলে গেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম। আমার অন্তর অসাড় হয়ে এলো।

"তিনি যাবার সময় পাননি," আইভান ইগনাতিয়িচ উত্তর দিলো।

"ওরেনবার্গের যাবার পথ বন্ধ। দুর্গ চারদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে। দৃশ্যটা খুবই শোচনীয়, পিওতর আন্দ্রেয়িচ।"

আমরা দুর্গ প্রাচীরে গেলাম। মাটি থেকে একটা স্বাভাবিক চড়াই। গোঁজের বেড়া দিয়ে দৃঢ়ভাবে শক্তিশালী করা। দুর্গের সবাইকে এখানে জমায়েত করা হয়েছে। গ্যারিসন অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। কামানটা আগের দিন সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কমাণ্ডেন্ট তাঁর ছোট্ট সৈন্যদলের সামনে একবার উঠছিলেন আবার নামছিলেন। বিপদের উপস্থিতি বৃদ্ধ সৈন্যদের শক্তি অনেক গুণ বাড়িয়ে দিল। দুর্গ থেকে সামান্য দূরে স্তেপভূমিতে প্রায় বিশজন লোক ঘোড়ায় চড়ে ইতস্তত ঘুরছিল। তাদের কশাক মনে হচ্ছিল। তবে তাদের মধ্যে বশকিরও আছে। তাদের মাথায় বন্য পশুর টুপি আর তূণীর দেখে সহজেই চেনা যাচ্ছিল। কমাণ্ডেন্ট সৈন্যদের মাঝে হাঁটতে হাঁটতে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, "আমার সাহসী বন্ধুরা, চলো, আমাদের সাম্রাজ্ঞীর নামে যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। চলো, পৃথিবীকে আমরা দেখিয়ে দিই, আমরা অনুগত ও সাহসী যোদ্ধা।" সৈন্যদল চিৎকার করে তাদের আগ্রহ প্রকাশ করলো। শ্‌ভাব্রিন আমার পাশে দাঁড়িয়ে শত্রুদের নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখছিল। দুর্গের ভিতর গোলমাল শুনে স্তেপভূমিতে বিচরণকারী অশ্বারোহীরা একত্রিত হয়ে আলোচনা শুরু করলো। কমাণ্ডেন্ট আইভান ইগনাতিয়িচকে কামানের মুখ সেই দলটার দিকে ফেরাতে বললেন এবং নিজে কামান ছুঁড়লেন। গোলা শোঁ শোঁ শব্দ করে তাদের মাথায় উপর দিয়ে চলে গেল। কোনো ক্ষতি করতে পারলো না। অশ্বারোহীরা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল। স্তেপভূমি জনশূন্য হয়ে গেল।

ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্‌না সেই মুহূর্তে দুর্গ প্রাচীরে আবির্ভূত হলেন। পিছনে মাশা। মাকে সে একলা ছাড়তে রাজী নয়!

"কি হচ্ছে?" কমাণ্ডেন্ট-পত্নী জিজ্ঞেস করলেন, "যুদ্ধ কেমন চলছে? শত্রুর দল কোথায়?"

"শত্রু খুব বেশী দূরে নয়," আইভান কুজমিচ জবাব দিলেন।

"ভগবান সদয় থাকলে আমরা ভালোই থাকবো। তোমার ভয় লাগছে না মাশা?"

"না, বাবা," মারিয়া আইভানোভ্‌না উত্তর দিল। "ঘরে একলা থাকা কষ্ট কর।"

সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে চেষ্টা করলো। আমি তরবারির হাতলটা শক্ত করে চেপে ধরলাম। আমার প্রেয়সীকে রক্ষা করাই যেন উদ্দেশ্য। মনে পড়লো, গতকাল তার হাত থেকেই আমি এটা গ্রহণ করেছি। আমার হৃদয় জল জল করে উঠল। আমি নিজেকে তার 'নাইট' রূপে কল্পনা করলাম। আমি যে তার বিশ্বাসের উপযুক্ত তা প্রমাণ করার জন্য আকুল হয়ে উঠলাম। আর সেই চরম মুহূর্তটির জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

ঠিক তক্ষুণি দুর্গের আধা মাই দূরের এক পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে একদল অশ্বারোহী আবির্ভূত হলো। মুহূর্তের মধ্যে স্তেপভূমি জনতায় ভরে উঠলো। তাদের হাতে বর্শা ও তীর-ধনুক। গায়ে লাল কোট, হাতে খোলা তরবারি। একটা সাদা ঘোড়ার পিঠে বসে আছে পুগাচোভ। সে থামলো। অন্যেরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। তার আদেশে চারজন অশ্বারোহী প্রচণ্ড বেগে দুর্গের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ওরা আমাদের বিশ্বাসঘাতক কশাক বলে চিনতে পারলাম। একজন তার টুপির উপর এক তা কাগজ ধরে রেখেছিল। আরেকজনের বর্শার আগায় ইয়ুলের মাথা। বেড়ার ওপাশ থেকে মাথাটা আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিল। বেচারা মংগোলীয়ের মাথাটা উড়ে এসে কমাণ্ডেন্টের পায়ের কাছে পড়লো। বিশ্বাসঘাতকের দল চিৎকার করে বললো: "গুলি করো না। বেরিয়ে এসে জারকে সম্ভাষণ জানাও! জার এখানে!"

"বেশ, দেখাচ্ছি!" আইভান কুজমিচ চিৎকার করে বললেন, "সৈনিকরা গুলি চালাও!'

আমাদের সৈন্যরা গোলা-বৃষ্টি শুরু করলো। যে কাশাকটার হাতে চিঠি ধরা ছিল সে ঘোড়া থেকে পড়ে গেল। অন্যেরা পালিয়ে গেল। আমি মারিয়া আইভানোভ্‌নার দিকে তাকালাম। ইয়ুলের রক্তাক্ত মাথার বীভৎস দৃশ্য দেখে ভীত এবং গোলাগুলির শব্দে সে হতভম্ব হয়ে পড়েছে বলে মনে হলো। কমাণ্ডেন্ট করপোরেলকে মৃত কশাকের হাত থেকে চিঠিখানা আনতে বললেন। করপোরেল মাঠে নেমে গেল। লাগাম ধরে মৃত ব্যক্তির ঘোড়াটাও নিয়ে এলো। কমাণ্ডেন্টের হাতে চিঠিখানা দিল আইভান কুজমিচ নিজের মনে চিঠি পড়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন। বিদ্রোহীরা আক্রমণের জন্য তৈরী হচ্ছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের কানে বুলেটের শব্দ এলো। এক ঝাঁক তীর এসে মাটিতে ও বেড়াতে বিঁধলো।

"ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা" কমাণ্ডেন্ট বললেন, "এ জায়গা মেয়েদের জন্য

নয়। মাশাকে ঘরে নিয়ে যাও। দেখছো না, মেয়েটা মৃতপ্রায়।"

ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা বুলেটের গুলি ছোড়াছুঁড়ি দেখেই নীরব হয়ে গিয়েছিলেন। স্তেপভূমির দিকে তাকিয়ে তিনি প্রচুর নড়াচড়া দেখতে পেলেন। স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, "আইভান কুজমিচ, জীবন ও মৃত্যু ভগবানের হাতে। মাশাকে দোয়া করো। মাশা, তোমার বাবার কাছে যাও।"

পাণ্ডুর আর উদ্বিগ্ন মাশা আইভান কুজমিচের সামনে গেল। হাঁটু গেড়ে বসে মাথা মাটিতে অবনত করলো। বৃদ্ধ কমাণ্ডেণ্ট তার উপর তিনবার ক্রশ আঁকলেন। তারপর তাকে তুলে চুমু খেলেন এবং কণ্ঠের সুরু পরিবর্তন করে বললেন, "মাশা, দোয়া করি তুমি সুখী হও। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করেন। তুমি যদি মনের মানুষ পাও ভগবান যেন তোমাকে ভালোবাসা দেন। দু'জনের সুর যেন এক সুরে বেঁধে দেন। ভ্যাসিলিসা আর আমি যেভাবে জীবন কাটিয়েছি সেভাবে বাঁচতে চেষ্টা করো। যাও মাশা, বিদায়। ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্না, তাড়াতাড়ি করো। ওকে নিয়ে যাও।"

মাশা দু'হাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলো।

"এসো, আমরাও চুমু খাই, কমাণ্ডেণ্ট-পত্নী কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেন, "বিদায়, আইভান কুজমিচ। তোমাকে যদি কোনোওভাবে বিরক্ত করে থাকি ক্ষমা করে দিও॥

"বিদায়, বিদায়, আমার প্রিয়তমা," কমাণ্ডেণ্ট তার বৃদ্ধা স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "আর নয়! তাড়াতাড়ি করো। বাড়ী যাও। আর সময় পেলে মাশাকে সাফারি পোশাক পরিয়ে নিও।"

কমাণ্ডেণ্টের স্ত্রী ও কন্যা বিদায় নিলেন। আমার দৃষ্টি মারিয়া আইভানোভনাকে অনুসরণ করলো। আমার দিকে ঘুরে তাকিয়ে সে ঈষৎ মাথা নত করলো। আইভান কুজমিচ অতঃপর আমাদের দিকে ফিরলেন। তাঁর সমগ্র মনোযোগ শত্রুদের প্রতি নিবদ্ধ হলো। বিদ্রোহীরা তাদের দলপতির চারদিকে সমবেত ছিল। হঠাৎ তারা ঘোড়া থেকে নামতে শুরু করলো।

"এবার, তোমরা শক্ত হও," কমাণ্ডেণ্ট বললেন, "তারা আক্রমণ করতে যাচ্ছে।"

সেই মুহূর্তে ভয়ংকর গর্জন ও তীব্র চিৎকার শোনা গেল। বিদ্রোহীরা তীব্রবেগে দুর্গের দিকে ছুটে আসতে লাগলো। আমাদের কামান প্রস্তুত।

কমাণ্ডেণ্ট বিদ্রোহীদের কাছে আসতে দিলেন। তারপর তাদের ত্যাগ করে গোলা ছুঁড়লেন। গোলাটি তাদের ঠিক মাঝখানে পড়লো। বিদ্রোহীরা চারদিকে ছড়িয়ে পিছনে হটে গেল। কিন্তু তাদের দলপতি পালালো না।......সে তার তরবারি তুলে তাদের ফিরাতে চেষ্টা করলো।...কিছুক্ষণের জন্য থেমে যাওয়া চিৎকার ও গর্জন আবার শুরু হলো।

'বৎসগণ', কমাণ্ডেণ্ট বললেন, "এখন ফটক খুলে দাও। আর ড্রাম বাজাও। চলো বৎসগণ, এগিয়ে আসো। আমাকে অনুসরণ করো।"

কমাণ্ডেণ্ট, আইভান ইগনাতিয়িচ ও আমি মুহূর্তের মধ্যে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে চলে এলাম। কিন্তু গ্যারিসনের সৈন্যরা সাহস হারিয়ে ফেললো, নড়লো না।

"তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন?" আইভান কুজমিচ চিৎকার করে বললেন, "মৃত্যু জীবনে একবারেই আসে—এসো মৃত্যুকে বরণ করে নিই!"

সেই মুহূর্তে বিদ্রোহীরা আমাদের কাছে চলে এলো এবং দুর্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। ড্রাম থেমে গেল। সৈন্যরা তাদের রাইফেল ছুঁড়ে ফেলে দিল। আঘাত পেয়ে আমি মাটিতে পড়ে গেলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার উঠে পড়লাম এবং বিদ্রোহীদের সঙ্গে হেঁটে দুর্গে প্রবেশ করলাম। কমাণ্ডেণ্ট মাথায় আঘাত পেয়েছিল। দুর্বৃত্তরা তাঁকে ঘিরে চাবি চাইছিল। আমি তাঁর সাহায্যে দৌড়ে গেলাম। কিন্তু কয়েকজন স্থূলকায় কশাক আমাকে ধরে ফেললো। তাদের কোমর-বন্ধনী দিয়ে আমাকে বাঁধতে বাঁধতে বললো, "জারের শত্রুদল, তোমরা শীগগিরই টের পাবে!"

তারা আমাদের সড়কের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে চললো। শহরবাসীরা তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তাদের হাতে রুটি আর লণ্ঠন। গীর্জার ঘণ্টা বাজতে লাগলো। হঠাৎ তারা ভিড়ের মধ্যে চিৎকার করে উঠলো: বন্দীদের জন্য জার স্কোয়্যারে অপেক্ষা করছেন। তিনি সেখানে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করছেন।"

সকলে স্কোয়্যারের দিকে ছুটলো। আমাদেরও সেদিকে নিয়ে যেতে লাগলো।

পুগাচোভ কমাণ্ডেণ্টের বাসার সিঁড়ি-গোড়ায় একটা হাতল-অলা চেয়ারে বসেছিল। তার পরনে একটা লাল কশাক কাফ্‌তান। সোনালী সুতো দিয়ে সুসজ্জিত। একটা সোনালী টাসেলযুক্ত পশমী টুপি তার চকচকে চোখ পর্যন্ত

ঝোলানো। তার মুখটা আমার খুব চেনা মনে হচ্ছিল। প্রবীণ কশাকরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। ফ্যাকাশে ও উদ্বিগ্ন ফাদার জেরাসিম একটি ক্রশ হাতে সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি পরবর্তী বলির জন্য নীরবে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। সাত তাড়াতাড়ি স্কোয়্যারে ফাঁসিকাষ্ঠ লাগানো হয়েছিল। আমরা পৌছতেই বশকিররা ঠেলে ভিড় সরিয়ে আমাদের পুগাচোভের সামনে নিয়ে গেল। ঘন্টা-ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেল। একটা প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগলো। "কমাণ্ডেণ্ট কোথায়?" প্রশ্ন করলো পুগাচোভ।

আমাদের কশাক সার্জেণ্ট ভিড় ঠেলে এগিয়ে এলো এবং আইভান কুজমিচকে দেখিয়ে দিল। পুগাচোভ কঠোর দৃষ্টিতে বৃদ্ধের পানে তাকিয়ে বললো, "তোমার তো ভীষণ সাহস দেখছি, তোমার জারকে বাধা দেবার সাহস কোথায় পেয়েছো?"

আঘাতের রক্ত ক্ষরণে কমাণ্ডেণ্টের শক্তি প্রায় নিঃশেষিত। শেষ শক্তিটুকু একত্রিত করে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, "তুমি আমার জার নও। তুমি একটা চোর। একটা প্রতারক। আমি বলছি, তুমি একটা ভণ্ড।"

পুগাচোভ ভ্রূকুটি করলো। কমন যেন দুর্বোধ্য। একটা সাদা রুমাল তুলে নাড়লো। কয়েকজন কশাক বৃদ্ধ ক্যাপ্টেনকে টেনে-হিঁচড়ে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে নিয়ে গেল। একজন বৃদ্ধ বশকির দু'পা ফাঁক করে আড়াআড়িভাবে রাখা একটা কড়িকাঠে বসেছিল। একেই তিনি গত পরশু জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন। পর মুহূর্তে দেখলাম বেচারা আইভান কুজমিচ শূন্যে দুলেছেন। তারপর আইভান ইগনাতিয়িচকে পুগাচোভের সামনে আনা হলো।

"জার তৃতীয় পিটারের আনুগত্যের শপথ নাও," পুগাচোভ তাকে বললো।

"তুমি আমাদের রাজা নও," আইভান ইগনাতিয়িচ ক্যাপ্টেনের কথার পুনরাবৃত্তি করে উত্তর দিল, "তুমি একটা চোর, একটা প্রতারক!"

পুগাচোভ পুনরায় তার রুমাল নাড়লো, ক্যাপ্টেনের সুযোগ্য সহকারী তার বহুদিনের পুরানো মনিবের পাশে ঝুলতে লাগলো।

তারপর আমার পালা। আমি নির্ভয়ে পুগাচোভের দিকে তাকালাম। আমার মহান কমরেডদের কথাগুলো পুনরাবৃত্তির জন্য মনে মনে তৈরী হলাম। ঠিক সেই মুহূর্তে আমি শুভরিনকে বিদ্রোহী কশাকদের মধ্যে দেখে অত্যন্ত বিস্মিত হলাম। তার পরনে কশাকদের একটা কোট। মাথার চুলগুলো তাদের মত

ছোট ছোট করে ছাঁটা। সে পুগাচোভের কাছে গিয়ে তার কানে চুপি চুপি কিছু বললো।

"তাকে ফাঁসিতে ঝুলাও!" পুগাচোভ আমার দিকে না তাকিয়েই বললো।

আমার গলার ফাঁস পরানো হলো। আমি নীরবে প্রার্থনা শুরু করলাম। আমি আন্তরিকভাবে আমার সকল পাপের জন্য অনুতপ্ত হলাম। ভগবানের নিকট আমার প্রিয়জনদের জীবন ভিক্ষা চাইলাম। আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠের নীচে নেয়া হলো।

"তোমার বুঝি ভয় ডর নেই", ঘাতক হয়তো আমাকে খুশী করার উদ্দেশ্যে কথাগুলো আওড়ালো।

হঠাৎ একটা চিৎকার শুনতে পেলাম: থাম্ দুরাত্মা। অপেক্ষা কর্। জল্লাদ থেমে গেল। আমি সেভেলিচকে পুগাচোভের পদপ্রান্তে শায়িত দেখতে পেলাম।

"হে পিতা," বেচারা বৃদ্ধ বললো, "একটা সদ্‌বংশীয় ছেলের মৃত্যুতে তোমার কি লাভ হবে? তাকে ছেড়ে দাও। তুমি মুক্তিপণ পাবে। দৃষ্টান্ত স্থাপন যদি তোমার উদ্দেশ্যে হয় এবং অন্য সকলকে যদি সতর্ক করতে চাও তাহলে আমাকে ফাঁসি দাও—এই বৃদ্ধকে!"

পুগাচোভ ইশারা করলো। সংগে সংগে আমার গলার ফাঁস খুলে ফেলা হলো। আমি মুক্ত হলাম। সবাই সমস্বরে বলে উঠলো, "আমাদের পরিত্রাতা তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

জীবন রক্ষা পেয়ে সেই মুহূর্তে খুশী হয়েছি কি দুঃখ পেয়েছি তা বলতে পারবো না। আমার মনের ভাব খুবই বিপর্যস্ত। আমাকে ভণ্ড জার পুগাচোভের সামনে এনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হলো। পুগাচোভ তার পেশীবহুল বাহু আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

"তার হাতে চুমু খাও, তার হাতে চুমু খাও," আমার চারিপাশের লোক বলতে লাগলো। কিন্তু এই হীন অবমাননা থেকে নিষ্ঠুর মৃত্যুই আমার কাছে শ্রেয় ছিল।

"প্রিয় প্রিওতর আন্দ্রোয়িচ," সেভেলিচ আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমাকে সামনের দিকে ঠেলতে ঠেলতে ফিস্‌ফিস্ করে বললো, "অমন একগুঁয়ে হবেন না। কি আর অমন হবে। থু থু আর চুমু দিন ঐ দুর্বৃত্ত—না মানে, তার হাতে চুমু খান।"

আমি নড়লাম না। পুগাচোভ হাত নামিয়ে হাসতে হাসতে বললো, "মহামহিম নিশ্চয় আনন্দে পাগল হয়ে গেছেন। ওঁকে তোলো।"

তারা আমাকে টেনে তুললো। আর নীরবে থাকতে দিয়ে চলে গেলো। আমি একটা দারুন প্রহসনের প্রত্যক্ষদর্শী হলাম।

শহরবাসীরা আনুগত্যের শপথ নিচ্ছিল। তারা একের পর এক মিছিল করে আসছিল। ক্রুশে চুমু খাচ্ছিল আর জাল জারকে অভিবাদন করছিল। সেনাদলের দরজী তার ভোঁতা কাচি দিয়ে তাদের চুলটকেটে দিচ্ছিল।

কম্পিত পদে তারা পুগাচোভের হাতে চুমু খেতে এলো। বদলে সে তাদেরকে ক্ষমা করে দিচ্ছিল এবং নিজের দলে তালিকাভুক্ত করে নিচ্ছিল। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে এই নাটক চললো। অবশেষে পুগাচোভ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। প্রবীণদের সমভিব্যাহারে সিঁড়ির নীচে নেমে এলো। মূল্যবান সাজে সজ্জিত একটি সাদা ঘোড়া তার কাছে আনা হলো। দু'জন কশাক তাকে ঘোড়ার পিঠে তুলে দিল। সে ঘোষণা করলো যে, ফাদার জেরাসিমের ওখানে ডিনার খাবে। ঠিক সে সময় একটা মেয়েলী কণ্ঠের কান্না শোনা গেল। কয়েকজন দুর্বৃত্ত ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভ্নাকে সিঁড়ির দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে আসছিল। তার চুল আলুলায়িত এবং তার দেহে কোনো আবরণ নেই। সম্পূর্ণ নগ্ন। একজন তার কোট খুলে পরে নিয়েছিলো। অন্যের বিছানা-পত্র, বাক্স-পেটরা, বাসন-পত্র, কাপড়-চোপড় এবং গৃহস্থলীর অন্যান্য জিনিসপত্র বয়ে আনছিল।

"তোমরা আমার প্রাণের ভাই, আমাকে যেতে দাও!" বৃদ্ধা কান্না-বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, "দয়া করো, আমাকে আইভান কুজমিচের কাছে যেতে দাও।"

ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো। তাঁর স্বামীকে তিনি চিনতে পারলেন।

"দুর্বৃত্তের দল!" তিনি উন্মত্তের মত চিৎকার করে উঠলেন। "তোমরা তাকে কি করলে! আইভান কুজমিচ, আমার চোখের আলো, সাহসী ও নির্ভীক যোদ্ধা! প্রুশীয় তরবারি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। অথবা তুর্কী গোলা। সম্মানজনক কোনো যুদ্ধে তুমি জীবন দান করতে পারলে না। একটা পলাতক চোরের হাতে প্রাণ দিলে।"

"চুপ কর্ ডাইনী বুড়ি!" পুগাচোভ বললো।

একজন তরুণ কশাক তরবারি দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করলো। তিনি সিঁড়ির গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে মারা গেলেন। পুগাচোভ ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। সবাই তার পিছনে ছুটলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অনাহূত অতিথি

স্কোয়্যার খালি হয়ে গেল। আমি তখনও সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার চিন্তাগুলো স্থির করতে পারছিলাম না। সারাদিনের ভয়ংকর ঘটনাবলী কেমন যেন সব গোলমাল পাকিয়ে তুললো।

মারিয়া আইভানোভ্‌নার ভাগ্যের অনিশ্চিয়তা আমাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল। সে কোথায়? তার কি হলো? সে কি লুকোবার সময় পেয়েছিল? তার আশ্রয়স্থল কি নিরাপদ? গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে আমি কমাণ্ডেণ্টের বাসায় ঢুকলাম। একেবারে শূন্য। চেয়ার টেবিল, বাক্স চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা হয়েছে। বাসনপত্র ভেঙে টুক্‌রো টুক্‌রো করা হয়েছে। যা কিছু ছিল সব দুর্বৃত্তরা নিয়ে গেছে। আমি ছোট সিঁড়ি বেয়ে উপর তলার দিকে ছুটলাম। জীবনে এই প্রথমবারের মত মারিয়া আইভানোভ্‌নার ঘরে ঢুকলাম। দেখলাম দুর্বৃত্তের দল তার বিছানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে রেখেছে। অয়্যার্ডরোব ভেঙে সবকিছু লুটপাট করে নিয়ে গেছে। পবিত্র প্রদীপটি তখনও শূন্য প্রদীপদানীর সামনে জ্বলছে। জানালার মাঝখানে ঝুলন্ত ছোট আয়নাটাও ফেলে রেখে গেছে।......কিন্তু এই ছোট্ট অপ্রশস্ত ঘরটির মালিক কোথায়? একটা ভয়ংকর চিন্তা আমার মনের মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। তবে কি সে দুর্বৃত্তদের কবলে পড়েছে......আমার অন্তর মুচড়ে উঠলো। আমি ভীষণ কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমার প্রিয়তমার নাম ধরে জোরে ডাকতে লাগলাম।...সেই মুহূর্তে একটা ছোট্ট শব্দ আমার কানে এলো। ফ্যাকাশে আর উদ্বিগ্ন পালাশা ওয়ার্ডরোবের পিছক থেকে বেরিয়ে এলো।

"আহ, পিওতর অন্দ্রেয়িচ!" হাত দু'টো জোড়া করে সে চিৎকার করে উঠলো, "কী ভীষণ দিন! কি ভয়ংকর দৃশ্য!"

"আর মারিয়া আইভানোভনা?" আমি অধৈর্য্যকরে জিজ্ঞেস করলাম, "তার কি হয়েছে?"

"বেঁচে আছে," পালাশা উত্তর দিলো। "সে আকুলিনা পামফিলোভনাদের বাসায় লুকিয়ে আছে।"

"পাদরীর ওখানে!" আমি ভয়ে সজোরে চিৎকার করে উঠলাম। "সর্বনাশ! পুগাচোভ যে সেখানে গেছে।"

আমি দ্রুতবেগে ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। পর মূহুর্তে দেখলাম, আমি দৌড়ে পথ বেয়ে সোজাসুজি পাদরীর বাসার দিকে ছুটছি। চারদিকে কি হচ্ছে, কি ঘটছে কিছুই দেখছিলাম না বা অনুভব করছিলাম না। চিৎকার, অট্টহাসি আর গান সেখান থেকে ভেসে এলো।...পুগাচোভ তার কমরেডদের নিয়ে ভোজন-পর্বে ব্যস্ত। পালাশা আমাকে অনুসরণ করলো। আমি তাকে চুপি চুপি আকুলিনা পামফিলোভনাকে বাইরে ডেকে আনতে পাঠালাম। একটু পরে একটা খালি বোতল হাতে পাদরীর স্ত্রী আমার সংগে কথা বলার জন্য প্রবেশ দ্বারে এলেন।

"হে ভগবান, আপনি বলুন, মারিয়া আইভানোভনা কোথায়?" আমি বললাম। আমার কণ্ঠ উদ্বেগাকুল।

"সে আমার বিছানায় শুয়ে আছে। দেয়ালের ওপাশে। আহা বেচারী!" পাদরীর স্ত্রী জানালেন, বুঝলেন, পিওতর আন্দ্রেয়িচ, ভীষণ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, ভগবানকে ধন্যবাদ, বিপদ কেটে গেছে। দস্যুটা কেবল ডিনারে বসেছে ঠিক সেই সময় বেচারীর হুঁশ ফিরে এলো আর আর্তনাদ করে উঠলো। আমার তো নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিলো! দস্যুটা ঠিক শুনতে পেলো। 'ওখানে কে অমন আর্তনাদ করছে, বুড়ি?' সে বললো। আমি চোরটার প্রতি একটা আজানু অভিবাদন জানিয়ে বললাম, 'আমার ভাই-ঝি অসুস্থ, হুজুর। গত এক পক্ষকাল যাবত সে শয্যাশায়ী।' 'তোমার ভাই-ঝি কি তরুণী?' 'জি, হুজুর।' 'তোমার ভাই ঝিকে দেখাও:তো বুড়ি।' আমার হৃৎপিণ্ড শুকিয়ে গেল। কিন্তু করবার কিছু নেই। অবশ্যই হুজুর, তবে মেয়েটা বিছানা ছেড়ে উঠতে পাছে না বলে আপনার সামনে উপস্থিত হতে পারবে না।' 'ঠিক আছে বুড়ি, আমি নিজেই যাবো। তাকে এক নজর দেখে আসবো।' আর জানেন, দস্যুটা দেওয়ালের ওপাশে গেল। কি ভাবছেন? সে পর্দা সরিয়ে শোনা দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো—কিছু ঘটলো না।... ভগবান আমাদের বাঁচিয়েছেন। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন কি, আমার স্বামী এবং আমি শহীদের মৃত্যু বরণ করার জন্য তৈরী ছিলাম। ভাগ্য ভালো যে, আমাদের সুবোধ বালিকাটি তাকে চিনতে পারে নি ভগবানও কপালে লিখে রেখেছিলেন। বেচারা আইভান কুজমিচ! কে অমন চিন্তা করেছিল। আর ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনা!

এবং আই ভান ইগনাতিয়িচ! তারা তাঁকে ফাঁসি দিলো কেন? আপনিই বা বাঁচলেন কেমন করে? আর শ্‌ভাত্রিন সম্বন্ধে আপনার ধারণা কি? জানেন, সে কশাকদের মত চুল ছেঁটে ফেলেছে এবং তাদের সঙ্গে এখানে বসে ভোজন করছে! সে যে খুব চালাক, একথা অস্বীকার করার জো নেই! আর আমি যখন আমার অসুস্থ ভাই-ঝির কথা বলছিলাম, বিশ্বাস করবেন কি, তার চোখগুলো ছুরির মত আমাকে বিদ্ধ করছিল। তবে কপাল ভালো যে সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

এমন সময় অতিথিদের মাতলামির চিৎকার ও ফাদার জেরাসিমের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। অতিথিরা আরো মদের জন্য চিৎকার করছিল আর পাদরী তাঁর স্ত্রীকে ডাকছিলেন। পামফিলোভ্‌না চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

"আপনি এখন বাড়ী যান, পিওতর আন্দ্রেয়িচ", তিনি বললেন, "আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। দুর্বৃত্তরা মদ খাচ্ছে। তারা এখন আপনাকে দেখলে হয়তো মেরে ফেলতেও পারে। যান পিওতর আন্দ্রেয়িচ! যা হবার তা হবেই। ভগবান নিশ্চয় আমাদের পরিত্যাগ করবেন না।

পাদরীর স্ত্রী চলে গেলেন। আমি কিছুটা শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে চললাম! আমি যখন বাজারের পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলাম কয়েকজন বশকিরকে ফাঁসিকাষ্ঠের চার দিকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ফাঁসিতে ঝুলন্ত মানুষের পায়ে জুতা নিয়ে টানাটানি করতে দেখতে পেলাম। আমার ক্রোধ চেপে রাখতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু হস্তক্ষেপ করা বাতুলতা মাত্র বুঝতে পারলাম। দুর্বৃত্তের দল দুর্গের চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে অফিসারদের ঘর-বাড়ী পুটতরাজ করছিল। মাতাল বিদ্রোহীদের চিৎকার চারিদিকে প্রতিধ্বনি তুলছিল। আমার বাসায় পৌছলাম। স্যেভেলিচের সঙ্গে প্রবেশ পথে দেখা হলো।

"ভগবানকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাকে দেখে সে চিৎকার করে উঠলো। "দুর্বৃত্তরা আবার আপনাকে ধরে ফেলছে ভেবে আমি ভয়ে মরছিলাম। বুঝলেন, পিওতর আন্দ্রেয়িচ অসভ্যের দল আমাদের সবকিছু লুঠ করে নিয়ে গেছে। কাপড় চোপড় পোষাক পরিচ্ছদ বাসন পত্র—কিছুই রেখে যায় নি। কিন্তু হ্যাঁ! ভগবানের অসীম কৃপা, তারা আপনার প্রাণ নেয় নি। আপনি কি হুজুর তাদের দলনেতাকে পেয়েছিলেন?"

"না, চিনতে পারিনি, কেন, কে সে?"

"কি বললেন, হুজুর? আপনি সেই মাতালটাকে ভুলে গেছেন সরাইখানাতে

যে নাকি আপনার খরগোশের চামড়ার জ্যাকেট নিয়ে গিয়েছিল। কোটখানা বলতে গেলে একেবারে আনকোরাই ছিল। ওই বর্বরটা ওটা গায়ে ঢুকাতে গিয়ে সেলাই ছিঁড়ে ফেলেছিল।

আমি বিস্মিত হলাম। তাই তো সেদিনকার পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে পুগাচোভের চেহারায় অসম্ভব রকমের একটা সাদৃশ্য ছিল। আমি নিশ্চিত বুঝতে পারলাম যে, পুগাচোভ আর সে একই ব্যক্তি। নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসার কারণটা এতক্ষণে বুঝতে পারলাম। ঘটনার অদ্ভুত যোগসূত্র আমার অবিশ্বাস্য বলে মনে হলো। একটা ভবঘুরেকে দেয়া একটি ফাঁসির কাঠ থেকে আমার জীবন রক্ষা করলো। আর সরাইখানা থেকে সরাইখানায় ঘুরে বেড়ানো একটা মাতাল দুর্গের পর দুর্গ দখল করে দেশে ভিত নাড়িয়ে দিচ্ছে!"

'আপনি কিছু খাবেন না? অভ্যাস মাফিক সেভেলিচ জিগ্যেস করলো। "ঘরে কিছু নেই। খাবার সংগ্রহ করে আপনাকে কিছু তৈরি করে দিচ্ছি।"

একলা হতেই আবার চিন্তায় মগ্ন হলাম। আমার কর্তব্য কি? একজন অফিসারের পক্ষে শত্রুর দখলকৃত দুর্গে থাকা অথবা তার দলকে অনুসরণ করা ঠিক নয়। আমার এমন স্থানে যাওয়া উচিত যেখানে গেলে আমি দেশের বর্তমান এই কঠিন মুহূর্তে উপকারে আসবো। কিন্তু প্রেম আমাকে মারিয়া আইভানোভ্‌নার পাশে থেকে তাকে রক্ষা করার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলো। অবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। তবুও তার বিপদের কথা ভেবে আমি ভয়ে শিউরে উঠছিলাম।

আমার চিন্তার মিছিল বাধা পেল। একটা কশাক ঘরে ঢুকে মহামান্য জার আমাকে স্মরণ করেছেন' বলে জানালো।

"তিনি কোথায়?" তার আদেশ পালনের জন্য তৈরি হয়ে জিগ্যেস করলাম।

"কমাণ্ডেন্টের বাসায়," কশাক উত্তর দিল।" ডিনারের পর আমাদের পিতা গোসলখানায় গিয়েছিলেন। এখন তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। হুজুর নিশ্চয় জানেন যে, তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। দু'টো শূকর শাবকের রোষ্ট তিনি ডিনারে খুব স্ফূর্তি করে খেয়েছেন। তিনি খুব গরম গোসলখানা পছন্দ করেন। এমনকি তারাস কুরোচকিনও অত গরম সহ্য করতে পারতো না। তারপর শীতল পানি তাঁর উপর ঢেলে দিতে হলো। তাঁর যে সব কিছুই চমৎকার তা

অস্বীকার করার জো নেই। গোসলখানার লোকেরা বলে যে, তিনি তাদেরকে তাঁদের বুকের মাঝে অঙ্কিত রাজকীয় চিহ্ন দেখিয়েছেন : একপাশে দু'মাথাঅলা ঈগল পাখী। একটা পেনির সমান। অপর পাশে তাঁর নিজের প্রতিকৃতি।

আমি কশাকের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা প্রয়োজন মনে করলাম না। তার সঙ্গে কমাণ্ডেন্টের বাসায় গেলাম। পুগাচোভের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তার পরিণতির একটা চিত্র আঁকতে চেষ্টা করলাম। সহৃদয় পাঠক অনুমান করতে পারছেন যে, আমার অন্তর মোটেই শান্ত ছিল না।

কমাণ্ডেন্টের বাসায় যখন পৌছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। ফাঁসিকাঠে ঝুলন্ত মৃতদেহগুলো সন্ধ্যার আধো আলোতে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল। বেচারী ভ্যাসিলিয়া ইয়েগোরোভ্‌নার লাশ তখনও সিঁড়ির নীচে পড়েছিল। দু'জন কশাক সেখানে পাহারাত ছিল। যে কশাক আমাকে আনবার জন্য গিয়েছিল সে আমার আগমনবার্তা ঘোষণা করবার জন্য ভিতরে গেল। পরক্ষণে ফিরে এসে আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গেল যেখান থেকে গত পরশু রাতে আমি মারিয়া আইভানোভ্‌নার কাছ থেকে করুণ বিদায় গ্রহণ করেছিলাম।

আমার সামনে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেলাম। পুগাচোভ ও ডজন খানেক প্রবীণ কশাক রঙিন জামা ও টুপি পরে কাপড়ের ঢাকনায় আচ্ছাদিত একটা টেবিলের চারপাশে গোল হয়ে বসেছিল। বোতল ও গ্লাস বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। সুরাপান হেতু তাদের চেহারা রক্তিম আকার ধারণ করেছিল। চোখগুলো জ্বল জ্বল করছিল। বিশ্বাসঘাতক শ্‌ভাব্রিন বা আমাদের সার্জেন্টকে তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম না।

"এই যে জনাব!" পুগাচোভ আমাকে দেখামাত্র বলে উঠলো, "আসুন, আমার মেহমান হন। এই যে, এখানে বসুন। আপনাকে সু-স্বাগতম্।"

উপবিষ্ট দল আমার বসার স্থান করে দিল। কোনো কথা না বলে টেবিলের শেষ প্রান্তে বসে পড়লাম। আমার পাশে উপবিষ্ট একজন পাতলা ও সুদর্শন তরুণ কশাক আমার জন্য একটা গ্লাসে ভদ্‌কা ঢাললো। আমি স্পর্শ করলাম না। আমি কৌতূহলী দৃষ্টি সহযোগে আমার সঙ্গীদের দিকে তাকালাম। পুগাচোভ একটা সম্মানিত আসনে উপবিষ্ট টেবিলের উপর ঝুঁকে বসেছে। তার কালো দাড়িটি তার বিশাল মুঠোর উপর ভর দিয়েছিল। তার সুন্দর মুখ দেখে দুর্ধর্ষতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সে বারবার একজনের দিকে

তাকাচ্ছিল। তার বয়স পঞ্চাশ হবে। কখন তাকে কাউন্ট, কখন তিমোফেয়িচ বলে সম্বোধন করছিল। মাঝে মাঝে তাকে কাকা বলে ডাকছিল। তারা পরস্পরের প্রতি কমরেড হিসেবে ব্যবহার করছিল। দল নেতার প্রতি বিশেষ কোন শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছিল না। তারা সকালের আক্রমণ, বিদ্রোহের সাফল্য ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথাবার্তা বলছিল। সবাই গর্ব করছিল। মতামত দিচ্ছিল। খোলাখুলি ভাবে পুগাচোভের সঙ্গে তর্ক করছিল। এই অদ্ভুত সামরিক পরিষদে ওরেনবার্গের পথে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এই দুর্ভাগ্যজনক সাহসিক প্রচেষ্টা বলতে গেলে প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল।

আমার পাশের তরুণ চড়া গলায় শোকাকুল মাঝির গান শুরু করলো। অন্য সবাই তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলালো :

"অরণ্যানীর সবুজ পাতার মর্মরধ্বনি, বিরক্ত করো না,
সাহসী যুবকের চিন্তার মিছিলে বাধা সৃষ্টি করো না,
কারণ আগামীকাল আমি বিচারপতির আসনে সামনে যাবো,
ভয়ংকর সে বিচারক, আমাদের মহাপরাক্রান্ত জার,
আর জার, আমাদের প্রভু আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন :
তারপর বলো, সুবোধ বালক, আমাকে বলো কিষাণের ছেলে,
তুমি কাকে সংগে নিয়ে গিয়েছিলে হরণ আর লুণ্ঠনে,
আর ক'জন কমরেড তোমার ছিল সাহসী ?
আমি যা বলব সব সত্য, শুধু সত্য কথা বলব,
আমার চারজন কমরেড ছিল সাহসী :
আমার প্রথম বিশ্বস্ত কমরেড ছিল কালো রাত্রি,
আর দ্বিতীয় বিশ্বাসী কমরেড—আমার ইস্পাতের ছুরি,
আর তৃতীয়টি ছিল আমার প্রভু ভক্ত অশ্ব,
চতুর্থ আমার শক্ত ধনুক
আর আমার দূত সূক্ষ্মাগ্র তীর।
তারপর আমাদের খৃষ্টান জার আমাকে বলবেন :
বাহবা, সুবোধ বালক, তুমি কিষাণের ছেলে!
তুমি যেমন পারো লুট-তরাজ করতে
তেমনি দিতে জানো তার জবাব,
তোমার জন্য জমা আছে এক সুন্দর পুরস্কার—

উন্মুক্ত প্রান্তরে সু-উচ্চ এক অট্টালিকা,
দু'টো থামে আড়াআড়ি আটকানো একটি কাঠ
তোমাকে দান করলাম ॥

এই পল্লী গানটি শুনে আমি কি যে অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। গানটির মূল বক্তব্য ফাঁসি কাঠে। আর গেয়েছে ফাঁসির কাঠে প্রাণদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত আসামীরা। তাদের ভীতিপ্রদ মুখ, ঐকতান স্বর, শোকার্ত ভাব সবকিছুই এ গানের মধ্যে নিহিত ছিল। একটা শ্রদ্ধাভক্তি মিশানো ভাব আমাকে শিউরে তুললো।

মেহমানরা আরেক গ্লাস করে মদ খেয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো এবং পুগাচোভের কাছ থেকে বিদায় নিল। আমিও তাদের অনুসরণ করতে উদ্যত হলাম। পুগাচোভ তখন বললো,

: "যাবেন না, বন্ধু, আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

ঘরে আমরা দু'জন। কয়েকমিনিট দু'জনেই নীরব। পুগাচোভ আমাকে নিবিষ্ট ভাবে দেখছিল। মাঝে-মধ্যে অদ্ভুত চাতুর্য আর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তার বাঁ চোখ ঘুরাচ্ছিলো। অবশেষে অকপট আনন্দে হেসে উঠলো। তার দিকে তাকিয়ে, কেন জানি না, আমিও হেসে ফেললাম।

"তারপর, জনাব?" সে আমাকে বললো। আমার লোকেরা আপনার মাথায় যখন ফাঁস পরিয়ে দিয়েছিলেন নিশ্চয় স্বীকার করবেন? আমার ধারণা আপনার কাছে আকাশটা ভেড়ার চামড়ার চেয়ে বড় নয় বলে মনে হচ্ছিল। আপনার ভৃত্যের আবির্ভাব না ঘটলে আপনি নিশ্চিত আকাশে ঝুলতেন। আমি বুড়ো জীবটাকে সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পেরেছিলাম। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন জনাব, যে লোকটা আপনাকে পথ দেখিয়ে সরাইখানায় নিয়েছিলেন তিনি স্বয়ং বিখ্যাত জার!" (একটা গুরুত্বপূর্ণ ও রহস্যময় ভাব ধারণ করে কথাগুলো বলছিলো।) "আসলে দোষটা সম্পূর্ণ আপনার দয়ার জন্য আমি আপনাকে রেহাই দিয়েছিলাম। কারণ প্রয়োজনের সময় আপনি আমাকে শত্রুদের কাছে থেকে গোপন থাকতে সাহায্য করে বিরাট উপকার করেছিলেন। কিন্তু আপনি দেখবেন এটা কিছুই নয়। আমি রাজত্ব লাভ করে আপানাকে যে পরিমাণ অনুগ্রহ দেখাবো তার তুলনা নেই। আপনি কি আমার দলে আগ্রহের সঙ্গে কাজ করার কথা দিচ্ছেন?"

বর্বর লোকটার প্রশ্ন শুনে আর ধৃষ্টতা দেখে আমি এত বিস্মিত হলাম যে না হেসে আর পারলাম না।

"আপনি হাসছেন কেন?" ভ্রূকুটি করে সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। "আপনি কি বিশ্বাস করেন না যে আমিই জার? আমার প্রশ্নের সহজ উত্তর দিন।"

আমি হতভম্ব হয়ে পড়লাম। ভবঘুরেটাকে জার বলে স্বীকার করতে পারবো না বুঝতে পারলাম: কারণ তা হবে আমার কাছে অমার্জনীয় কাপুরুষতা। তার মুখের উপর তাকে প্রতারক বলা মানে নির্ঘাত মৃত্যু। তখন মানুষের চোখের সামনে এবং প্রথম ঘৃণার আবেগে ফাঁসিকাষ্ঠের নীচে যা করতে তৈরি হয়েছিলাম এখন তা আমার কাছে নিরর্থক বাহাদুরি বলে মনে হলো। আমি দ্বিধান্বিত হলাম। পুগাচোভ বিষণ্ণভাবে আমার উত্তরের অপেক্ষা করছিল অবশেষে (আজও সেই মুহূর্তের কথা আত্মতৃপ্তির সঙ্গে স্মরণ করি) কর্তব্যের আহ্বান মানব মনের দুর্বলতার উপর জয়ী হলো। আমি পুগাচোভকে বললাম: "শুনুন, আপনাকে সত্য কথা খুলে বললো। ভাবুন, আপনাকে আমি কেমন করে জার বলে স্বীকার করি? আপনি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি, আপনি বুঝতে পারবেন আমি আপনার সঙ্গে প্রতারণা করছি।"

''তাহলে, আপনি আমাকে কি বলে মনে করেন?"

"একমাত্র ঈশ্বর জানেন। তবে আপনি যেই হোন না কেন সাংঘাতিক বিপজ্জনক খেলায় নেমেছেন।"

পুগাচোভ আমার দিকে ত্বরিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

"তাহলে আপনি বিশ্বাস করছেন না," সে বললো, "যে আমি জার তৃতীয় পিটার? অতি উত্তম। তবে সাহসীদের অভিধানে সফলতা বলে একটা কথা আছে। গ্রিশকা ওত্রেপিয়েভ (ছদ্মনাম—প্রথম ডেমেত্রিয়াসা একজন প্রতারক বলে অভিহিত। ১৬০৫—১৬০৬ সালে রাশিয়া শাসন করেছিল) কি একদিন রাজত্ব করেন নি! আপনি আমাকে যা খুশী ভাবুন, কিন্তু আমাকে অনুসরণ করুন তাতে আপনার কি যায় বা আসে? একজন প্রভু আরেকজন প্রভুর মতই ভালো। আপনি আমার অধীনে আন্তরিকভাবে ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করুন আপনাকে আমি ফিল্ড মার্শাল এবং প্রিন্স বানিয়ে দেবো। কি বলেন?

"না", আমি দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলাম। "আমি জন্মসূত্রে একজন ভদ্রলোক, আমি সম্রাজ্ঞীর আনুগত্য স্বীকার করেছি: আমি আপনার অধীনে

কাজ করতে পারি না। আপনি যদি সত্যি আমার মঙ্গল কামনা করেন, তাহলে আমাকে ওরেনবার্গ যেতে দিন।"

পুগাচোভ চিন্তামগ্ন হলো।

"আর আমি যদি আপনাকে যেতে দিই," সে বললো, আপনি কোনোমতেই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না কথা দিন।"

"আমি কেমন করে ও কথা দিতে পারি?" আমি উত্তর দিলাম। "আপনি নিজেই জানেন, আমার যা খুশী তা করার স্বাধীনতা নেই; তারা আমাকে আপনার বিরুদ্ধে পাঠালে আমি যাবো। তাতে আর কোনো দ্বিধা নেই। আপনি এখন স্বয়ং একজন নেতা, আপনার অধীনে যারা কাজ করে তাদের আনুগত্য আপনার দরকার। প্রয়োজনের সময় আপনার পক্ষে অস্ত্র ধরতে আমি অস্বীকার করলে আপনি তাকে কি বলবেন? আমার জীবন আপনার হাতে, আমাকে ছেড়ে দিলে আপনাকে ধনবাদ দেবো; আমাকে ফাঁসি দিলে, ঈশ্বর আপনার বিচার করবেন। তবে আপনাকে আমি সত্য কথা বললাম।'

আমার অকপটতা পুগাচোভকে অভিভূত করলো।

"বেশ তবে তাই হোক," সে আমার কাঁধ চাপড়িয়ে বললো "আমি কোনো কাজ অর্ধেক করি না। যান আপনার যেখানে খুশী সেখানেই যান আর যা ভালো বুঝেন তা-ই করুন। আগামী কাল আমাকে বিদায় জানাতে আসবেন। এখন ঘুমাতে যান। আমারও ঘুম পাচ্ছে।'

পুগাচোভের ওখান থেকে রাস্তায় নামলাম। রাতটা নিস্তব্ধ ও তুষার শীতল। আকাশে চাঁদ আর তারার আলো জ্বল জ্বল করছিল। সেই আলোর ছটা স্কোয়্যারে এবং ফাঁসিকাষ্ঠে পড়ছিল। দুর্গের ভিতর অন্ধকারাচ্ছন্ন ও শান্ত। কেবল শুঁড়ীখানার জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। আর সেখান থেকে গভীর রাতের মদ্যপায়ীদের চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। আমি আদরীর ঘরের দিকে তাকালাম। ফটক আর খড়খড়িগুলো বন্ধ। সেখানে সব কিছু শান্ত মনে হচ্ছিল।

আমি বাসায় ফিরে দেখলাম সেভেলিচ আমার অনুপস্থিতির জন্ত বিলাপ করছে। আমার মুক্তির খবর শুনে সে কি যে খুশী হলো তা বলে শেষ করতে পারবো না।

"অন্তর্যামীকে ধন্তবাদ!" ক্রুশ চিহ্ন এঁকে সে বললো, "সূর্যের আলো দেখা দিলেই আমরা দুর্গ ছেড়ে সোজা চলে যাবো। আমি আপনার জন্ত কিছু খাবার তৈরি করেছি। খেয়ে নিন। তারপর সকাল পর্যন্ত ঘুমান।'

আমি তার উপদেশ মত কাজ করলাম। পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি সহকারে ভোজন পর্ব শেষ করে খালি মেঝেতে ঘুমাতে গেলাম। আমার দেহ ও মন তখন ক্লান্তিতে অবসন্ন।

নবম পরিচ্ছেদ

বিচ্ছেদ

খুব সকালে ড্রামের শব্দে আমার ঘুম ভাঙলো। আমি স্কোয়্যারে গেলাম। পুগাচোভের জনতা-বাহিনী ফাঁসিকাষ্ঠের পাশে ইতিমধ্যে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে শুরু করে দিয়েছিল। ফাঁসিকাষ্ঠে তখনও গতকালের মৃতদেহগুলো ঝুলছিল। কশাকরা ঘোড়ার পিঠে বসেছিল। সৈন্যদল অস্ত্র-শস্ত্রে প্রস্তুত। পতাকা উড়ছিল। কতগুলো কামান গাড়ীতে রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে আমাদের কামানটাও দেখতে পেলাম। শহরবাসীদেরও সেখানে দেখা গেল। তারা প্রতারকটার জন্য অপেক্ষা করছিল। একজন কশাক কমাণ্ডেন্টের বাসার সিঁড়িতে দাঁড়িয়েছিল। একটা সুন্দর সাদাকিরমিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছিল। আমি চোখের দৃষ্টিতে ভ্যাসিলিসা ইয়েগোরোভনার লাশ খুঁজলাম। লাশটা একপাশে সরিয়ে এক টুকরো মাদুর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। অবশেষে পুগাচোভ দ্বারদেশে আবির্ভূত হলো। জনগণ মাথার টুপি খুলে ফেললো। পুগাচোভ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সকলকে অভিবাদন জানালো। একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তার হাতে এক থলে তামার মুদ্রা দিল। সে মুঠি মুঠি তামার মুদ্রা ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো। জনতা চিৎকার করে সেগুলো কুড়াতে ছুটলো। কাড়াকাড়িতে কেউ কেউ জখম হলো। পুগাচোভের সহযোগীরা তাকে চারপাশে ঘিরে রেখেছিল। শ্ভাব্রিন ছিল তাদের একজন। আমাদের দু'জনের দৃষ্টি মিলিত হলো। আমার দৃষ্টি যে ঘৃণায় পূর্ণ তা সে বুঝতে পারলো। অকপট দ্বেষ ও কৃত্রিম বিদ্রূপের ভঙ্গী করে সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখে পুগাচোভ ঈষৎ ঝুঁকে ইশারা করলো।

"শুনুন," সে আমাকে বললো, "এক্ষুনি ওরেনবার্গে চলে যান। গভর্নর ও তার সকল জেনারেলদের বলবেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যেই তারা আমাকে আশা করতে পারে। শিশুর মত ভালবাসা ও আনুগত্য নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করার উপদেশ দিবেন। নয়তো একজনও নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে না। আপনার সকল শুভ হোক!"

অতঃপর সে জনতার দিকে ঘুরে শ্ভাব্রিনকে দেখিয়ে বললো, "বৎসগণ, ইনি তোমাদের নতুন কমাণ্ডেন্ট। সর্বদা তাঁর অনুগত থাকবে। দুর্গ এবং তোমাদের জন্য সে আমার কাছে দায়ী থাকবে।"

তার কথাগুলো শুনে আমি শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। শ্ভাব্রিনকে দুর্গের অধিনায়ক নিয়োগ করা হলো। মারিয়া আইভানোভনা তার খপ্পরে থাকবে! সর্বনাশ! মারিয়ার যে কি হবে? পুগাচোভ সিঁড়ির নীচে নেমে এলো। তার ঘোড়া কাছে আনা হলো। কশাকের সাহায্য ছাড়াই সে একলাফে ঘোড়ার জিনে চড়ে বসলো। সেই মুহূর্তে আমি সেভেলিচকে ভিড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম। সে একখণ্ড কাগজ পুগাচোভের দিকে এগিয়ে দিল। এর পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারছিলাম না।

"এটা কি?" পুগাচোভ গুরুত্ব সহকারে জিগ্যেস করলো।

"পড়ুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন।" সেভেলিচ জবাব দিলো।

পুগাচোভ কাগজটা নিয়ে কয়েক মিনিট গভীর মনযোগের সঙ্গে দেখলো।

"অত অস্পষ্টভাবে লিখেছো কেন?" অবশেষে সে বললো। "নজরে কিছুই আসছে না। আমার মুখ্য সচিব কোথায়?"

করপোরেলের বেশধারী একজন যুবক তাড়াতাড়ি পুগাচোভের নিকট গেলো।

"জোরে পড়ো," পুগাচোভ তার হাতে কাগজটা দিয়ে বললো। সেভেলিচ পুগাচোভের নিকট কি লিখতে পারে জানবার জন্য আমার খুব কৌতূহল হচ্ছিল। মুখ্য সচিব কাগজে লেখা প্রতিটি অক্ষর উচ্চৈঃস্বরে পড়তে লাগলো: দু'টি ড্রেসিং গাউন, একটি সুতির ও আরেকটি ডোরাকাটা সিল্কের। দাম ছয় রুবল।

"এর মানে কি?" ভ্রূকুটি করে পুগাচোভ জিজ্ঞেস করলো।

"তাকে পড়ে যেতে বলুন," সেভেলিচ শান্তস্বরে বললো।

মুখ্য সচিব পড়তে লাগলো: পাতলা সবুজ কাপড়ের একটি ইউনিফরম

কোট। দাম সাত রুবল। সাদা কাপড়ের পাজামা। দাম পাঁচ রুবল। আস্তিনে চুনট করা বারোটি পাতলা লিনেন শার্ট। দাম দশ রুবল। একটি টি-সেট। দাম আড়াই রুবল……।

"আজেবাজে এসব কি?" পুগাচোভ তাকে বাধা দিয়ে বললো। "টি-সেট আর চুনট করা আস্তিন ও পাজামা নিয়ে আমার তোয়াক্কা করার কি আছে?"

সেভেলিচ গলা পরিষ্কার করে নিয়ে ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো: "এটা হলো গিয়ে হুজুর, আমার মালিকের লুণ্ঠিত মাল-পত্রের তালিকা। ওগুলো দুর্বৃত্তেরা…।"

"দুর্বৃত্ত?" পুগাচোভ শাসানির সুরে বললো।

"কিছু মনে করবেন না, হুজুর। ওটা আমার বলার ভুল। আমি খুবই দুঃখিত।" সেভেলিচ জবাব দিল। "তারা অবশ্যই দুর্বৃত্ত নয়। তবে আপনার লোকেরা এখানে সেখানে তল্লাসী করে জিনিস-পত্র নিজেদের হেফাজতে নিয়ে যাচ্ছে। রাগ করবেন না: একটা ঘোড়ার চারিটি পা থাকা সত্ত্বেও হোঁচট খায়। যাহোক তাকে শেষটুকু পড়তে বলুন।"

"পড়ো," পুগাচোভ বললো।

সচিব আবার শুরু করলো: "একটা সুতীর বিছানার চাদর, একটা পালকের লেপ। দাম চার রুবল। শিয়ালের লোমদ্বারা অস্তর করা একটা লাল কোট। দাম চল্লিশ রুবল। তাছাড়া, একটা খরগোশের চামড়ার জ্যাকেট, আপনাকে সরাইখানায় দে'য়া হয়েছিল। দাম পনেরো রুবল।"

"তারপর!" পুগাচোভ চিৎকার করে উঠলো। তার চোখ দিয়ে যেন অগ্নি বর্ষিত হচ্ছিলো।

আমি স্বীকার করছি, সেভেলিচের জন্য খুব শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু পুগাচোভ তাকে আর বলতে দিলো না।

"এত তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আমাকে বিরক্ত করার সাহস তুমি পেলে কোথায়? সে চিৎকার করে বললো। সচিবের হাত থেকে একটানে কাগজটা কেড়ে নিয়ে সেভেলিচের মুখের উপর ছুঁড়ে মারলো। "নির্বোধ বুদ্ধু, তাদের কি নস-পত্র লুঠতরাজ হয়ে গেছে—যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! আরে বকাবকানি বুড়ো সারা জীবন ধরে আমার ও আমার লোকদের জন্য তোর প্রার্থনা করা উচিত। কপাল ভালো যে, আমার বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল

তাদের মত তুই আর তোর মনিব আকাশে ঝুলছিস্ না।…খরগোশের চামড়ার জ্যাকেট, ছো! আমি তোকে খরগোশের চামড়ার জ্যাকেট দিতে যাবো কোন্ দুঃখে! বরং তোকে জীবন্ত ছুলে তোর চামড়া দিয়ে একটা জ্যাকেট বানাবো।

"আপনার যথা মর্জি", সেভেলিচ জবাব দিল। "কিন্তু আমি একজন ক্রীতদাস। আমার মনিবের সম্পত্তির জন্য আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।"

পুগাচোভের মেজাজ বেশ দরাজ ছিল। কোনো কথা বললো না। ঘুরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। শ্ভাব্রিন ও প্রবীণ কশাকরা তাকে অনুসরণ করলো। তার দলবল সুশৃঙ্খলভাবে দুর্গ পরিত্যাগ করলো। শহরবাসীরা কিছুদূর পর্যন্ত পুগাচোভের পিছন পিছন গেল। সেভেলিচ আর আমি কেবল স্কোয়্যারে দাঁড়িয়ে রইলাম। সে হস্তধৃত চিঠিখানা গভীর দুঃখের সংগে পর্যবেক্ষণ করছিল।"

পুগাচোভের সঙ্গে আমার সদ্ভাব দেখে সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিল। কিন্তু তার বিচক্ষণ অভিপ্রায় সফল হলো না। তার এই বেফায়দা আবেগের জন্য তাকে তিরস্কার করতে গিয়ে না হেসে থাকতে পারলাম না।

"হাসতে পারা তো খুবই ভালো, হুজুর", সেভেলিচ জবাব দিল। "কিন্তু সব কিছুই যখন আবার নতুন করে কিনতে হবে তখন আর তা কৌতুকপ্রদ বলে মনে হবে না!"

মারিয়া আইভানোভ্নাকে দেখবার জন্য পাদরীর বাড়ীর দিকে ছুটলাম। পাদরির স্ত্রী আমাকে একটা অশুভ খবর দিলেন। গত রাতে মারিয়া আইভানোভ্নার জ্বর দেখা দিয়েছে। সে বেহুঁশ হয়ে আছে এবং প্রলাপ বকছে। আকুলিনা পামফিলোভ্না আমাকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি আলতো পায়ে মারিয়ার শয্যার পাশে গেলাম। তার মুখের রূপের পরিবর্তন দেখে খুব ব্যথিত হলাম। সে আমাকে চিনতে পারলো না। আমি তার শয্যাপার্শ্বে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম। ফাদার গেরোসিন ও তাঁর স্নেহময়ী স্ত্রী আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু কথা আমার কানে বিন্দুমাত্রও বিষণ্ণ ভাবনার দল আমাকে কষ্ট দিচ্ছিল। প্রতিহিংসাপরায়ণ বিদ্রোহীদের কবলে পতিত এই বেচারী অবলা অনাথিনীর অবস্থা ও আমার অসহায়ত্বের কথা ভেবে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। শ্ভাব্রিনের চিন্তাটা আমাকে সবচেয়ে বেশী পীড়া দিতে লাগলো। জাল জার তাকে দুর্গের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়ে গিয়েছে। দুর্গের এখন সে সর্বেসর্বা। আর এই দুর্গে রয়েছে তার ঘৃণার নিরীহ পাত্রী—এই অসুখী মেয়েটি। তার যা খুশী করতে পারে। কিন্তু

আমার কি করণীয়? আমি কিভাবে তাকে সাহায্য করতে পারি? আমি কেমন করে তাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করতে পারি? একটি মাত্র পথই আমার জন্য খোলা: আমি সেই মুহূর্তে ওরেনবার্গ যাবো বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। আর বেলোগোরস্কি দুর্গের জন্য যথাসত্বর সৈন্যদল আনবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবো। আমি পাদরী ও আকুলিনা পামফিলোভনার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মারিয়া আইভানোভনাকে সেবাযত্ন করার জন্য সবিনয় অনুরোধ জানালাম। কেননা আমি ইতিমধ্যে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম। আমি বেচারীর হাতটা তুলে নিলাম এবং তা অশ্রুসিক্ত চুম্বনে ভিজিয়া দিলাম।

"বিদায়," পাদরীর স্ত্রী আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে বললেন বিদায় প্রিয়তর আন্দ্রেয়িচ। আশা করি সু-সময়ে আবার আমাদের ভুলে যাবেন না। মাঝে-মধ্যে চিঠিপত্র লিখবেন। আপনি ছাড়া বেচারী মারিয়া আইভানোভনাকে সান্ত্বনা দেবার আর রক্ষা করার আর কেউ নেই।"

আমি বাসা থেকে বেরিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্কোয়্যারে দাঁড়িয়ে ফাঁসি কাষ্ঠের দিকে তাকালাম। তারপর মাথা নত করে, অভিবাদন জানিয়ে ওরেনবার্গের পথে দুর্গ ত্যাগ করলাম। সেভেলিচ আমার সঙ্গে চললো। আমার সঙ্গে সে বেশ তাল মিলিয়ে চলছিল।

আমি হাঁটতে লাগলাম। বিরতিহীন আর চিন্তামগ্ন। হঠাৎ আমার পিছন দিকে ঘোড়ার খুরে শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। একজন কশাককে ঘোড়ায় চড়ে দুর্গের দিক থেকে আসতে দেখলাম। একটা বশকির অশ্বের লাগাম ধরে টেনে আসছিল। আর দূর থেকে আমাকে ইশারা করছিল। আমি থামলাম। খানিকক্ষণের মধ্যে আমাদের সার্জেন্টকে চিনতে পারলাম। আমার কাছে এসে সে ঘোড়া থেকে নামলো। অন্য ঘোড়ার লাগামটা আমার হাতে দিতে বললো: "হুজুর, আমাদের পিতা, আপনাকে একটি ঘোড়া ও তার নিজের একটি পশমের কোট উপহার দিয়েছেন" (একটা ভেড়ার চামড়ার কোট জিনে বাঁধা ছিল), "তিনি আরো"—ম্যাক্সিমিচ দ্বিধা করছিল—"পঞ্চাশটি কোপেক আপনাকে উপহার দিয়েছিলেন...কিন্তু পথে আমি তা হারিয়ে ফেলেছি। দয়া করে আমাকে মাফ করে দিন।"

সেভেলিচ তার দিকে তেরচা দৃষ্টি হেনে অসন্তুষ্ট কণ্ঠে বললো, "পথে হারিয়ে ফেলেছো। তা হলে তোমার কোটের বুক পকেটে ঝনঝন আওয়াজটা কিসের? তোমার বিবেক বলতে কোনো পদার্থ নেই।"

"আমার কোটের বুক পকেটে কিসের আওয়াজ হচ্ছে?" সার্জেন্ট একটু অপ্রতিভ না হয়ে জবাব দিল, "আমার প্রতি একটু মেহেরবান হন, জনাব! কেন, ও তো আমার লাগামের শব্দ, কোপেকের নয়।"

"অতি উত্তম," আমি তাদের তর্ক-বিতর্কে বাধা দিয়ে বললাম, "যিনি তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিও। আর ফিরবার সময় তুমি যে টাকাগুলো পথে ফেলে এসেছো সেগুলো তুলে নিয়ে ভদ্‌কা খেয়ো।"

"আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, হুজুর।" ঘোড়ার মুখ ঘুরাতে ঘুরাতে সে বললো, "আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আপনার জন্য প্রার্থনা করবো।"

এ কথাগুলো বলেই এক হাত দিয়ে বুকের পকেট চেপে ধরে পিছন দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল এবং মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি ভেড়ার চামড়ার কোট গায়ে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম ও সেভেলিচকে আমার পিছনে বসতে রাজি করালাম।

"দেখলেন তো, হুকুর," বুড়ো বললো, "পাজীটার কাছে অহেতুক আমি দরখাস্তখানা দিই নি। চোরের বিবেকে নিশ্চয় লেগেছে। এটা সত্য যে, লম্বা পা'অলা বশকির টাট্টু ঘোড়াটি ও ভেড়ার চামড়ার কোটের দাম আমাদের লুণ্ঠিত জিনিস-পত্র ও আপনি যা দিয়েছেন তার মূল্যের অর্ধেকও হবে না তথাপি এগুলো কাজে লাগবে। হিংস্র কুকুর থেকে এক টুকরো পশম পেলেও ছাড়তে নেই।"

দশম পরিচ্ছেদ

শহর অবরোধ

ওরেনবার্গের কাছাকাছি এসে একদল আসামীকে দেখতে পেলাম। তাদের মস্তক মুণ্ডিত। মুখ তপ্ত লোহার দাগে বিকৃত। গ্যারিসন সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে তারা দুর্গ সংরক্ষণের কাজে নিয়োজিত ছিল। কেউ কেউ জঞ্জাল ফেলে দুর্গ পরিখা ভরছিল আর অন্যেরা খুঁড়ছিল। দুর্গ-প্রাচীরে রাজমিস্ত্রীরা ইট তুলেছিল। এবং শহরের দেয়াল মেরামত করছিল। ফটকে থামিয়ে প্রহরীরা আমাদের ছাড়-পত্র দেখতে চাইলো। আমরা বেলোগোরস্কি দুর্গ থেকে এসেছি শুনেই সার্জেণ্ট আমাদের সোজাসুজি জেনারেলের বাড়ীতে নিয়ে গেল।

আমি জেনারেলকে বাগানে দেখতে পেলাম। তিনি আপেল গাছ পরীক্ষা করে দেখছিলেন। শরতের আগমনে সেগুলো পত্রহীন হয়ে গিয়েছিল। একজন বৃদ্ধ মালির সাহায্যে তিনি তাদের গরম খড় দিয়ে যত্ন সহকারে জড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর চেহারায় একটা প্রশান্ত, সুস্বাস্থ্য ও সদয় ভাব বিরাজ করছিল। তিনি আমাকে দেখে খুশী হলেন। আমার প্রত্যক্ষ করা ভয়ংকর ঘটনাবলী জানতে চাইলেন। আমি তাঁকে সব খুলে বললাম। গাছের ডাল ছাঁটতে ছাঁটতে বৃদ্ধ আমার বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনলেন।

"বেচারা মিরোনোভ!" আমার করুণ কাহিনী শেষ হলে তিনি বললেন। "আমি তাঁর জন্য সত্যি দুঃখিত। তিনি একজন ভালো অফিসার ছিলেন। মাদাম মিরোনোভ ছিলেন একজন চমৎকার মহিলা। তিনি খুব ভালো ব্যাঙের ছাতা চয়ন করতে পারতেন! কিন্তু মাশা, ক্যাপ্টেনের কন্যার কি হলো?"

আমি বললাম যে, সে দুর্গে পাদরীর স্ত্রীর হেফাজতে আছে।

"না, না, না!" জেনারেল মন্তব্য করলেন, "খারাপ হলো, খুব খারাপ। দুর্বৃত্তদের শৃঙ্খলায় মোটেই বিশ্বাস নেই। বেচারীর যে কী হবে?"

আমি বললাম, "বেলোগোরস্কি দুর্গ বেশীদূরে নয়। জেনারেল নিশ্চয় সৈন্য পাঠিয়ে নিরীহ অধিবাসীদের মুক্ত করতে বিলম্ব করবেন না।" জেনারেল

অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়লেন। "দেখবো, দেখবো কি করা যায়," তিনি বললেন। "এ ব্যাপারে কথা বলার যথেষ্ট সময় পাবো। আমার সঙ্গে চা খাবে এসো। আজকে আমার সামরিক পরিষদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। তুমি ইতর পোগাচোভ ও তার সৈন্যদল সম্পর্কে সে পরিষদে সঠিক তথ্য জানাতে পারবে। আর ইত্যবসরে খানিক বিশ্রাম নাও গে।"

আমি বাসায় গেলাম। সেভেলিচ সেখানে ততক্ষণে সব গোছগাছ করে ফেলেছিল। আমি তারপর নির্ধারিত সময়ের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করতে লাগলাম। পাঠক বুঝতে পারছেন যে, আমার ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিষদে উপস্থিত থাকতে ভুল করিনি। নির্ধারিত সময়ে আমি জেনারেলের ওখানে উপস্থিত হয়েছিলাম।

পরিষদে আমি শহরের একজন অফিসারকে দেখতে পেলাম। আন্দাজে বুঝতে পারলাম, তিনি কাস্টম অফিসের পরিচালক। একজন রক্তিম গণ্ডবিশিষ্ট বলিষ্ঠ বৃদ্ধ। গায়ে বুটিতোলা রেশমের কোট। তিনি আমাকে আইভান কুজমিচের ভাগ্য সম্পর্কে জিগ্যেস করলেন। এককালে তাঁরা পরিচিত ছিলেন। তিনি আমাকে শত্রুপক্ষের গতিবিধি সম্পর্কে বারবার প্রশ্ন করে বাধা দিচ্ছিলেন। এসমস্ত প্রশ্ন যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে না হলেও তাঁর স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করছিল। ইতিমধ্যে অন্যান্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা এসে গেলেন। সকলে আসন গ্রহণ করলে চা পরিবেশন করার পর জেনারেল সুস্পষ্টভাবে বিস্তারিত ঘটনার প্রকৃতি বর্ণনা করলেন।

"ভদ্রমহোদয়গণ, এবার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আমাদের কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তার সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমরা কি আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো, না আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা? উভয় ব্যবস্থাতেই সুবিধা-অসুবিধা আছে। আক্রমণাত্মক পন্থায় আমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে শত্রুপক্ষকে নির্মূল করতে পারি, আত্মরক্ষামূলক পন্থা অধিকতর নিরাপদ ও নির্ভরযোগ্য। ..এবার তাহলে পন্থা নির্ধারণের জন্য ভোট গ্রহণ করি অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ অফিসার দিয়ে শুরু করা যাক। আমার উদ্দেশ্য তিনি বললেন, "তোমার অভিমত দাও।"

আমি উঠে দাঁড়ালাম। পুগাচোভ ও তার দল সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বললাম। তারপর ঘটনার বর্ণনা দিলাম। আমি স্পষ্টভাবে বললাম যে, নিয়মিত সৈন্যদলের আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো শক্তি প্রতারকটার নেই।

আমার অভিমত উপস্থিত অফিসাররা সাদরে গ্রহণ করলেন না। তাঁরা

এর মাঝে তারুণ্যের ঔদ্ধত্য ও গোয়াতু'মীর গন্ধ পেলেন। একটা গুঞ্জন উঠলো। আমি একজনকে নিচু গলায় বলতে শুনলাম অনভিজ্ঞ।'

জেনারেল আমার দিকে চেয়ে হেসে বললেন: "সামরিক পরিষদের প্রথম ভোট স্বাভাবিক ভাবেই আক্রমণাত্মক পন্থার পক্ষে পড়লো। অমনটিই ধারণা করা গিয়েছিল। এবার তাহলে ভোট সংগ্রহ করা যাক। মিঃ কলেজিয়েট কাউন্সিলার আপনার অভিমত বলুন।"

বুটিদার পশমী কোট পরিহিত বৃদ্ধ অনেকখানি রামমিশ্রিত তৃতীয় পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করে জেনারেলের প্রশ্নের উত্তর দিলেন: "আমার মনে হয়, মহামহিম, আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক কোন পন্থাই আমাদের অবলম্বন করার দরকার নেই।"

"সে কেমন কথা?" বিস্মিত জেনারেল বেশ কড়াস্বরে বললেন। "আর কোনো কৌশল সম্ভব নয়। হয় আক্রমণাত্মক আর নয় আত্মরক্ষামূলক।"

"মহামহিম, উৎকোচের পথ অবলম্বন করুন।"

"হা! হা! হা! আপনার পরামর্শ খুবই যুক্তিপূর্ণ। সামরিক কৌশল প্রয়োগে উৎকোচ প্রদানের অনুমোদন আছে। আমরা আপনার উপদেশই অনুসরণ করবো। একেকটা ইতরের মস্তকের জন্য সত্তর অথবা একশো রুবল পুরস্কার দিতে পারি। গোপন তহবিল থেকে সেই অর্থ প্রদান করা হবে।"

"আর তখন," মুখ্য কাস্টম অফিসার বাধা দিয়ে বললেন, 'ঐ চোরগুলো যদি তাদের নেতাকে হাত-পা বেঁধে আমাদের সামনে হাজির না করে তো আমি কলেজিয়েট কাউন্সিলার নই, একটা কিরঘিজ ভেড়া!"

"এ ব্যাপারে আবার আমরা চিন্তা করবো ও আলোচনা করবো," জেনারেল উত্তর দিলেন; "যে কোনো প্রকারেই হোক আমাদের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেই হবে। ভদ্রমহোদয়রা, স্বাভাবিক নিয়মে আপনাদের ভোট দিন।"

সবাই আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অভিমত দিলেন। সামরিক বাহিনী নির্ভরযোগ্য নয় এবং ভাগ্য পরিবর্তনশীল ইত্যাদি বিষয়ে সবাই বললেন। ঝুঁকিপূর্ণ সম্মুখ সমরে খোলা ময়দানে ঝাঁপিয়ে না পড়ে কামান দ্বারা সুরক্ষিত মজবুত পাথরের দেয়ালের এপাশে থাকাই সবাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবলেন। অবশেষে, সকলের অভিমত শোনার পর, জেনারেল পাইপের ছাই ঝেড়ে ফেলে নিজের বক্তব্য রাখলেন; "ভদ্রমহোদয়গণ! আমি আপনাদের বলতে চাই যে, আমি কনিষ্ঠতম অফিসারের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত। কেননা তা সঠিক

সামরিক যুদ্ধকৌশল রীতি নির্ভর। সেই নিয়ম মাফিক আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার চেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা অবলম্বন করাই সর্বদা অধিকতর বাঞ্ছনীয়।"

এই কথাগুলো বলে তিনি থামলেন। পাইপে আবার তামাক ভরতে শুরু করলেন। আমার অহংকার পরিতৃপ্ত হলো। আমি সগর্বে সকল অফিসারদের দিকে তাকালাম। তারা পরস্পরের মধ্যে উদ্বেগ ও বিরক্তিসহকারে কানাঘুষা করছিলেন।

"কিন্তু ভদ্রমহোদয়গণ," দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে এক মুখ তামাকের ধোঁয়া ছেড়ে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন, "আমাদের মহামান্যা সম্রাজ্ঞী কর্তৃক আমার উপর ন্যস্ত প্রদেশগুলোর নিরাপত্তা যেখানে বিপদগ্রস্ত সেখানে আমি অত বড় একটা গুরু দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে নিতে পারি না। তাই শহরের দেয়ালের অভ্যন্তরেই আমাদের অবস্থান করা নিরাপদ ও সুবিবেচনাপূর্ণ সিদ্ধান্ত বলে সকলের সঙ্গে আমি এক মত পোষাপ করি। আমিও শহর অবরুদ্ধ হলে গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে এবং সম্ভব হলে অপ্রত্যাশিত আক্রমণের দ্বারা শত্রুর আক্রমন প্রতিহত করার পক্ষপাতী।"

এবার সবাই উল্টো আমার প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। পরিষদ ভাঙলো। নিজের দৃঢ় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কতগুলো অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ মানুষের সিদ্ধান্তকে মেনে নিলেন দেখে বৃদ্ধ ও শ্রদ্ধাস্পদ যোদ্ধাটির প্রতি আমার করুণার উদ্রেক হলো।

বিখ্যাত এই পরিষদের বৈঠকের কিছুদিন পর আমরা জানতে পারলাম পুগাচোভ তার কথা মত ওরেনবার্গের দিকে এগিয়ে আসছে। টাউন হলের উপর থেকে আমি বিদ্রোহী বাহিনীকে দেখতে পেলাম। আমরা দেখা শেষ আক্রমণ অপেক্ষা তাদের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমার মনে হলো। তাদের সঙ্গে এবার গোলন্দাজ বাহিনীও ছিলো। ছোট ছোট দুর্গ জয় করে পুগাচোভ সেগুলো সংগ্রহ করেছিল। পরিষদের সিদ্ধান্তের কথা আমার মনে হলো। বুঝতে পারলাম শহরের দেয়ালের ভিতর দীর্ঘদিন কারা বাস করতে হবে। বিরক্তিতে আমি প্রায় কেঁদে ফেলছিলাম।

আমি ওরেনবার্গ অবরোধের বর্ণনা দেবো না। ওটা ইতিহাসের আওতাভুক্ত এবং পারিবারিক স্মৃতিকথার বিষয়বস্তু নয়। আমি শুধু বলবো, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের গাফিলতির ফলে শহরবাসীদের জন্য এই অবরোধ খুবই দুর্ভাগ্যজনক ছিল। তাদের দুর্ভিক্ষ ও নানারকম ক্লেশের শিকার হতে হয়েছিল। ওরেন-

বার্গের জীবন একেবারে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সবাই নিরাশ হৃদয়ে ভাগ্য নির্ধারণের প্রতীক্ষা করছিল। মূল্য-বৃদ্ধির অভিযোগ করছিল। প্রকৃতপক্ষে জিনিসপত্রের মূল্য অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিদিন শহরবাসীদের পিছনের প্রাঙ্গণে কামানের গোলা পড়ছিল। ফলে তারা কামানের গোলায় অভ্যস্ত হয়ে উঠলো। এমন কি পুগাচোভের প্রচণ্ড আক্রমণেও উত্তেজনার লেশমাত্র পাওয়া গেল না। আমি একঘেয়েমিতে মরে যাচ্ছিলাম। সময় বয়ে যাচ্ছিল। বেলোগোরোস্কি দুর্গ থেকে আমি কোনো চিঠি পাচ্ছিলাম না। সবগুলো সড়ক বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। মারিয়া আইভানোভ্‌নার বিচ্ছেদ আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। তার ভাগ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল। খণ্ডযুদ্ধের জন্য মাঝে মাঝে সকল চিন্তা-ভাবনা ভুলতে পারতাম। আমাকে একটা ভালো ঘোড়া দিয়েছিল বলে পুগাচোভের মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। এই ঘোড়ায় চড়ে আমি প্রতিদিন পুগাচোভকে লোকদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করতাম। এই খণ্ডযুদ্ধে দুর্বৃত্তদেরই প্রাধান্য ছিল। তাদের ভালো খাবার দাবার ছিল। প্রচুর পানীয় ছিল। তারা ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারছিল। শহরের অনাহারে মৃতপ্রায় অশ্বরোহী সৈন্যদল তাদের পরাজিত করতে পারছিল না। কখন কখন আমাদের ক্ষুধার্ত পদাতিক সৈন্যবাহিনীও যুদ্ধ করতে যেত। কিন্তু ঘন বরফ চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত অশ্বারোহীর বিরুদ্ধে সাফল্যজনকভাবে আক্রমণ রচনায় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুর্গপ্রাচীর থেকে গোলন্দাজ বাহিনীর কামানগুলো বৃথা গর্জন করে উঠছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সেগুলো বরফে আটকে যাচ্ছিল। ঘোড়াগুলো এত শ্রান্ত ছিল যে মেটেই বোঝা টানতে পারছিল না। এই ছিল আমাদের সামরিক অভিমানের নমুনা! আর একেই ওরেনবার্গের অফিসাররা সতর্ক ও সুবুদ্ধি-সম্পন্ন বলে অভিহিত করেছিলেন।

একদিন আমরা একটা বেশ বড় দলকে বিক্ষিপ্ত করতে ও তাড়াতে সক্ষম হয়েছিলাম। একজন কশাক পেছনে পড়ে গিয়েছিল। তাকে আমি ধরে ফেললাম। আমার তুর্কী তরবারী তুলে তাকে আঘাত করতে উদ্যত হলাম। এমন সময় সে মাথা থেকে টুপি খুলে চিৎকার করে উঠলো।

"সুপ্রভাত পিওতর আন্দ্রেয়িচ! আপনার কাটছে কেমন?"

আমি তার দিকে তাকালাম। আমাদের কশাক সার্জেন্টকে চিনতে পারলাম। তাকে দেখে আমি খুব খুশী হলাম।

"কেমন আছো, ম্যাক্সিমিচ," আমি তাকে বললাম। "তুমি কি এর মধ্যে বেলোগোরস্কিতে গিয়েছিলে?"

"জি জনাব, গতকালই আমি সেখানে ছিলাম; আপনার একটা চিঠি আছে, পিওতর আন্দ্রেয়িচ।"

"কোথায় সেটা?" আমি জিগ্যেস করলাম। আকস্মিক আবেগে আমি অভিভূত।

"এখানে", ম্যাক্সিমিচ তার কোটের বুক পকেটে হাত ঢুকিয়ে বললো। "যেভাবেই হোক এটা আপনার কাছে দেবো বলে আমি পালাশার কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছি।"

আমার হাতে একটা ভাঁজ করা কাগজ দিয়ে সে চলে গেল। আমি কম্পিত হৃদয়ে চিঠিখানা খুলে পড়লাম। চিঠিতে লেখা ছিল: ঈশ্বরের ইচ্ছায় হঠাৎ আমি মা আর বাবা দু'জনকেই হারালাম। এই পৃথিবীতে আমার কোনো বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজন নেই। তুমি সর্বদা আমার মঙ্গল কামনা করো এবং সবাইকে সাহায্য করার জন্য তুমি প্রস্তুত জানি বলে তোমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি। আশা করি এই চিঠিখানা তোমার হাতে পৌছবে। ম্যাক্সিমিচ চিঠিখানা তোমার কাছে নিয়ে যাবে বলে কথা দিয়েছে। পালাশা ম্যাক্সিমিচের নিকট শুনেছে যে, তোমাকে নাকি সে অপ্রত্যাশিত আক্রমণের সময় প্রায়ই দেখে থাকে। তুমি নাকি নিজের প্রতি মোটেই লক্ষ্য রাখো না। তোমার জন্য যারা সাশ্রুনেত্রে প্রার্থনা করে তাদের কথা চিন্তা করো না। আমি দীর্ঘ দিন যাবত অসুস্থ ছিলাম। আমার আরোগ্যলাভের পর বাবার স্থলে নিযুক্ত নতুন কমাণ্ডেন্ট আলেক্সি আইভানোভিচ ফাদার জেরাসিমকে পুগাচোভের ভয় দেখিয়ে আমাকে তার হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য করেছে! আমাদের বাড়ীতেই আমি বন্দী জীবন-যাপন করছি। আলেক্সি আইভানোভিচ তাকে বিয়ে করার জন্য সে আমাকে ভীষণ জোর করছে। আকুলিনা পামফিলোভ্না যখন দুর্বৃত্তদের কাছে আমাকে তাঁর বোনের মেয়ে পরিচয় দিচ্ছিলেন তখন সে বিশ্বাসঘাতকতা না করে আমার জীবন রক্ষা করেছে বলে দাবি করে। কিন্তু আলেক্সি আইভানোভিচের মত একটা মানুষকে বিয়ে করার চাইতে মৃত্যুও আমার কাছে শ্রেয়। সে আমার প্রতি খুব নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। আমার মত না বদলালে, তাকে বিয়ে না করলে, সে নাকি আমাকে-দুর্বৃত্তদের শিবিরে নিয়ে যাবে। সেখানে লিজাভেটা—খারলোভার ভাগ্যে যা ঘটেছিল আমারও নাকি তাই ঘটবে। আমি

আলেক্সি আইভানোভিচের কাছে চিন্তা করার সময় চেয়েছি। সে আরো তিন দিন অপেক্ষা করতে রাজী হয়েছে। আর এই তিন দিনের মধ্যে আমি যদি তাকে বিয়ে না করি তাহলে আমার প্রতি তার কোনো সহানুভূতি থাকবে না। প্রিয় পিওত্‌র আন্দ্রেয়িচ, তুমিই আমার একমাত্র রক্ষক। আমার এই বিপদে আমাকে সাহায্য করো। জেনারেল ও তাঁর কমাণ্ডারদেরকে আমাদের মুক্ত করার জন্য অতি শীঘ্র সৈন্যদল পাঠাতে অনুরোধ করো। পারলে তুমি এসো। তোমার অনুগত।

নিরীহ অনাথিনী,
মারিয়া মিরোনোভ

চিঠি পড়ে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠলাম। শহরে ফিরে এলাম। আমার অশ্বতাড়নীর আঘাতে বেচারী ঘোড়ার প্রাণ যাবার যোগাড়। পথে কেমন করে নিরীহ অনাথিনীকে বাঁচানো যেতে পারে সে চিন্তা আমার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো। কিন্তু কোনো উপায় বের করতে পারলাম না। শহরে পৌঁছে আমি তাড়াহুড়ো করে সরাসরি জেনারেলের বাসার দিকে গেলাম।

জেনারেল ঘরে পায়চারী করছিলেন ও পাইপ টানছিলেন। আমাকে দেখে থামলেন। আমার আগমনে তিনি খুব বিস্মিত হলেন বলে মনে হলো। তিনি উদ্বিগ্নকণ্ঠে আমার এই হন্তদন্ত হয়ে আগমনের হেতু জানতে চাইলেন।

"মহামহিম", আমি তাঁকে বললাম, "আমার বাবার কাছে যেভাবে আবেদন করে থাকি আপনার কাছে আমি তেমনি একটা আবেদন করছি। ভগবানের দোহাই দিয়ে বলছি, আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন না। আমার সমস্ত জীবনের সুখ বিপন্ন।

"কি ব্যাপার, বাপু?" বৃদ্ধ বিস্মিত কণ্ঠে জিগ্যেস করলেন। "আমি তোমার জন্য কি করতে পারি? আমাকে বলো।

"মহামহিম, আমাকে একদল সৈন্য ও পঞ্চাশজন কশাক নিয়ে বেলোগোরস্কি দুর্গ মুক্ত করার অনুমতি দিন।"

জেনারেল খুব গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন। তিনি হয়তো ভাবলেন আমি পাগল হয়ে গিয়েছি—তিনি মোটেই বেঠিক ভাবেন নি।

"তুমি কি বলছো—বেলোগোরোস্কি দুর্গ মুক্ত করবে?" অবশেষে তিনি বললেন।

"জীবন বাজী রেখে বলতে পারি যে আমি সফল হবোই।" আমি আগ্রহ সহকারে বললাম, "আপনি কেবল আমাকে যেতে দিন।"

"না, যুবক," মাথা নেড়ে তিনি বললেন, "অতদূরে গেলে শত্রুপক্ষ খুব সহজেই আমাদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেবে। তুমি নিশ্চিত পরাজয় বরণ করবে। একবার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে……"

তিনি সামরিক আলোচনায় প্রবেশ করছেন দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি তাঁর কথার মাঝখানে তাড়াতাড়ি বাধা দিলাম।

"ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যা", আমি তাঁকে বললাম, আমার কাছে একটা চিঠি পাঠিয়েছে। সে সাহায্য প্রার্থনা করছে। শ্‌ভাব্রিনকে বিয়ে করবার জন্য ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যাকে সে চাপ দিচ্ছে।"

"আচ্ছা? ঐ শ্‌ভাব্রিনটা তো দেখছি একটা জাত শয়তান তাকে যখন ধরতে পারবো চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কোর্ট মার্শাল করে দুর্গের দেয়ালের সঙ্গে গুলি করে হত্যা করবো। কিন্তু তার পূর্বে তোমার ধৈর্য ধারণ আবশ্যক।…

"ধৈর্য!" আমি সংযম হারিয়ে চিৎকার করে উঠলাম।" তার আগেই যে সে মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে বিয়ে করে ফেলবে!"

"তা, খুব খারাপ হবে না", জেনারেল প্রত্যুত্তরে বললেন, "সাময়িকভাবে শ্‌ভাব্রিনের স্ত্রী" হলে তার ভালোই হবে। তাকে সে দেখাশোনা করতে পারবে। পরে আমরা যখন শভাব্রিনকে গুলি করে হত্যা করে ফেলবো, ভগবান সহায় হলে, সে অনেক পাণিপ্রার্থী পাবে। সুন্দরী বিধবারা কোনো দিন বৃদ্ধা পরিচারিকা থাকে না অর্থাৎ, তরুণী বিধবার কুমারী চেয়ে আগে স্বামী খুঁজে নিতে পারবে।"

'আমি মৃত্যুকে বরং বেছে নেবো," সক্রোধে বললাম, "তবু তাকে শভাব্রিনের হাতে তুলে দেবো না!"

"ও, তাই!" বৃদ্ধ বললেন, "এখন আমি বুঝতে পারলাম…

…তুমি নিশ্চয় মারিয়া আইভানোভনাকে ভালোবাসো। সেটা অবশ্য অন্য ব্যাপার! বেচারা! কিন্তু সেই একই কথা, আমি তোমাকে কোনো সৈন্যদল বা পঞ্চাশ জন কশাক দিতে পারবো না। এ ধরনের অভিযান নিরর্থক, আমি সে দায়িত্ব নিতে পারি না।"

আমি নিরাশ মনে অভিবাদন জানালাম। হঠাৎ একটা চিন্তা আমার মনে ঝলক দিয়ে উঠলো। সেকেলে ঔপন্যাসিকের লেখা পরের পরিচ্ছেদগুলোতে পাঠক তা জানতে পারবেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

বিদ্রোহীদের শিবির

জেনারেলের ওখান থেকে তাড়াতাড়ি বাসায় চলে এলাম। আমার সঙ্গে দেখা হতেই সেভেলিচ তার স্বভাবজাত উপদেশ বর্ষণ শুরু করলো।

"আপনি কেন ঐ মাতাল দুর্বৃত্তগুলোর সাথে যুদ্ধ করতে যান, হুজুর? ওটা কোনো ভদ্রলোকের কাজ নয়। অহেতুক একদিন আপনি জীবন হারাতে পারেন। তবুও যদি তারা তুর্কী বা সোয়েদ হতো কথা ছিল—কিন্তু এই দুরাত্মাগুলোর নাম মুখে আনাও..... ।"

আমি তাকে বাধা দিলাম। তার কাছে কত টাকা আছে জানতে চাইলাম।

"যথেষ্ট টাকাই আছে," উৎফুল্ল কণ্ঠে সে উত্তর দিল, "ইতরগুলো তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে। কিন্তু আমি এমন জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলাম যে তারা খুঁজে পায়নি।" এই কথা বলে সে পকেট থেকে রূপোর টাকা ভর্তি একটা লম্বা হাতে বোনা টাকার থলি বের করলো।

"শোনো, সেভেলিচ," ঐ টাকার অর্ধেক আমাকে দাও আর বাকী টাকা তোমার জন্য নাও। আমি বেলোগোরস্কি দুর্গে যাচ্ছি।"

"প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়িচ," স্নেহশীল বৃদ্ধ কম্পিত স্বরে বললো, "আপনি এসব কি চিন্তা করছেন? দুর্বৃত্তের দল চারদিকে। আপনি এমন সময়ে কেমন করে যাবেন? নিজের প্রতি যদি আপনার মায়া-মমতা না থাকে অন্তত মা-বাবার প্রতি সহানুভূতিশীল হোন। আপনি কেমন করে যাবেন? কিসের জন্য? আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করুন, সৈন্যদল এসে এই ইতরগুলোকে ধরুক, তারপর আপনার যেখানে খুশী যান।"

কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত ছিল অনড়।

"তর্ক করে লাভ নেই," আমি উত্তর দিলাম, "আমার না গিয়ে কোনো উপায় নেই। তুমি দুঃখ করো না, সেভেলিচ; ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে আবার আমাদের দেখা হবে। শোনো, বেশী খুঁতখুঁতে অথবা কঞ্জুষ হয়ো না। যখন

যা দরকার কিনবে, তিনগুণ দাম দিতে হলেও। আমি ঐ টাকা তোমাকে দান করলাম। আমি যদি তিন দিনে না ফিরি……"

"থামুন, হুজুর!" সেভেলিচ আমাকে বাধা দিল, "আপনি কি ভাবেন আমি আপনাকে একা যেতে দেবো? স্বপ্নেও এ কথা ভাববেন না। আপনি যখন যাবেন ঠিক করেছেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করবো, পায়ে হেঁটে যেতে হলেও আমি আপনাকে ছাড়বো না। আপনাকে ছাড়া পাথরের দেয়ালের এপাশে থাকার কথা চিন্তা করতেই পারি না। আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি। আপনার যা খুশী বলুন হুজুর, আমি আপনার সঙ্গে যাবোই।"

আমি জানতাম যে সেভেলিচের সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। অতএব তাকে যাত্রার প্রস্তুতি নিতে বললাম। আধঘণ্টা পর আমি আমার মোটা-সোটা ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলাম। আর সেভেলিচ একটা খোঁড়া ও চর্মসার টাট্টু ঘোড়ার পিঠে চড়লো। ঘোড়াটিকে খেতে দিতে পারতো না বলে একজন শহরবাসী তাকে উপহার দিয়েছিল। আমরা শহরের ফটকের দিকে এগুলাম। প্রহরীরা আমাদের বাধা দিল না। আমরা ওরেনবার্গ ত্যাগ করলাম।

সন্ধ্যা হয়ে আসছিল। বার্দা গ্রামের উপর দিয়ে আমার যাবার পথ। গ্রামটি পুগাচোভের সৈন্যদের দখলে ছিল। প্রধান সড়কটি তুষারে আচ্ছাদিত ছিল। সমগ্র স্তেপ অঞ্চল ঘোড়ার খুরের দাগে ভরা। প্রতিদিন নতুন নতুন দাগ যোগ হচ্ছিল। আমি দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছিলাম। সেভেলিচ আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছিল না। বারবার চিৎকার করে বলছিল, "অত জোরে নয়, হুজুর; ভগবানের দোহাই, অত জোরে নয়! আমার খোঁড়া টাট্টু আপনার পা লম্বা শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারছে না। অত দ্রুত কোথায় যাচ্ছেন? আমরা তো আর ভূরি-ভোজনে যাচ্ছি না—হয়তো আমাদের কবরের পথে এগিয়ে যাচ্ছি। পিওতর আন্দ্রেয়িচ!…… পিওতর আন্দ্রেয়িচ, হুজুর!…… হায় ভগবান ঐ বালক বিপদে পড়বেই!"

কিছুক্ষণের মধ্যে বার্দা গ্রামের বাতি দৃষ্টিগোচর হলো। আমরা গ্রামের প্রান্তে একটা খাদের নিকট এসে পৌছলাম। খাদটি গ্রামটিকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিল। সেভেলিচ আমাকে অনুসরণ করে পিছন পিছন আসছিল। তার মুখে সারাক্ষণ অনুনয়-বিনয় লেগেই ছিল। আমি গ্রামে ঢুকবো আশা

করছিলাম। এমন সময় অস্পষ্ট আলোতে লাঠি হাতে পাঁচজন গ্রামবাসীকে আমার সামনে দেখতে পেলাম। ওরা পুগাচোভের পাহারাদার। তারা আমাদের থামতে বললো। তাদের সাংকেতিক শব্দ আমার জানা ছিল না। তাই কিছু না বলে তাদের পাশ কাটিয়ে যেতে চাইছিলাম; কিন্তু তারা তৎক্ষণাৎ আমাকে ঘিরে ফেললো। একজন এসে আমার ঘোড়ার জিন ধরলো। আমি তরবারি বের করে তার মাথায় আঘাত হানলাম। মাথার টুপিটা তাকে বাঁচিয়ে দিল, দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে সে ঘোড়ার জিনটা ছেড়ে দিল। অন্যেরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে গেল। অবস্থায় সুযোগ নিয়ে আমি জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হলাম। রাত্রির অন্ধকার হয়তো সকল বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করলো। পিছন ফিরে তাকিয়ে হঠাৎ দেখলাম যে, সেভেলিচ আমার সঙ্গে নেই। বেচারা বৃদ্ধ তার খোঁড়া ঘোড়া নিয়ে দুর্বৃত্তদের কবল থেকে পালাতে পারে নি। আমি কি করবো? কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আমি যখন নিশ্চিন্ত হলাম যে সে পিছনে নেই, আমি তাকে উদ্ধারের জন্য আমার ঘোড়া নিয়ে পিছন পানে ছুটলাম।

খাদের কাছে পৌঁছে আমি একটা গোলমাল শুনতে পেলাম। চিৎকার এবং সেভেলিচের গলার স্বর কানে এলো। আমি দ্রুত ছুটলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেখানে পৌঁছলাম। খানিক আগে যে গ্রাম্য পাহারাদারগুলো আমাকে থামিয়েছিল আমি আবার তাদের মাঝখানে এসে পড়লাম। সেভেলিচকে তাদের সঙ্গে দেখতে পেলাম। তারা বৃদ্ধকে তার টাট্টু ঘোড়া থেকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে বাঁধবার জন্য তৈরি হচ্ছিল। আমার প্রত্যাবর্তনে তারা খুশী হলো। চিৎকার করে তারা আমার দিকে ধেয়ে এলো। পলকের মধ্যে আমাকে ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে নামালো তাদের মধ্যে একজন, নিশ্চয় দলপতি হবে, বললো যে আমাদের এক্ষুণি সে জারের কাছে নিয়ে যাবে।

"আর মহামান্য জারই ঠিক করবেন", সে যোগ করলো, আমাদের এখুনি ফাঁসি দেয়া হবে, না সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা হবে।

আমি বাধা দিলাম না। সেভেলিচও আমার দেখাদেখি চুপ করে রইলো। প্রহরীরা সাফল্যের আনন্দে আমাদের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চললো।

আমরা খাদ পেরিয়ে গ্রামে ঢুকলাম। বাড়ীর জানালাগুলো দিয়ে বাতির আলো দেখা যাচ্ছিল। সবদিকে গোলমাল আর চিৎকারের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। পথে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হলো। কিন্তু অন্ধকারে কেউ

আমাদের লক্ষ্য করলো না বা ওরেনবার্গের একজন অফিসার বলে আমাকে চিনতে পারলো না। চৌমাথার একটা কুটিরে আমাদের সরাসরি আনা হলো। ফটকে কয়েকটি মদের পিপা ও দু'টি কামান দেখতে পেলাম।

"এটাই রাজপ্রাসাদ," একজন গ্রামবাসী বললো, "আমি গিয়ে তোমাদের কথা বলছি।"

সে ভিতরে গেল। আমি সেভেলিচের দিকে তাকালাম। বৃদ্ধ নীরবে প্রার্থনা করছিল আর ক্রশ আঁকছিল। আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। অবশেষে সে ফিরে এসে আমাকে বললো, "ভিতরে যাও, আমাদের প্রভু তোমাকে সাক্ষাৎ দিতে রাজী হয়েছেন।"

আমি কুটির, না ঠিক হলো না, রাজপ্রাসাদের ভিতরে ঢুকলাম। দু'টো চর্বিমাখানো মোমবাতি জ্বলছিলো। দেয়াল সোনালী কাগজে আচ্ছাদিত। কিন্তু বেঞ্চিগুলো, টেবিল, ধোয়ার ব্যবস্থা পেরেকে রক্ষিত তোয়ালে, ঘরের কোণে চুল্লীর কাঁটা এবং মদের পাত্র সম্বলিত প্রশস্ত উনোনের তাক সব কিছু সাধারণ কুটিরের মত। লাল কোট ও লম্বা টুপি পরে দু'হাত কোমরে রেখে পুগাচোভ একজন কেউকেটার ভঙ্গিতে সেণ্টদের মূর্তির নীচে বসেছিল। তার কয়েকজন প্রধান সহকারী পাশে দাঁড়িয়েছিল। ক্রীতদাসের মত তাদের ভাবসাব। ওরেনবার্গ থেকে আরও একজন অফিসারের খবর বিদ্রোহীদের মনে একটা সুস্পষ্ট কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। আমাকে তারা একটা হৃদয়গ্রাহী অভ্যর্থনা জানাবার জন্য তৈরি হয়েছিল। প্রথম দৃষ্টিতেই পুগাচোভ আমাকে চিনতে পারলো। তার ভাব-গম্ভীর মুখোস হঠাৎ খসে পড়লো।

"ও, আপনি!" সে বললো। কণ্ঠে সহানুভূতি। "কেমন আছেন? আপনি এখানে কিসের জন্য?"

আমি জানালাম যে, আমি নিজের কাজে আসছিলাম এবং তার দলের লোক আমাকে আটক করেছে।

"এবং আপনার কাজটা কি? সে আমাকে জিজ্ঞেস করলো।

আমি কি বলবো ঠিক বুঝতে পারলাম না। পুগাচোভ ভাবলো আমি সকলের সামনে কথা বলতে ইচ্ছুক নই। তাই সে কমরেডদের দিকে ফিরে তাদের কক্ষ ত্যাগ করার আদেশ দিল। দু'জন ছাড়া সবাই তার আদেশ পালন করলো। কেবল দু'জন নড়লো না।

"তাদের সামনে নির্ভয়ে বলতে পারেন," পুগাচোভ আমাকে বললো, "আমি তাদের কাছ থেকে কিছুই লুকোই না।"

আমি ভণ্ডটার বিশ্বস্ত লোক দু'টোর দিকে একবার আড়চোখে তাকালাম। তাদের একজন বয়সের ভারে নত ছোটখাটো বৃদ্ধ। মুখে ধূসর দাড়ি। ধূসর বর্ণের গ্রাম্য কোটের কাঁধে আড়াআড়ি ভাবে ঝুলানো একটা নীল রিবন ব্যতীত তার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছু ছিল না। তবে আমি তার অন্য কমরেডকে কখনো ভুলবো না। বেশ লম্বা ও বলিষ্ঠ। কাঁধ বেশ চওড়া। তার বয়স পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি হবে মনে হলো। মুখে ঘন লাল দাড়ি। ধূসর চোখ দু'টো জ্বল জ্বলে। নাকে নাসারন্ধ্র নেই। গাল ও কপালের লালচে দাগগুলো তার চওড়া এবং বসন্তের দাগে ভরা চেহারা বীভৎস করে তুলছিল। তার পরনে ছিল একটা লাল সার্ট, একটা কিরঘিজ কোর্তা ও কশাকের পাজামা। পরে তাদের পরিচয় জানতে পেরেছিলাম। প্রথম জনের নাম বেলোবোরোদোভ, একজন পলাতক করপোরেল। অপরজনের নাম অ্যাফানাসি সোকোলোভ ওরফে খ্‌লাপুশা। একজন আসামী। সাইবেরীয় খনি থেকে তিন বার পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। মনের অভিনিবিষ্ট চিন্তা সত্ত্বেও আমি অপ্রত্যাশিতভাবে যে অবস্থায় এসে পড়লাম তা আমার কল্পনাশক্তিকে ভীষণভাবে নাড়া দিল। কিন্তু পুগাচোভ আমার চিন্তার স্রোতে বাধা দিল। তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে বললো, "আমাকে বলুন কি কাজের জন্য আপনি ওরেনবার্গ ছেড়ে এলেন?"

একটা অদ্ভুত চিন্তা আমার মাথায় এলো। অদৃষ্ট দ্বিতীয় বারের মত পুগাচোভের কাছে আমাকে এনে আমার সংকল্প সাধনের একটা সুযোগ করে দিলো বলে মনে হলো। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো বলে স্থির করলাম। আমার এই সিদ্ধান্ত বিবেচনার জন্য না থেমে পুগাচোভের প্রশ্নের উত্তরে বললাম: "আমি একজন নির্যাতিতা অনাথিনীকে উদ্ধার করবার জন্য বেলাগোরস্কি দুর্গে যাচ্ছিলাম।"

পুগাচোভের চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠলো।

"একজন অনাথিনীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করার অমন সাহস আমার দলের কোন্ লোকটার হলো?" সে সজোরে বলে উঠলো। "সে হয়তো আপনার মত চতুর হতে পারে, কিন্তু আমার দণ্ডাদেশ থেকে তার রেহাই নেই। বলুন কে সে দোষী ব্যক্তি?"

"শ্‌ভাব্রিন" আমি উত্তর দিলাম। "আপনি যে বালিকাটিকে অসুস্থ-

অবস্থায় শায়িত দেখে এসেছিলেন তাকে সে বন্দী করে রেখেছে এবং বলপূর্বক বিয়ে করতে চাইছে।"

"শ্‌ভাব্রিনকে আমি শিক্ষা দেব।" পুগাচোভের কণ্ঠে শাসানি। নিজের হাতে আইন তুলে নে'য়া আর মানুষের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করার পরিণতি আমি তাকে দেখিয়ে দেব। আমি তাকে ফাঁসিতে ঝুলাবো!"

"আমাকে একটু বলতে দিন," খ্‌লোপুশা বললো। তার গলার স্বর বেশ রুক্ষ। "শ্‌ভাব্রিনকে দুর্গের অধিনায়কত্ব দে'য়ার সময়ও আপনি সাত-তাড়াতাড়ি করেছিলেন। আর এখন তার ফাঁসির রায়টাও বড় দ্রুত দিয়ে ফেলছেন। একজন তথাকথিত ভদ্রলোককে তাদের উপর বসিয়ে অমনিতেই আপনি কশাকদের অসন্তুষ্ট করেছেন, এখন আবর প্রথম অভিযোগেই তাকে ফাঁসি দিয়ে শহরবাসীদের আতঙ্কিত করবেন না।"

"তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো বা অনুগ্রহ প্রদর্শন দরকার নেই।" নীল রিবন্‌ পরিহিত বৃদ্ধ বললো। 'শ্‌ভাব্রিনকে ফাঁসি দিলে কেনো ক্ষতি নেই। তবে এই অফিসারকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জেরা না করলেও ভুল হবে। সে এখানে কেন? সে যদি আপনাকে জার রূপে স্বীকার না করে থাকে তাহলে আপনার কাছে তার বিচার চাইবার অধিকার নেই। আর যদি আপনাকে জার রূপে স্বীকার করে তাহলে আজ পর্যন্ত ওরেনবার্গে আপনার শত্রু দলে সে কেন ছিল? আপনি কি তাকে অফিসে নিয়ে গিয়ে তার পায়ের আঙুলের নীচে আগুনের তাপ দেবার জন্য আমাকে অনুমতি দেবেন? ওরেনবার্গের কমাণ্ডাররা এই ব্যক্তিকে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।"

বৃদ্ধ দুর্বৃত্তের কথা আমার কাছে খুবই যুক্তিপূর্ণ মনে হলো। আমি কেমনতরো হিংস্র মানুষের হাতের মুঠোয় আছি চিন্তাটা মনে উদয় হতেই একটা ভয়ের কম্পন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নীচে নেমে গেল। পুগাচোভ আমার হতভম্ব অবস্থা লক্ষ্য করলো।

'কি বলেন, হুজুর?" আমার দিকে একটা চোখ টিপে সে বললো।" আমার মনে হয় ফিল্ড মার্শালের কথাগুলো বেশ অর্থবহ। আপনার মত কি?"

পুগাচোভের উপহাস আমার শক্তি ফিরিয়ে আনলো। আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, আমি তার বন্দী, তার যা খুশী করতে পারে।

"উত্তম," পুগাচোফ বললো, "এবার বলুন তো শহরে আপনারা কেমন ছিলেন?"

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, সবাই ভালো আছে," আমি উত্তর দিলাম।

"সবাই ভালো আছে?" পুগাচোভ পুনরাবৃত্তি করলো। "মানুষ অনাহারে মরছে না?" তার ধারণা ঠিক; কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে বললাম যে, ওসব মিথ্যে গুজব। ওরেনবার্গে প্রচুর খাদ্য মজুদ আছে।

"দেখলাম তো," বৃদ্ধ তার পূর্বের কথার জের টেনে বললো, "আপনার মুখের উপর সে মিথ্যে কথা বলছে। সব উদ্বাস্তু এক সুরে বলছে যে, ওরেনবার্গে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দিয়েছে। মানুষ মৃতদেহের ভোজ খাচ্ছে। আর তিনি কিনা সবকিছু প্রচুর পরিমাণে মজুদ আছে বলে নিশ্চয়তা দিচ্ছেন। আপনি যদি শ্‌ভাব্রিনকে ফাঁসি দিতে চান, তবে এই লোকটাকেও একই ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান। তাহলে উভয়ের প্রতিই সুবিচার করা হবে।"

অভিশপ্ত বৃদ্ধের কথাগুলো পুগাচোভের মনে নাড়া দিল বলে মনে হলো। সৌভাগ্যক্রমে খ্‌লোপুশা তার কমরেডের বক্তব্যের প্রতিবাদ করলো।

"আহা, নাউমিচ," সে বললো, তুমি সব সময় কেবল ফাঁসি আর হত্যা চাও। তুমি তো আর দেখতে আহামরি নও—তোমার দেহ আর মনকে কখনো এক করতে পারো না। এক পা তো শ্মশানের দিকে বাড়িয়ে রেখেছো। তবু তুমি অন্যকে ধ্বংস করতে লিপ্ত। তোমার বিবেক কি অনেক রক্তে রঞ্জিত নয়?"

"তুমি বুঝি একজন বিশুদ্ধ ঋষি!" বেলোবোরোদোভ প্রত্যুত্তরে বললো। "সহানুভূতি থাকবে কেন?"

"অবশ্য আমার বিবেকেও অনেক জিনিস আছে," খ্‌লোপুশা বললো, "এবং এই হাত (সে তার অস্থিসার মুঠি বদ্ধ করে জামার আস্তিন তুলে লোমশ হাত দেখালো) বহু খৃষ্টানের রক্তপাতে দোষী। লাঠি আর কুঠার দিয়ে রাজপথে এবং ঘন বনে আমি বহু শত্রু নিধন করেছি কিন্তু ঘরের ভিতরে চুলোর পিছনে বসে মেয়েলি কুৎসারূপ অস্ত্র দিয়ে কোনো অতিথিকে ঘায়েল করিনি।"

বৃদ্ধ মুখ ঘুরিয়ে গজ গজ করে বললো, "বিচূর্ণ নাসারন্ধ্র ....."

"তুমি গজ গজ করে কি বলছো, বুড়ো শয়তান?" খ্‌লোপুশা চিৎকার করে উঠলো, "আমিও তোমার বিচূর্ণ নাসারন্ধ্র করে দেব। অপেক্ষা কর, তোমারও সময় আসবে; ভগবান করলে তুমিও জল্লাদের সাঁড়াশির গন্ধ পাবে। ...আর ইত্যবসরে আমি যাতে না রোগগ্রস্ত দাড়িগুলো টেনে ছিঁড়ে ফেলি সেদিকে লক্ষ্য রেখো।"

"আপনারা থামুন জেনারেল." পুগাচোভ বেশ মর্যাদার সঙ্গে বললো, "যথেষ্ট ঝগড়া হয়েছে! ওরেনবার্গের জন্তুর দল একই ফাঁসি কাঠের নীচে কিলবিল করলে যায় আসে না কিন্তু আমাদের কুকুরগুলো যদি পরস্পরের গলা কামড়াতে উদ্যত হয় তাহলেই বিপদ। যাহোক দু'জনে সন্ধি করে নিন!"

খ্‌লোপুশা ও বেলোবোরোদোভ কোনো কথা বললো না। পরস্পরের প্রতি বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। আলোচনার বিষয়-বস্তু পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করলাম। নইলে আমার জন্য একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। তাই পুগাচোভের দিকে ফিরে উৎফুল্লস্বরে বললাম, "আর হ্যাঁ, ঘোড়া এবং ভেড়ার চামড়ার জ্যার্কেটের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি না এলে কোনোমতেই রাস্তা খুঁজে পেতাম না। বরফে জমে পথে মরে থাকতে হতো।"

আমার কৌশল সফল হলো। পুগাচোভের মেজাজ ভালো হয়ে গেল।

"উপকারের প্রতিদান উপকার দিয়েই করতে হয়," চোখ টিপে সে বললো, "এবার বলুন, শ্‌ভাব্রিন যে বালিকার উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছে তার জন্য আপনি উদ্বিগ্ন কেন? আচ্ছা, সে কি আপনার প্রণয়িনী?"

"সে আমার বাগ্‌দত্তা!" আবহাওয়া আমার অনুকূল দেখে জবাব দিলাম। তাছাড়া সত্য গোপন করার প্রয়োজন বোধ করলাম না।

"আপনার বাগ্‌দত্তা!" পুগাচোভ সজোরে বলে উঠলো "আপনি আগে বললেন না কেন? তাহলে আপনার বিয়ে দিয়ে দিতাম। আর সেই বিয়ের উৎসবে আমরা ফুর্তি করতাম!"

অতঃপর সে বেলোবোরোদোভের দিকে ফিরে বললো: "শুনুন, ফিল্ড মার্শাল! আমরা দু'জনে পুরানো বন্ধু। সুতরাং চলুন সবাই মিলে রাতের খাবার শেষ করে নিই। প্রভাত সন্ধ্যাকাল অপেক্ষা বিচক্ষণ। আগামীকাল দেখবো তাকে নিয়ে কি করা যায়।"

প্রত্যাখ্যান করতে পারলে আমি খুশী হতাম। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না। দু'জন কশাক-কন্যা টেবিলের উপর সাদা চাদর পেতে রুটি মাছের সুপ কয়েক বোতল ভদ্‌কা ও বীয়ার নিয়ে এলো। আরেকবার আমি পুগাচোভ আর তার ভয়ংকর কমরেডদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসলাম।

হৈ হুল্লোড় গভীর রাত পর্যন্ত চললো। আমি একজন অনিচ্ছুক নীরব দর্শক ছিলাম। মদ খেয়ে তারা চুর হয়ে গেল। পুগাচোভ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

তার বন্ধুরা উঠে দাঁড়ালো। আমাকে ইশারা করে বেরিয়ে যেতে বললো। আমি তাদের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। খে্লাপুশা আমাকে অফিসে নিয়ে যেতে আদেশ দিল। প্রহরী আমাকে একটা কুটিরে নিয়ে গেল। এই কুটিরটা অফিসরূপে ব্যবহৃত হচ্ছিল। আমি সেখানে সেভেলিচের দেখা পেলাম। রাতের জন্য আমাদের দু'জনকে একসঙ্গে তালাবন্ধ করে রাখা হলো। ঘটনা প্রবাহ দেখে বৃদ্ধ এত বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়েছিল যে সে আমাকে একটাও প্রশ্ন করলো না। সে অন্ধকারে পড়ে রইলো। অনেকক্ষণ ধরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দুঃখ প্রকাশ ও নিজের মনে গর্জন করলো। অবশেষে তার নাক ডাকতে লাগলো। আমি চিন্তার রাজ্যে ডুব দিলাম। সারা রাত এক মুহূর্তের জন্য দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না। সারারাত বিনিদ্র কাটলো।

সকালে পুগাচোভ আমাকে ডেকে পাঠালো। আমি তার কাছে গেলাম। তিন ঘোড়ার একটা গাড়ী তার ফটকে অপেক্ষমাণ ছিল। রাস্তায় জনতার ভিড়। আমার সঙ্গে প্রবেশ-দ্বারে পুগাচোভের দেখা হলো। সে ফার-কোট ও কিরখিজ টুপি পরে সফরের জন্য তৈরি ছিল। গত দিনের কমরেডরা তাকে ঘিরে রেখেছিল। তাদের হাবেভাবে ক্রীতদাসের মত ব্যবহার। গত রাতে আমি তার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করেছিলাম। পুগাচোভ আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তার সঙ্গে গাড়ীতে আরোহণ করতে বললো। আমরা আসন গ্রহণ করলাম।

"বেলোগোরস্কি দুর্গে চলো!" পুগাচোভ অপেক্ষমাণ ট্রয়কার কোচোয়ানকে বললো।

আমার হৃৎপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে ছুটতে শুরু করলো। ঘোড়া চলতে লাগলো। ঝন ঝন করে ঘন্টি বেজে উঠলো। গাড়ী সামনে এগিয়ে চললো।

"থামাও! থামাও!" একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর জোরে বলে উঠলো। সেভেলিচকে আমাদের দিকে ছুটে আসতে দেখলাম। পুগাচোভ কোচোয়ানকে থামতে বললো।

"আমার পিওত্তর আন্দ্রেয়িচ!" সেভেলিচ চিৎকার করে বললো, "আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে এই ইতরদের কাছে ফেলে যেও না!"

"আরে, তুমি সেই বুড়োটা না!" পুগাচোভ তাকে বললো! "তাহলে ভগবান আবার আমাদের একত্রিত করলেন। তা বেশ, কোচোয়ানের পাশে উঠে পড়ো!"

"ধন্যবাদ, হুজুর, আপনাকে ধন্যবাদ, আমাদের মালিক!" উঠতে উঠতে সেভেলিচ বললো, "এই বৃদ্ধের প্রতি দয়া প্রদর্শনের জন্য ভগবান আপনাকে একশ' বছর বাঁচিয়ে রাখুন। আমি যত দিন বেঁচে থাকি আপনার জন্য প্রার্থনা করবো আর জীবনে কোনোদিন খরগোসের চামড়ার জ্যাকেটের নামও নেবো না।

খরগোসের চামড়ার জ্যাকেটের উল্লেখ হয়তো আবার পুগাচোভকে রাগিয়ে তুলতে পারতো। সৌভাগ্যক্রমে সে শুনেনি বা অসময়োপযোগী মন্তব্যের প্রতি কর্ণপাত করেনি। ঘোড়াগুলো জোরে ছুটতে লাগলো। রাস্তায় মানুষ থেমে অভিবাদন জানাচ্ছিল। পুগাচোভ ডানে ও বামে মাথা কাত করে তাদের অভিবাদন গ্রহণ করছিল। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা গ্রাম ছেড়ে মসৃণ রাস্তা ধরে ছুটে চললাম।

আমার মনের অবস্থা আপনারা আন্দাজ করতে পারেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমি তাকে দেখতে পাবো যাকে এতদিন হারানোর দলে ভাবতাম। আমাদের মিলনের চিত্রের মুহূর্তটি মনে মনে আঁকছিলাম!.........যে মানুষটির কাছে আমার ভাগ্য সমর্পিত তার কথাও ভাবছিলাম। এক অদ্ভুত ঘটনার সংযোগে সে আমার জীবনের সঙ্গে রহস্যজনকভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। আমি আমার প্রণয়িনীর ভাবী মুক্তিদাতার অপরিণামদর্শী নৃশংস ও নিষ্ঠুর আচরনের কথা স্মরণ করছিলাম। পুগাচোভ জানতো না যে সে ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যা। শ্ভাব্রিন নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেকথা বলে দিতে পারে। কিংবা যে-কোনো উপায়ে পুগাচোভ সত্য আবিষ্কার করে ফেলতে পারে!... তখন মারিয়া আইভানোভনার কি হবে? একটা ভীত কম্পন আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নীচে নেমে গেল। আমার ঘাড়ের চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠলো।

হঠাৎ পুগাচোভ আমার চিন্তার মিছিলে বাধা দিয়ে জিগ্যেস করলো: "এত গভীরভাবে কি ভাবছেন, হুজুর?"

"চিন্তা তো থামিয়ে রাখা যায় না," আমি উত্তর দিলাম। "আমি একজন অফিসার এবং ভদ্রলোক। গতকালই আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি আর আজ আপনার পাশে গাড়ীতে বসে যাচ্ছি। আমার জীবনের সমস্ত সুখ আপনার উপর নির্ভর করছে।"

"তা, আপনি কি ভীত?" পুগাচোভ জিগ্যেস করলো।

আমি উত্তরে বললাম যে, সে যখন আমাকে একবার ছেড়ে দিয়েছিল,

আরেকবার ছেড়ে দিয়ে সত্যই সে আমার উপকার করবে বলে আশা করছিলাম।

"আপনি ঠিক, আমার দোহাই দিয়ে বলছি, আপনি ঠিকই ধারণা করেছেন।" পুগাচোভ বললো, "আমার দলের লোক আপনার পানে কেমন আড়ভাবে তাকাচ্ছিলো আপনি দেখেছেন। গতকালের বৃদ্ধ আজ সকালেও বলছিল, আপনি একজন চর, আপনাকে নির্যাতন করে ফাঁসিতে ঝোলানো উচিত। কিন্তু আমি রাজী হই নি," সেভেলিচ আর তাতারটা যাতে শুনতে না পারে নীচু স্বরে যোগ করলো, "আপনার ভদ্‌কা এবং খরগোসের চামড়ার জ্যাকেটের কথা স্মরণ করে আমি রাজী হই নি। দেখলেন তো, আপনার লোকেরা আমাকে যতটা নিষ্ঠুর বলে ততটা নিষ্ঠুর আমি নই।"

বেলোগোরস্কি দুর্গের মর্মান্তিক ঘটনা স্মরণ করলাম। কিন্তু প্রতিবাদ করা দরকার মনে করলাম না। চুপ করে রইলাম। কোনো উত্তর দিলাম না।

"ওয়েনবার্গের ভদ্রলোকেরা আমার সম্পর্কে কি বলে?" পুগাচোভ খানিক পরে নীরবতা ভেঙ্গে জিজ্ঞেস করলো।

"আপনাকে পরাজিত করা সহজ নয়। অস্বীকার করার উপায় নেই যে তাঁরা আপনার অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন।"

একটা পরিতৃপ্ত অহংকার তার চেহারায় ফুটে উঠলো।

"ঠিক বলেছেন," সে উৎফুল্ল স্বরে বললো, "যুদ্ধে আমার জুড়ি নেই, ওরেনবার্গের লোকেরা ইয়োজেইয়েভার যুদ্ধের খবর জানে কি? চল্লিশ জন জেনারেল নিহত হয়েছেন। চারটি সামরিক বাহিনী বন্দী হয়েছে। আপনি কি মনে করেন—প্রুশীয় রাজা আমার সমকক্ষ হতে পারে?"

দস্যুটার দম্ভোক্তি আমার মনে হাসির উদ্রেক করলো।

"আপনি নিজে কি মনে করেন?" আমি তাকে জিগ্যেস করলাম। "আপনি কি ফ্রেডারিককে পরাজিত করতে পারবেন?"

"নয় কেন? আমি আপনার জেনারেলদের পরাজিত করেছি আর তারা পরাজিত করেছিল। এখন পর্যন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। অপেক্ষা করুন, আমি যখন মস্কো আক্রমণ করবো তখন আরো মজা দেখবেন।"

"আপনার মনে কি সে ধরনের চিন্তাও আছে?"

পুগাচোভ মনে মনে ভাবলো। তারপর নীচু স্বরে বললো, ঈশ্বর শুধু জানেন। আমি নিরুপায়। আমি যা চাই তা করতে পারি না। আমার

দলের লোকেরা খুব বেশী স্বাধীন। তারা চোর। তাদের প্রতি আমার সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রথম পরাজয়েই তারা আমার মস্তকের বিনিময়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে চাইবে।"

"আপনি ঠিক ধরেছেন!" আমি বললাম। "তাই সময় থাকতে তাদের ছেড়ে সম্রাজ্ঞীর অনুকম্পার জন্য আবেদন করলে পারতেন না কি?"

পুগাচোভের মুখে একটা নির্মম হাসি ফুটে উঠলো।

"না," সে বললো, "অনুতাপ করার সময় আমার পার হয়ে গেছে। আমার জন্য কোনো অনুকম্পা নেই। যেভাবে আমি শুরু করেছি সেভাবেই এগিয়ে যাবো। কে বলতে পারে? শেষ পর্যন্ত হয়তো আমি সফল হতে পারি! আপনি জানেন, গ্রীশ্‌কা ওত্রেপিয়েভ মস্কো শাসন করেছিলেন।"

"আপনি কি জানেন তার পরিণতি কি হয়েছিল? তাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দে'য়া হয়েছিল। তাকে হত্যা করা হয়েছিল। তার দেহ পুড়িয়ে সেই ছাই দিয়ে কামান দাগা হয়েছিল।"

"শুনুন", এক ধরনের বন্য উচ্ছ্বাসে পুগাচোভ বললো, "আপনাকে একটা রূপকথার গল্প বলছি। আমার শৈশবকালে এক বৃদ্ধা মঙ্গোলীয় নারীর কাছে শুনেছিলাম। একটা ঈগল একদিন একটা দাঁড়কাককে বললো: 'বলতো ভাই দাঁড়কাক, তুমি পৃথিবীতে তিনশ' বছর কেন বাঁচো আর আমি কেবল তেত্রিশ বছর?'—'কারণ, ঈগলপাখী, আপনি জীবন্ত রক্ত পান করেন,' দাঁড়কাক বললো, 'আর আমি যা মৃত তা খেয়ে বেঁচে থাকি।' ঈগল ভাবলো, 'আমিও তাহলে তার মত করবো।' অতি উত্তম। ঈগল আর দাঁড়কাক উড়ে চললো। তারা একটা ঘোড়ার মৃতদেহ দেখতে পেল। নীচে নেমে এসে ওটার দেহে ঠোকর বসালো। দাঁড়কাক ঠোঁটে মাংস নিয়ে প্রশংসা করলো। ঈগল দু' এক ঠোকর দিয়ে পাখা ঝাপটে বললো, 'না, ভাই দাঁড়কাক, গলিত পচা মাংস খেয়ে তিনশ' বছর বেঁচে থাকার চেয়ে জীবন্ত এক চুমুক রক্তই আমার ভালো—বাকীটা ভগবানের উপর ছেড়ে দিলেই হলো।' মঙ্গোলীয় রূপকথা আপনার কেমন লাগলো?"

"বেশ চাতুর্যপূর্ণ," আমি জবাব দিলাম। "কিন্তু হত্যা আর রাহাজানি করে বেঁচে থাকা, আমার মতে, গলিত পচা মাংস খাওয়ার সামিল!"

পুগাচোভ বিস্মিত-নেত্রে আমার দিকে তাকালো। কোনো উত্তর দিল না। আমরা দু'জনেই আবার নীরবতায় ডুব দিলাম। যার যার চিন্তায়

নিমগ্ন হলাম। ভাভারটা একটা বিষাদপূর্ণ গান শুরু করলো। সেভেলিচ কোচোয়ানের পাশে বসে ঝিমাচ্ছিল আর এপাশ-ওপাশ দুলছিল। গাড়ী শীতের মসৃণ পথ ধরে এগিয়ে চলছিল।

হঠাৎ ইয়াক নদীর খাড়া তীরে চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা গ্রাম আমার নজরে পড়লো। গীর্জার ঘণ্টাঘর দেখা যাচ্ছিল—পৌনে এক ঘটার মধ্যেই আমরা বেলোগোরস্কি দুর্গে পৌছলাম।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

গাড়ী কমাণ্ডেন্টের বাসা পর্যন্ত গেল। মানুষ পুগাচোভের গাড়ীর ঘন্টির শব্দ চিনতে পেরে দলে দলে আমাদের পিছনে ছুটলো। শ্‌ভাব্রিন পুগাচোভের সঙ্গে সিঁড়ির গোড়ায় দেখা করলো। কশাকের পোশাকে সে ভূষিত। মুখে নতুন গজানো দাড়ি। অনুগতভাবে পুগাচোভের প্রতি নিষ্ঠা ও তার আগমনে নিজের খুশীর কথা বলতে বলতে বিশ্বাসঘাতকটা পুগাচোভকে গাড়ী থেকে অবতরণে সাহায্য করলো। আমাকে দেখে কেমন যেন সে বিব্রত বোধ করলো। মুহূর্তে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "তাহলে তুমিও আমাদের দলে নাম লিখিয়েছ? ঠিক সময়েই এসেছ!"

আমি মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কোনো জবাব দিলাম না।

পরিচিত ঘরটাতে ঢুকে মনটা খুব ব্যথিত হয়ে উঠলো। অতীত দিনের বিষণ্ণ স্মৃতি নিয়ে শহীদ কমাণ্ডেন্টের সার্টিফিকেটখানা তখনও দেয়ালে ঝুলছিল। পুগাচোভ সোফায় বসলো। এই সোফাতেই আইভান কুজমিচ তন্দ্রা যেতেন এবং স্ত্রীর অভিযোগ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন। শ্‌ভাব্রিন পুগাচোভের জন্য কিছু ভদ্‌কা আনলো। পুগাচোভ এক গ্লাস গলাধঃকরণ করে আমাকে দেখিয়ে বললো, "তাকেও কিছু দাও।"

শ্‌ভাব্রিন ট্রে নিয়ে আমার নিকট এলো। আমি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলাম। স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছিল, সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছিল। অবশ্য তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য পুগাচোভ যে তার উপর অসন্তুষ্ট বুঝতে পেরে শ্‌ভাব্রিন ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আমার প্রতি অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকাচ্ছিল। পুগাচোভ দুর্গের

অবস্থা, শত্রু সৈন্যদলের বিষয় ইত্যাদি খবরা-খবর জানতে চাইলো। তারপর হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করলো, "বলো তো, যে মেয়েটিকে তোমার বাড়ীতে বন্দী করে রেখেছো সে কে? আর সে কোথায় আমাকে দেখাও তো।"

শ্‌ভাব্রিনের চেহারা শবের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেল। .

"হুজুর," সে কম্পিত স্বরে বললো, "হুজুর সে তো বন্দী নয়, সে অসুস্থ... উপরের তলায় বিছানায়।"

"আমাকে তার কাছে নিয়ে চলো।" উঠতে উঠতে পুগাচোভ বললো।

তার আদেশ অমান্য করা কঠিন। শ্‌ভাব্রিন পুগাচোভকে মারিয়া আইভানোভ্‌নার ঘরের দিকে নিয়ে চললো। আমি তাদের অনুসরণ করলাম।

শ্‌ভাব্রিন সিঁড়িতে থামলো।

"হুজুর," সে বললো, আপনি আমার কাছে যা খুশী চাইতে পারেন, কিন্তু একজন অগান্তককে আমার স্ত্রীর শয়নকক্ষে যাবার অনুমতি দেবেন না।"

আমি শিউরে উঠলাম।

"তাহলে তুমি বিয়ে করে ফেলেছো?" আমি শ্‌ভাব্রিনকে বললাম। তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবার ইচ্ছা হচ্ছিল।

"থামুন!" পুগাচোভ আমাকে বাধা দিল। "এটা আমার ব্যাপার। অতি চালাক হতে চেষ্টা করো না," শ্‌ভাব্রিনের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, "অথবা ওজর উদ্ভাবনের চেষ্টা করো না; স্ত্রী হোক আর যাই হোক, আমার যাকে খুশী তার কাছে নিয়ে যাবো। আমাকে অনুসরণ করুন, হুজুর!"

মারিয়া আইভানোভ্‌নার দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে শ্‌ভাব্রিন আবার ভাঙা গলায় বললো: "হুজুর, আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি, তার মস্তিষ্ক প্রদাহ হয়েছে এবং আজ তিন দিন ধরে প্রলাপ বকছে।"

"দরজা খুলে দাও!" পুগাচোভ বললো।

শ্‌ভাব্রিন তার পকেট হাতড়াতে লাগলো। চাবি ফেলে এসেছে বলে জানালো। পুগাচোভ পা দিয়ে দরজায় ধাক্কা মারলো। তালা খুলে পড়ে গেল। দরজা উন্মুক্ত হয়ে গেল। আমরা ঘরে প্রবেশ করলাম।

আমি তাকালাম—বিস্ময়ে অভিভূত। মারিয়া আইভানোভনার চেহারা বেশ কাহিল ও বিবর্ণ। চুল আলু-থালু। পরনে দেহাতি পোশাক। সে মেঝের উপর বসে আছে। তার সামনে এক জগ জল ও এক টুকরো রুটি।

সে আমাকে দেখে চমকে উঠে চিৎকার করে উঠলো। আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে পারবো না।

পুগাচোভ শ্ভাব্রিনের দিকে তাকালো। মুখে কঠোর হাসি। বললো, "খুব সুন্দর হাসপাতাল বানিয়েছো তো এখানে!" তারপর সে মারিয়া আইভানোভ্নার কাছে গিয়ে বললো, "বলোতো মেয়ে তোমার স্বামী কিসের জন্য তোমাকে শাস্তি দিচ্ছে? তুমি কি অন্যায় করেছো?"

"আমার স্বামী!" মারিয়া আইভানোভ্না পুনরাবৃত্তি করলো। "সে আমার স্বামী নয়। আমি কোনোদিন তার স্ত্রী হবো না। তারচে' মৃত্যু বরং আমার কাছে শ্রেয়। তার কবল থেকে আমাকে রক্ষা না করলে আমি মারা যাবো।"

পুগাচোভ রক্ত-চোখে শ্ভাব্রিনের প্রতি তাকালো।

"তুমি আমাকে প্রতারণা করার সাহস পেলে!" সে বললো, "তোমার কি প্রাপ্য, জানো শয়তান?"

শ্ভাব্রিন হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো!......সেই মুহূর্তে আমার বিদ্বেষ ও ক্রোধ একটা ভীষণ ঘৃণায় পরিণত হলো। একটা পলাতক আসামীর পায়ের নীচে একজন ভদ্রলোককে এভাবে উপুড় হয়ে পড়তে দেখে একটা ভীষণ ঘৃণা বোধ করলাম। পুগাচোভের রাগটা কমে গেল।

"তোমাকে এবারের মত রেহাই দিলাম," সে শভাব্রিনকে বললো, "পরে আবার যদি কোনো অন্যায় করো তবে আজকের দোষটাও তোমার বিরুদ্ধে যাবে"

অতঃপর সে মারিয়া আইভানোভনার দিকে ফিরে নরম সুরে বললো, "চলে এসো, আমার সুন্দরী কন্যা, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম। আমি জার!"

মারিয়া আইভানোভনা তার দিকে তাকালো। তার পিতার হত্যাকারীকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখতে পেলো। হাত তুলে মুখ ঢেকে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়লো। আমি তার দিকে ছুটে গেলাম। ঠিক এমন সময়ে পালাশা নির্ভয়ে ঘরে ঢুকলো এবং তার কর্ত্রী মারিয়া আইভানোভনার সেবা-শুশ্রূষা আরম্ভ করলো। পুগাচোভ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমরা তিনজন নীচতলায় গেলাম।

"তাহলে, হুজুর," পুগাচোভ হেসে বললো, "আপনার সুন্দরী তো পেলেন! এবার তাহলে পাদরীকে আনবার জন্য পাঠাই এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আপনার

সঙ্গে বিয়ে দিতে বলি, কি বলেন? যদি মনে করেন, আমিও তাকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিতে পারি, শভাব্রিন মিতবর সাজবে। আমরা স্ফূর্তি করবো আর খাব। মেহমানদের ভাববার সময়ও দেবো না।"

আমি যে ভয়টা করছিলাম তাই হলো। শভাব্রিন তার পাশে ছিল। পুগাচোভের প্রস্তাব সে শুনতে পেলো।

"হুজুর!" সে উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো। "আমার দোষ যে আমি আপনার কাছে মিথ্যে বলেছি; কিন্তু গ্রিনিয়বও আপনার সঙ্গে প্রতারণা করেছে। মেয়েটা পাদরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী নয়; সে ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যা। যাকে দুর্গ দখলের সময় ফাঁসি দে'য়া হয়েছিলো।"

পুগাচোভ তার জ্বলন্ত দৃষ্টি আমার উপর নিবদ্ধ করলো।

"কী ব্যাপার? কিংকর্তব্যবিমূঢ় কণ্ঠে সে জিজ্ঞেস করলো।

"শভাব্রিন ঠিকই বলছে," আমি দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলাম।

"আপনি আমাকে সে কথা বলেন নি," পুগাচোভ মন্তব্য করলো। তার চেহারা মলিন হয়ে গেল।

"কিন্তু আপনিই বিবেচনা করুন," আমি বললাম, "আপনার দলের লোকদের সামনে আমি কেমন করে বলি যে মিরোনোভের কন্যা জীবিত? তারা টুকরো টুকরো করে তাকে ছিঁড়ে ফেলতো। কোনো কিছুই তাকে বাঁচাতে পারতো না।

"তা ঠিকই বলেছেন," পুগাচোভ হেসে বললো। "আমার মাতালরা নিরীহ মেয়েটাকে মোটেই রেহাই দিতো না। তাদের ফাঁকি দে'য়ার জন্য পাদরীর স্ত্রী ঠিক পথই বেছে নিয়েছিলো।

"শুনুন," তার মেজাজ সদয় দেখে আমি বললাম, "আমি জানিনা আপনাকে কি বলে ডাকবো আর আমি জানতেও চাই না।......কিন্তু ভগবান জানেন আপনি যা করেছেন তার জন্য আমি সহাস্যে জীবন বলি দেব। কেবল আমার সম্মান ও খ্রীস্টীয় বিবেকের বিরুদ্ধে কিছু চাইবেন না। আপনি আমার হিতৈষী। যেভাবে শুরু করেছিলেন সেভাবেই শেষ করুন। নিরীহ অনাথিনীকে নিয়ে ভগবান যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানে আমাকে যেতে দিন। আর আপনার যা-ই ঘটুক না কেন এবং আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, জীবনের প্রতিদিন আমরা আপনার পাপী আত্মাকে রক্ষা করার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করবো।"

পুগাচোভের কঠিন হৃদয় বিচলিত হলো বলে মনে হলো।

"তবে তাই হোক!" সে বললো, "আমি অর্ধেক কাজে বিশ্বাস করি না। সে প্রতিশোধ বা অনুকম্পাই হোক। আপনার প্রিয়তমাকে নিয়ে যান। যেখানে নিতে চান। ভগবান আপনাদের ভালোবাসা আর মিলনে সহায় হোন।"

অতঃপর শ্‌ভাব্রিনের দিকে ফিরে তার শাসনাধীন সকল গ্রাম ও দুর্গের ভিতর দিয়ে যাবার একটা ছাড়-পত্র দিতে বললো।

শ্‌ভাব্রিন সম্পূর্ণরূপে অভিভূত হয়ে অবাক বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইলো। পুগাচোভ দুর্গ পরিদর্শন করতে গেল। শ্‌ভাব্রিনও তার সঙ্গে গেল। যাত্রার প্রস্তুতির ছল করে আমি থেকে গেলাম।

আমি ছুটে উপরতলায় গেলাম। দরজা বন্ধ। আমি টোকা দিলাম।

"কে?" পালাশা জিজ্ঞেস করলো।

আমি নাম বললাম। মারিয়া আইভানোভনার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এলো: একটু অপেক্ষা করো পিওতর আন্দ্রেয়িচ; আমি পোশাক বদলাচ্ছি। আকুলিনা পামফিলোভনার ওখানে যাও। আমি সোজা সেখানে চলে যাবো।

আমি তার কথা মত ফাদার জেরাসিমের বাসায় গেলাম। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে আমার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এলেন। সেভেলিচ ইতিমধ্যে তাঁদেরকে সব জানিয়েছিলো।

"খবর কি পিওতর আন্দ্রেয়িচ।" পাদরীর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন। ভগবানের কৃপায় আবার আমাদের দেখা হলো। কেমন আছেন? আমরা রোজ আপনার কথা বলতাম। আপনার অবর্তমানে মারিয়া আইভানোভনার সময় ভীষণ কষ্টে কেটেছে। আহা বেচারী! কিন্তু এবার বলুন তো পুগাচোভের সঙ্গে কিভাবে একমত হলেন? আপনাকে হত্যাইবা করলো না কেন? দুর্বৃত্তের এই কৃতিত্বটুকু পাওনা।"

"যথেষ্ট হয়েছে আর নয়," ফাদার জেরাসিম তাকে বাধা দিলেন। "যা জানো হঠাৎ করে সব বলে ফেলো না। বেশী কথা বলেই পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। ভিতরে আসুন পিওতর আন্দ্রেয়িচ! আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনার সঙ্গে অনেকদিন ধরে দেখা নেই।"

পাদরী-পত্নী ঘরে যা ছিল খেতে দিলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিহত গতিতে কথার ফোয়ারা চালিয়ে গেলেন। শ্‌ভাব্রিন কেমন করে তাদের কাছ থেকে জোর করে মারিয়া আইভানোভনাকে নিয়ে গেল; কেমন করে মারিয়া

আইভানোভ্‌না কেঁদে ভাসিয়েছিল এবং কিছুতেই তাদের ছেড়ে যেতে চাইছিল না; কেমন করে মারিয়া আইভানোভ্‌না পালাশার (খুব সাহসী মেয়ে, সার্জেণ্টকে বুদ্ধির জোরে নিজের দলে টেনে এনেছিল) সাহায্যে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতো, কেমন করে তিনি আমাকে চিঠি লেখার জন্য মারিয়া আইভানোভনাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, সব কথা এক নাগাড়ে তিনি বলে গেলেন। আমিও আমার কাহিনী সংক্ষেপে তাঁকে বললাম। পুগাচোভ তাঁদের চাতুরীর কথা জানে শুনে স্বামী-স্ত্রী ক্রশ আঁকলেন।

"পবিত্র ক্রশের শক্তি আমাদের রক্ষা করুক!" আকুলিনা পামফিলোভনা বললেন, "ভগবান যেন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেন! আলক্সি আইভানিচ আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। সে তো বেশ ভালো মানুষ বলেই আমাদের ধারণা ছিল।"

সেই মুহূর্তে মারিয়া আইভানোভ্‌না দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। তার ফ্যাকাশে মুখ হাসিতে পূর্ণ। সে দেহাতি পোশাক ছেড়ে আগের পোশাক পরে এসেছে। সাদাসিদে ও সুন্দর।

আমি কিছু সময় তার হাত ধরে রাখলাম। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ। আমাদের একলা থাকতে দিয়ে পাদরী ও তাঁর স্ত্রী ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। আমরা দু'জন। এককী। সব কিছু ভুলে গেলাম। কথা আর কথার ফুলঝুরি ছুটালাম। দুর্গ পতনের পর থেকে তার সকল ঘটনা মারিয়া আইভানোভনা আমাকে বললো। নিজের ভয়ংকর ও করুণ অবস্থার বর্ণনা দিল। নীচ বর্বরটার হাতে তার অসহ্য নির্যাতনের কথা বললো। আমরা অতীত সুখের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করলাম।...... আমরা দু'জনেই কাঁদছিলাম। অবশেষে তার কাছে আমার পরিকল্পনার কথা বললাম। পুগাচোভের 'অধীনস্থ আর শ্‌ভাব্রিন-শাসিত দুর্গে তার অবস্থান অসম্ভব। ওরেন-বার্গের কথা চিন্তা করে লাভ নেই। সেখানকার লোকেরা অবরোধের বীভৎসতায় ভুগছে। পৃথিবীতে মারিয়ার কেউ নেই। তাকে আমার পিতার এস্টেটে যেতে পরামর্শ দিলাম। প্রথমে সে দ্বিধা করলো; তার প্রতি আমার পিতার বিদ্বেষের কথা জানা ছিল বলে ভয় পাচ্ছিল। আমি তাকে আশ্বস্ত করলাম। আমি জানতাম বাবা খুশী হবেন। নিজের দেশের জন্য শহীদ একজন বীর যোদ্ধার কন্যাকে স্বাগত জানানো তাঁর কর্তব্য বলে বাবা বিবেচনা করবেন।

প্রিয়তমা মারিয়া আইভানোভ্না," সব শেষে তাকে আমি বললাম, "তোমাকে আমার স্ত্রীর মতই মনে করি। অদ্ভুত সব ঘটনা আমাদের চিরকালের মত এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছে। পৃথিবীর কিছুই আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।"

মারিয়া আইভানোভ্না মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিল। কৃত্রিম অনিচ্ছা বা লজ্জা তার মধ্যে ছিল না। সে বুঝতে পারলো তার ভাগ্য আমার ভাগ্যের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। কিন্তু আমার বাবা-মার অনুমতি ছাড়া সে আমাকে কিছুতেই বিয়ে করতে রাজী নয় বলে বারবার জানালো। এ বিষয়ে আমি অমত করলাম না। আমরা আন্তরিকতা ও গভীর আবেগের সঙ্গে চুমু খেলাম! আমাদের মধ্যে সব ফয়সালা হয়ে গেল।

একঘণ্টা পরে মাক্সিমিচ আমাকে পুগাচোভের স্বাক্ষর ও সীলমোহর যুক্ত একটা ছাড়-পত্র এনে দিল এবং পুগাচোভ আমার সঙ্গে দেখা করতে চায় বলে জানালো। আমি গেলাম। সে যাত্রার জন্য প্রস্তুত। শুধু আমার নয় সকলের বিপদের কারণ এই ভয়ংকর দানবটার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের অনুভূতি আমি প্রকাশ করতে পারবো না। সত্যি কথা স্বীকার করতে দোষ কি? সেই মুহূর্তে আমি তার প্রতি একটা আন্তরিক সহানুভূতি অনুভব করছিলাম। যে সকল অপরাধীর সে নেতা তাদের নিকট থেকে তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবার একটা প্রবল ইচ্ছে হচ্ছিল। তাহলে হয়তো তখনো তার মাথাটা বাঁচাতে পারা যেত। শ্ভাব্রিন ও তার দলবল আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল বলে আমার মনের কথাগুলো আর বলা হলো না।

বন্ধুত্বের বন্ধনের মাঝ দিয়েই আমরা বিদায় নিলাম। ভিড়ের মধ্যে আকুলিনা পামফিলোভ্নাকে দেখতে পেয়ে পুগাচোভ তার দিকে হাতের ইশারা করে ইঙ্গিতপূর্ণ চোখভঙ্গি করলো। তারপর গাড়ীতে আরোহণ করলো। কোচোয়ানকে বার্দা যেতে বললো। গাড়ী চলতে শুরু করলো। গাড়ীর ভিতর থেকে মাথা বাড়িয়ে আমার প্রতি চিৎকার করে বললো, "বিদায়, হুজুর! আবারও আমাদের দেখা হতে পারে।"

আবার আমাদের সত্যি দেখা হয়েছিল—কিন্তু সে এক অন্য পরিস্থিতিতে!

পুগাচোভ চলে গেল। আমি শুভ্র স্তেপ অঞ্চলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। তার ট্রয়কা সেদিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিলো। ভিড় ভেঙে গেল। শ্ভাব্রিন চলে গেল। আমি পাদরীর বাসায় ফিরে এলাম। আমাদের

যাত্রার সব ব্যবস্থা সমাপ্ত। আমি আর দেরী করতে চাইলাম না। আমাদের জিনিস-পত্র বৃদ্ধ কমাণ্ডেণ্টের গাড়ীতে তোলা হয়ে গিয়েছিল। কোচোয়ানরা অল্পক্ষণের মধ্যে ঘোড়া সাজিয়ে ফেললো। মারিয়া আইভানোভ্‌না বিদায় নেবার জন্য তার মা-বাবার কবরে গেল। গীর্জার পিছনে তাদের কবর দেয়া হয়েছিল। আমি তার সঙ্গে যেতে চাইলাম। কিন্তু সে বাধা দিল। তাকে একাকী যেতে দিতে বললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে ফিরে এলো। চোখ বেয়ে নীরব অশ্রু পড়ছিল। গাড়ী বাসার সামনে আনা হলো। ফাদার জেরাসিম ও তাঁর পত্নী সিঁড়িগোড়ায় বেরিয়ে এলেন। আমরা তিনজন—মারিয়া আইভানোভ্‌না, পালাশা ও আমি—গাড়ীর ভিতরে বসলাম। সেভেলিচ কোচোয়ানের সঙ্গে বসলো।

"বিদায়, প্রিয় মারিয়া আইভানোভ্‌না! বিদায়, প্রিয়তর আন্দ্রেয়িচ, আমাদের চোখের মণি!" স্নেহশীলা আকুলিনা পামফিলোভ্‌না আমাদের বললেন। "আপনাদের যাত্রা মঙ্গল হোক। ভগবান আপনাদের সুখী করুন!"

আমরা যাত্রা করলাম। আমি শ্‌ভাব্রিনকে দেখতে পেলাম। কমাণ্ডেণ্টের বাসার জানালায় দাঁড়িয়েছিল। তার চোখে-মুখে একটা বিষণ্ণ দ্বেষের ছাপ। পরাজিত শত্রুকে সাফল্যের আনন্দ দেখাতে চাইলাম না। অন্যদিকে চোখ ঘুরিয়ে নিলাম। অবশেষে আমরা দুর্গের ফটক পার হলাম এবং চিরদিনের মত বেলোগোরস্কি দুর্গ ত্যাগ করলাম।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

গ্রেফতার

যে মিষ্টি মেয়েটির জন্য সেদিন সকালেও ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম তার সঙ্গে আমার এই অপ্রত্যাশিত মিলন মোটেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। যা কিছু ঘটলো সব যেন আবছা স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। মারিয়া আইভানোভ্না চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে আরেকবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছিল। তার বিভ্রান্তি তখনও কাটেনি বলে বোঝা যাচ্ছিল। আমরা দু'জনেই নীরব। আমাদের হৃদয়ও খুব ক্লান্ত। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমরা কখন যে নিকটবর্তী দুর্গে এসে পৌঁছলাম বুঝতেও পারলাম না। এই দুর্গটিও পুগাচোভের অধীনে ছিল। আমরা সেখানে ঘোড়া বদলালাম। খুব দ্রুত ঘোড়াগুলোকে সাজানো হলো। শ্মশ্রুমণ্ডিত কশাক-কমাণ্ডেন্ট আমাদের সঙ্গে বেশ বিনীত আচরণ করছিল। বাচাল কোচোয়ানের কথাবার্তায় সে আমাকে জারের প্রিয়পাত্র বলে ধরে নিয়েছিল।

আমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম। সন্ধ্যা নেমে আসছিল। আমরা একটা ছোট শহরের কাছাকাছি এলাম। পুগাচোভের সমর্থক এক শক্তিশালী সৈন্যদল তাঁর সঙ্গে যোগদানের জন্য যাওয়ার পথে এই শহর দখল করে নিয়েছিল বলে শ্মশ্রুমণ্ডিত কশাক জানিয়েছিল। প্রহরীরা আমাদের থামালো। চিরাচরিত প্রশ্ন, "ওদিকে কে যায়?" কোচোয়ান জোর গলায় উত্তর দিলো, "জারের বন্ধু তার বান্ধবীকে নিয়ে যাচ্ছে।" হঠাৎ একদল হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত হুসার অশ্বারোহী সৈন্য আমাদের ঘিরে ফেললো। তারা আমাদের ভয়ানক গালিগালাজ করছিল।

"বেরিয়ে আয় শয়তানের বন্ধু।" লম্বা গুম্ফমণ্ডিত একজন সার্জেণ্ট আমাকে বললো।" "তোকে এক্ষুণি মজা দেখাচ্ছি। আর তোর ঐ মেয়েটাকেও মজা দেখিয়ে ছাড়বো।"

আমি গাড়ী থেকে নামলাম। আমাকে তাদেয় অধিনায়কের কাছে নিয়ে যেতে বললাম। আমার পরনে ইউনিফর্ম দেখে সৈন্যরা গালিগালাজ থেকে বিরত হলো। সার্জেণ্ট আমাকে মেজরের কাছে নিয়ে গেল। সেভেলিচ আমার

সঙ্গে যেতে যেতে নিজের মনে বিড় বিড় করছিল: "জারের খুব ভালো বন্ধু এসেছে! অবস্থা দেখছি মন্দ থেকে আরও মন্দের দিকে যাচ্ছে। হে ভগবান, এর শেষ কোথায়?" গাড়ীটা মন্থরগগিতে আমাদের অনুসরণ করছিল। পাঁচ মিনিট হাঁটার পর আমরা একটা বাসায় এলাম। সার্জেন্ট আমাকে প্রহরীর কাছে রেখে আমার আগমন ঘোষণা করতে গেল। মুহূর্তের মধ্যে সে ফিরে এলো। আমার সঙ্গে দেখা করার সময় মেজরের নেই বলে জানালো। তবে তিনি আমাকে জেলে নিয়ে যেতে আর আমার বান্ধবীকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে আদেশ দিয়েছেন।

"এর অর্থ কি?" আমি ক্রোধে চিৎকার করে উঠলাম। "তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?"

"তা বলতে পারি না, জনাব," সার্জেন্ট জবাব দিল। "হুজুর কেবল আপনাকে জেলে নিতে বলেছেন আর মেয়েটিকে হুজুরের কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

আমি সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলাম। প্রহরী আমাকে বাধা দিতে চেষ্টা করলো না। আমি দৌড়ে একটা ঘরে ঢুকে ছ'জন হুসার সৈন্যকে তাস খেলছে দেখতে পেলাম। মেজর তাস বাঁটছিলো। আমি যাইভান আইভানোভিচ জুরিনকে চিনতে পারলাম। সিমবির্স্ক সরাইখানায় সে আমার সঙ্গে বিলিয়ার্ড খেলায় জিতেছিল। আমার বিস্ময় কল্পনা করুন।

"এও কি সম্ভব?" আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম। "আইভান আইভানিচ! তুমি?"

"আরে, পিওতর আন্দ্রেয়িচ! তুমি এখানে কেমন করে? কোত্থেকে এলে? তোমাকে দেখে খুশী হয়েছি, ভাই। খেলবে না?"

"ধন্যবাদ। তারচে আমাকে একটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিতে বলো।"

"বাসস্থান কেন? আমার সঙ্গে থাকো।"

"পারবো না, আমি একা নই।"

"বেশ, তাহলে তোমার কমরেডদের নিয়ে আসো।"

"কমরেড নয়। আমার সঙ্গে একজন মহিলা রয়েছে।"

"মহিলা! কোত্থেকে জোগাড় করলে। আচ্ছা জনাব!" এই কথাগুলো বলে জুরিন অমন ভঙ্গী করে শিস্ দিলো যে সবাই হেসে উঠলো। আমি ভীষণ বিব্রত বোধ করলাম।

"বেশ," জুরিন বলে চললো, "তবে তাই হোক! তুমি একটা বাসা পাবে তবে এটা কিন্তু খুবই দুঃখজনক।......পুরানো দিনের মত ফুর্তিতে সময় কাটানো যেত।...আরে, একী! তারা এখনো পুগাচোভের প্রণয়িনীকে আনছে না কেন? সে আসতে চায় না নাকি? তাকে বলো ভয়ের কোনো কারণ নেই, ভদ্রলোকেরা খুব দয়ালু। তার কোনো ক্ষতি করবে না—তাড়াতাড়ি আসবার জন্য তাকে তাড়া দাও।"

"তুমি বলছো কি?" আমি জুরিনকে বললাম, 'পুগাচোভের প্রণয়িনী? ওতো শহীদ ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যা। আমি তাকে উদ্ধার করে এনেছি। আর এখন তাকে আমার বাবার এস্টেটে রেখে আসবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি।"

"কি! তাহলে তোমার আগমন-বার্তাই একটু আগে ঘোষণা করা হয়েছিল? হা ভগবান! এসবের মানে কি?"

"আমি তোমাকে পরে বলবো। আর এখন ভগবানের দোহাই দিয়ে তোমাকে বলছি মেয়েটিকে একটু আশ্বস্ত করো। তোমার হুসার সৈন্যরা তাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে।"

জুরিন তক্ষুণি ব্যবস্থা করলো। সে রাস্তায় বেরিয়ে এসে ভুল বোঝাবুঝির জন্য মারিয়া আইভানোভ্‌নার কাছে ক্ষমা চাইলো। শহরের সেরা বাসা মারিয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে বললো। আমাকে জুরিনের সঙ্গে রাত্রি যাপন করতে হলো।

রাত্রিবেলা আমরা একত্রে খেলাম। আমরা যখন একাকী হলাম তখন তাকে আমার দুঃসাহসিক অভিযানের ঘটনা বললাম। জুরিন খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলো। আমার কাহিনী শেষ হলে সে মাথা নেড়ে বললো: "সব কিছুই খুব ভালো, ভাই, কিন্তু একটা জিনিস ভালো ঠেকছে না; তুমি মরতে তাকে বিয়ে করতে চাও কেন? আমি একজন সৎ অফিসার, আমি তোমাকে প্রতারণা করবো না, বিশ্বাস করো, বিয়ে একটা প্রবঞ্চনা। তুমি নিশ্চয় স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানি আর ছেলেপিলের সেবাশুশ্রূষা করতে চাও না। ওসব চিন্তা ছেড়ে দাও। আমি যা বলি তা করো: ক্যাপ্টেনের কন্যার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করো। সিমবিস্ক যাবার পথ এখন নিরাপদ। আমি পরিষ্কার করে দিয়েছি। আগামীকাল তাকে একলাই তোমার বাবা-মার কাছে পাঠিয়ে দাও আর তুমি আমার সৈন্যদলে থেকে যাও। তোমার ওরেনবার্গে ফিরে যাবার প্রয়োজন নেই। আবার যদি বিদ্রোহীদের হাতে পড়ো তাহলে

এবার হয়তো বাঁচতে না-ও পারো। আর এভাবেই প্রেমের নেশা কেটে যাবে এবং সব ভালো হয়ে যাবে।"

আমি তার সঙ্গে একমত না হলেও সৈন্যদলের সঙ্গে থাকা আমার কর্তব্য বলে মনে হলো। জুরিনের উপদেশ মতই কাজ করবো বলে ঠিক করলাম। মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে দেশে পাঠিয়ে দেবো আর আমি সৈন্যদলের সঙ্গে থেকে যাবো।

সেভেলিচ আমার পোশাক খুলতে এলো। আমি তাকে পরের দিন মারিয়া আইভানোভ্‌নার সঙ্গে যাত্রার জন্য তৈরি থাকতে বললাম। সে প্রথমে যেতে চাইলো না।

"আপনি কি যে সব ভাবেন, হুজুর? আপনাকে ছেড়ে আমি যাই কেমন করে? আপনার দেখাশোনা করবে কে? আপনার বাবা-মা কি বলবেন?"

সেভেলিচের একগুয়েমির কথা জানতাম বলে স্নেহ আর আন্তরিকতা দিয়ে তার মন জয় করতে ব্রতী হলাম।

"প্রিয় আরহিপ সেভেলিচ!" আমি তাকে বললাম, 'তুমি অমত করো না। তাহলে তুমি আমার জন্য একটা বিরাট দয়ার কাজ করবে। আমার কোনো ভৃত্যের দরকার হবে না। কিন্তু তোমাকে ছাড়া মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে যেতে হলে আমার মনের শান্তি থাকবে না কারণ অবস্থা একটু ভালো হলেই আমি তাকে বিয়ে করবো।"

সেভেলিচ একটা অবর্ণনীয় বিস্ময়ে নিজের দুহাত আঁকড়ে ধরলো।

"বিয়ে!" সে বললো, "তিনি বিয়ের কথা ভাবছেন! কিন্তু আপনার বাবা কি বললেন; আপনার মা কি মনে করবেন?"

"তাঁরা রাজী হবেন; মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে দেখলে তাঁরা রাজী হবেন আমি নিশ্চিত," আমি জবাব দিলাম। "আমি তোমার উপরও ভরসা করছি। আমার বাবা-মা তোমাকে বিশ্বাস করেন, তুমি আমাদের পক্ষে বলবে, বলবে না?"

সেভেলিচ অভিভূত হয়ে পড়লো।

"তা, আর বলতে প্রিয় পিওতর আন্দ্রেয়িচ," সে বললো, "যদিও বিয়ের কথা চিন্তা করার বয়স এখনও আপনার হয়নি, মারিয়া আইভানোভ্‌না বয়সে তরুণ এবং এত সুন্দরী মেয়ে যে এই সুযোগ ছাড়া অন্যায় হবে। আপনার কথা মতই কাজ হবে! আমি তার সঙ্গে যাবো। আপনার বাবাকে আন্তরিক-

তাকে বলবো যে, তার মত একটি পত্নী সদৃশ মেয়েকে বধূরূপে পাবার জন্য যৌতুকের দরকার হয় না।"

আমি সেভেলিচকে ধন্যবাদ জানিয়ে জুরিনের ঘরে ঘুমাতে গেলাম। আমার মনে একটা ঝড় উঠেছিল। শুধু কথা আর কথা বলছিলাম। প্রথমে জুরিন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু আস্তে আস্তে তার কথা কম আর অসংলগ্ন হয়ে আসছিল। অবশেষে আমার এক প্রশ্নের উত্তরে তার নাসিকার শিস্‌ধ্বনি শোনা গেল। আমি কথা বন্ধ করলাম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তার পথ অনুসরণ করে ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমি মারিয়া আইভানোভ্‌নার কাছে গেলাম। তাকে আমার পরিকল্পনা বললাম। সে আমার বক্তব্যের যথার্থতা বুঝতে পারলো এবং তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেল। জুরিনের সৈন্যদল সেইদিনই শহর ত্যাগ করছিল। নষ্ট করার মত সময় ছিল না। আমি সেখানেই মারিয়া আইভানোভ্‌নার নিকট থেকে বিদায় নিলাম। বাবা-মার কাছে একটা চিঠি লিখে তার হাতে দিয়ে সেভেলিচের ওপর তার ভার সঁপে দিলাম। মারিয়া আইভানোভ্‌না কাঁদতে লাগলো।

"বিদায়, পিওতর আন্দ্রেয়িচ," মৃদু কণ্ঠে সে বললো। "একমাত্র ভগবান জানেন আবার আমাদের দেখা হবে কিনা; তবে যত দিন বেঁচে থাকবো তোমাকে ভুলবো না; মৃত্যু পর্যন্ত তুমি একা আমার হৃদয়ের দেবতা হয়ে থাকবে।"

আমি তার কথার উত্তর দিতে পারলাম না। অন্য লোক সেখানে উপস্থিত ছিল। আমার হৃদয়ের আকুলতা তাদের সামনে প্রকাশ করতে চাইলাম না। অবশেষে সে চলে গেল। জুরিনের কাছে ফিরে এলাম। আমি বিষণ্ণ ও নীরব। সে আমাকে উৎফুল্ল করতে চাইলো। আমিও অন্যমনস্ক হতে চাইছিলাম। আমরা সারাদিন দুর্দান্ত স্ফূর্তিতে কাটালাম। সন্ধ্যাবেলা মার্চ শুরু করলাম।

তখন ফেব্রুয়ারীর শেষ। শীত, যার জন্যে সামরিক তৎপরতা কঠিন হয়ে পড়েছিল, শেষ হয়ে আসছিল। আমাদের জেনারেলরা একটা সম্মিলিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। পুগাচোভ তখনও ওরেনবার্গ অবরোধ করে রেখেছিল। এদিকে আমাদের বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলগুলো একত্রিত হয়ে দুর্বৃত্তদের আস্তানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সৈন্যদল দেখা মাত্রই বিদ্রোহী গ্রামগুলোতে শৃঙ্খলা ফিরে আসছিল। আমাদের আগমনে দুর্বৃত্তের দল পালিয়ে যেতে

লাগলো। সব কিছুতেই যুদ্ধের একটা দ্রুত ও সাফল্যজনক সমাপ্তির লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল।

কিছুদিনের মধ্যেই প্রিন্স গোলিতজিন তাতিশচেভা দুর্গে পুগাচোভকে পরাজিত করলেন। তার তাতার দলবলকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। ওরেনবার্গ মুক্ত করলেন। বিদ্রোহীদের উপর শেষ এবং চরম আঘাত হানলেন বলে প্রতীয়মান হলো। জুরিনকে সে সময় এক দল বশকির বিদ্রোহীকে দমন করার জন্য পাঠানো হলো। আমাদের পৌঁছবার আগেই তারা পালিয়ে গেল। বসন্তকাল এসে গেল। আমরা তখন একটা তাতার গ্রামে। নদী জলে ভরে উঠলো। রাস্তা অনতিক্রম্য হয়ে পড়লো। আমরা কিছু করতে পারলাম না। তবে এই ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দিলাম যে শীগগিরই দুর্বৃত্ত আর বর্বরদের সঙ্গে তুচ্ছ আর বিরক্তিকর যুদ্ধের অবসান ঘটবে।

কিন্তু পুগাচোভ ধরা পড়লো না। সে সাইবেরিয়ার ঢালাই কারখানাগুলো থেকে নতুন অনুচরদল সংগ্রহ করে পুনরায় বর্বরতায় লিপ্ত হল। তার সাফল্যের গুজব আবার চারদিকে রটতে লাগলো। আমরা সাইবেরীয় দুর্গগুলোর পতনের খবর শুনলাম। সামরিক নেতাগণ ঘৃণ্য বিদ্রোহীরা শক্তিহীন হয়ে পড়েছে ভেবে উদ্বেগহীন নিদ্রাতে মগ্ন ছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা কাজান দখল করে মস্কোর দিকে অগ্রসর হচ্ছে খবর পেয়ে তাঁদের টনক নড়ে উঠলো। জুরিন ভলগা নদী অতিক্রম করার আদেশ পেল।

আমি সামরিক অভিযানের বর্ণনা দেব না। যুদ্ধ অবসানের বিবরণ লিখব না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলবো যে, তখন খুবই দুর্বিপাক যাচ্ছিল কোথাও আইনেররাজত্ব ছিল না। ভূস্বামীরা বনে-জঙ্গলে লুকিয়েছিল। দুর্বৃত্ত দলগুলো দেশে লুটতরাজের রাজত্ব কায়েম করেছিল। বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সৈন্যদলের প্রধানরা নিজেদের খেয়ালখুশি মত ক্ষমা বা শাস্তি প্রদান করছিল। যে বিশাল অঞ্চল বিদ্রোহের প্রচণ্ড আগুনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছিল তা এক ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছিল। ভগবান আমাদের এহেন অর্থহীন ও নির্মম রুশীয় বিদ্রোহ দেখার হাত থেকে রক্ষা করুন।

পুগাচোভ পালাচ্ছিল আর আইভান আইভানোভিচ মিকেলসন তার পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন। অত্যল্পকাল পরেই পুগাচোভের সম্পূর্ণ-রূপে পরাজয় বরণের খবর শুনলাম। অবশেষে একদিন জুরিন তার বন্দী হবার সংবাদ পেল। এবং সেই সঙ্গে বিরতির আদেশ পেল। যুদ্ধের অবসান ঘটলো। আমি

তাহলে শেষ পর্যন্ত বাবা-মার কাছে যেতে পারবো। তাঁদের আলিঙ্গন করতে পারবো। মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে দেখতে পাবার চিন্তা আমাকে উৎফুল্ল করে তুললো। মারিয়া আইভানোভ্‌নার কোনো খবর আবার জানা ছিল না। আমি আনন্দে শিশুর মত নাচতে লাগলাম; জুরিন হাসলো এবং কাঁধ নেড়ে বললো: "না, তুমি শেষ হয়ে গেছো। বিয়ে করবে আর সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে!"

কিন্তু কেমন যেন একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার আনন্দকে বিষাদময় করে তুলছিল: অতগুলো নিরীহ মানুষের রক্তে কলংকিত ও দণ্ড প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমাণ দুর্বৃত্তটার চিন্তায় আমি বিষণ্ন না হয়ে পারছিলাম না। "সে সঙিনের খোঁচায় ধরাশায়ী হলো না কেন? অথবা কামানের গোলায় শেষ হলো না কেন?" বিরক্তি সহকারে আমি ভাবলাম। "সে তো এর চেয়ে বেশী ভালো কিছু আশা করতে পারতো না।" আমার জীবনের একটা ক্রান্তিলগ্নে আমাকে রেহাই দেবার কথা এবং শ্‌ভাব্রিনের মত একটা নীচ বর্বরের হাত থেকে আমার বাগ্‌দত্তাকে রক্ষা করার কথা স্মরণ করার সময় আমি পুগাচোভের কথা না ভেবে পারছিলাম না।

জুরিন আমাকে ছুটি দিল। কয়েক দিনের মধ্যেই আমার পরিবারের সঙ্গে মিলিত হতে পারবো এবং মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে দেখতে পারবো। এমন সময় হঠাৎ একটা অপ্রত্যাশিত ঝড় আমার উপর সজোরে আছড়ে পড়লো।

আমার যাত্রার দিনে, মুহূর্তে আমি রওয়ানা হবো, জুরিন এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলো। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। আমি দমে গেলাম। কেন জানিনা আমি ভীষণ ভয় পেলাম। সে আমার আরদালীকে বের করে দিল। আমার সঙ্গে গোপন কথা আছে বলে জানালো।

"কি?" আমি উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞেস করলাম।

"বা খুবই অপ্রীতিকর," আমার হাতে কাগজটা দিয়ে সে বললো। "পড়ে দেখো। আমি এক্ষুণি এটা পেয়েছি।'

আমি পড়তে শুরু করলাম: আমি যেখানেই থাকি না কেন আমাকে গ্রেফতার করার জন্য এটা সকল কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে প্রেরিত একটা গোপন নির্দেশ। আমাকে সশস্ত্র প্রহরীযোগে অনতিবিলম্বে পুগাচোভের বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান কমিশনের সামনে হাজির করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

কাগজটা আমার হাত থেকে প্রায় পড়ে গিয়েছিল।

"করার কিছু নেই," জুরিন বললো; "আদেশ পালন আমার কর্তব্য।

সম্ভবত পুগাচোভের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্বপূর্ণ ভ্রমণের খবর কর্তৃপক্ষের কানে পৌঁছে গিয়েছে। এর কোনো বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে করি না। তুমি কমিটির সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করতে পারবে বলেই আশা রাখি। যাও, আর বিষণ্ণ হয়ে পড়োনা।”

আমার বিবেক পরিষ্কার। বিচারকে আমি ভয় পাচ্ছিলাম না। তবে মিলনের মধুর মুহূর্তটি হয়তো কয়েক মাস পিছিয়ে যাবে সেই চিন্তাটা আমাকে ভীত করে তুললো। গাড়ী তৈরি ছিল। জুরিন আমাকে বন্ধুত্বপূর্ণ বিদায় জানালো। আমি গাড়ীতে আরোহণ করলাম। দু'জন হুসার সৈন্য উন্মুক্ত তরবারি হস্তে আমার দু'পাশে বসলো। রাজপথ বরাবর আমাদের গাড়ী ছুটে চললো।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

বিচার

আমি নিশ্চিত ছিলাম যে বিনা-অনুমতিতে ওরেনবার্গ ত্যাগ করাই ছিল এ সকলের মূল কারণ। আমি যে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছিলাম তা সহজেই প্রমাণ করতে পারবো। শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কোনদিনই নিষিদ্ধ ছিলনা। বরং সর্বতোভাবে উৎসাহ প্রদান করা হতো। আমি হয়তো অতি গোঁয়ার্তুমির অপরাধে অভিযুক্ত হতে পারি, কিন্তু অবাধ্যতার অপরাধে নয়। পুগাচোভের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক একাধিক সাক্ষী দ্বারা হয়তো প্রমাণ করা যেতে পারে এবং খুবই সন্দেহজনক বলে প্রতীয়মান হতে পারে। সে সম্পর্কে কোনো সন্দেহ নেই। ভ্রমণের সারাটা সময় আমাকে কি ধরনের প্রশ্ন করা হতে পারে আর আমি কোন্ ধরনের উত্তর দেবো সে চিন্তা করতে থাকলাম। বিচারের সময় আমি সহজ সত্য কথা বলবো ঠিক করলাম। আমার নির্দোষিতা প্রমাণের এটাই অতি সহজ ও নিশ্চিত পন্থা বলে আমার বিশ্বাস হলো।

আমি কাজানে পৌঁছলাম। শহরটিকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিলো। রাস্তার উপর বাড়ীর বদলে স্তূপীকৃত ছাই এবং ছাদ জানালাবিহীন অর্ধদগ্ধ ধ্বংসাবশেষ পড়েছিল। পুগাচোভ পলায়নকালে এই

রংসলীলার চিহ্ন রেখে গিয়েছিল। আমাকে দুর্গে নিয়ে যাওয়া হলো। সমগ্র নগরীতে এটাই একমাত্র অক্ষত ছিল। হুসার সৈন্যরা আমাকে তারপ্রধান অফিসারের হস্তে অর্পণ করলো। তিনি কর্মকারকে তলব করলেন। আমার দু'পাশে বেড়ি পরিয়ে একসঙ্গে তালা দেয়া হলো। অতঃপর আমাকে জেলখানায় নিয়ে আস্তরবিহীন দেয়াল ও লোহার শিক লাগানো জানালাযুক্ত একটা সরু সেলে অন্ধকারে একাকী বন্দী করে রাখা হলো।

শুরুটা খুব ভালো মনে হলো না। যাহোক, আমি আশা বা সাহস হারালাম না। সকল দুঃখের মাঝে সান্ত্বনা যে জীবনে এই প্রথমবারের মত রক্তপ্লুত হৃদয় থেকে নির্গত প্রার্থনার সুস্বাদ গ্রহণ করে আমার ভাগ্যে কি ঘটবে সেই ভাবনা দূরে ঠেলে দিয়ে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হলাম।

পরদিন সকালে প্রহরী আমাকে ডেকে তুলে কমিশনের সামনে হাজির হতে বললো। দু'জন সৈন্য আমাকে উঠানের উপর দিয়ে কমাণ্ডেন্টের বাসায় নিয়ে গেল। তারা দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো। ভিতরের ঘরে আমাকে নিজেই যেতে দিল।

আমি একটা বেশ বড় সড় ঘরে প্রবেশ করলাম। দু'জন লোক একটা টেবিলের সামনে বসেছিলেন। টেবিলের উপর কাগজ-পত্র ছড়ানো। তাদের একজন প্রবীণ জেনারেল। চেহারা উদাসীন ও বিরক্তিকর। অপরজন দেহ-রক্ষী সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন। বেশ সুদর্শন। বয়স আটাশের কাছাকাছি। আচরণ বেশ সহজ ও প্রীতিপ্রদ। কানের পিছনে একটা কলম আটকিয়ে একজন সচিব একটা পৃথক টেবিলে বসে কাগজের উপর নত হয়ে আবার জবাব-গুলো টুকে নেয়ার জন্য প্রস্তুত। প্রশ্ন সুরু হল। আমার নাম ও পদবী জিজ্ঞেস করা হল। আমি আন্দ্রে পেত্রোভেচ গ্রিনিয়বের পুত্র কিনা জেনারেল জানতে চাইলেন। আমি যখন তাঁর অনুমান সত্য জানালাম তিনি কঠোর স্বরে মন্তব্য করলেন; "সত্যি দুঃখের ব্যাপার যে তাঁর মত একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির অমন একটা অযোগ্য পুত্র থাকতে পারে!"

আমি শান্তভাবে আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত সকল অভিযোগের জবাব দিতে লাগলাম। আমি সরলভাবে সত্য কথা বলে নিজেকে নির্দোষে প্রমাণিত করতে পারবো আশা করছিলাম। জেনারেল আমার দৃঢ়তা পছন্দ করলেন না।"

"তুমি খুব ধূর্ত, বাপু," ভ্রুকুটি করে তিনি আমাকে বললেন, "তবে আমরা

তোমার চেয়ে শয়তানের সাক্ষাৎও পেয়েছি!" তরুণ অফিসার অতঃপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন :

"আপনি কোন্ সুযোগে আর কোন্ সময়ে পুগাচোভের অধীনে চাকরি নিয়েছিলেন? আপনাকে সে কোন্ কমিশনে নিযুক্ত করেছিলো?"

আমি ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে জবাব দিলাম যে, একজন অফিসার ও ভদ্রলোক হয়ে আমি নিশ্চয় পুগাচোভের অধীনে চাকরি গ্রহণ করতে পারি না বা তার অধীনস্থ কোনো কমিশনের কাজ সম্পাদন করতে পারি না।

"কেমন করে, তাহলে," আমার প্রশ্নকর্তা বলতে লাগলো, "সকল কমরেডকে যখন জঘন্যভাবে হত্যা করা হলো তখন একমাত্র অফিসার ও ভদ্রলোক তুমি শয়তান পুগাচোভের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পেলে? কেমন করে সেই একই অফিসার ও ভদ্রলোক তুমি বন্ধুরূপে বিদ্রোহীদের সঙ্গে ভোজ খেলে এবং দুর্বৃত্তটার নিকট থেকে একটা ভেড়ার চামড়ার কোট, একটা ঘোড়া ও পঞ্চাশটা কোপেক উপহার গ্রহণ করলে? কেমন করে এই অদ্ভুত বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো এবং বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত এর পেছনে আর কোন্ উদ্দেশ্য থাকতে পারে? অথবা. যাই হোক না কেন, এই নীচু ও জঘন্য কাজ কাপুরুষতা ছাড়া আর কি হতে পারে?"

অফিসারের কথাগুলো আমাকে ভীষণ পীড়া দিল। আমি উত্তেজিত স্বরে আমার পক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য শুরু করলাম। আমি তাদের বললাম, "কেমন করে স্তেপ অঞ্চলে তুষারঝটিকার মধ্যে পুগাচোভের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিলো এবং কেমন করে বেলোগোরস্কি দুর্গ দখল করার সময় চিনতে পেরে সে আমাকে রেহাই দিয়েছিল। পুগাচোভের নিকট থেকে ঘোড়া এবং ভেড়ার চামড়ার কোট গ্রহণ করতে আমার সংকোচ ছিল না বলে স্বীকার করলাম। কিন্তু আমি যে তার বিরুদ্ধে চরম সময় পর্যন্ত লড়াই করে বেলোগোরস্কি দুর্গ রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি সে কথাও বললাম। অবশেষে তাদের কাছে আমার জেনারেলের কথা উল্লেখ করে তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে অনুরোধ করলাম। তিনি বিপদজনক ওরেনবার্গ অবরোধ কালে নিষ্ঠার সঙ্গে আমার কর্তব্য পালনের পক্ষে নিশ্চয় সমর্থন দিবেন।

নির্দয় বৃদ্ধ টেবিলের উপর থেকে একটা মোহর খোলা চিঠি তুলে নিয়ে জোরে পড়তে লাগলেন :

"অফিসার গ্রিনিয়ব সম্পর্কে মহামহিমের অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে জানাচ্ছি

যে, বর্তমান বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িত এবং সামরিক আইন ও আমাদের আনুগত্যের শপথ লঙ্ঘন করে দুর্বৃত্তটার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল বলে জানা গেছে। আমি নিম্নে আমার প্রতিবেদন সবিনয়ে পেশ করছি: উল্লেখিত গ্রিনিয়ব ১৭৭৩ সালের শুরু থেকে ১৭৭৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ওরেনবার্গে চাকরি করেছিল। বর্ণিত তারিখে সে নগরী ত্যাগ করে এবং আমার অধীনে চাকরি করার জন্য আর কোনোদিন ফিরে আসেনি। শরণার্থীদের নিকট থেকে শুনেছি যে, সে পুগাচোভের শিবিরে ছিল এবং তার সঙ্গে বেলোগোরস্কি দুর্গে গিয়েছিল। সেখানে সে চাকরি করেছিল। তার আচরণ সম্পর্কে আমি………"

এই পর্যন্ত এসে পড়া থামিয়ে তিনি আমাকে কঠোর স্বরে জিজ্ঞেস করলেন: এরপর তোমার সম্পর্কে তুমি কি বলতে চাও?"

আমি যেভাবে আরম্ভ করেছিলাম সে ভাবেই এগিয়ে যেতে চাইছিলাম। মারিয়া আইভানোভ্‌নার সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথা সরলভাবে ব্যক্ত করতে চাইছিলাম। হঠাৎ আমি একটা ভীষণ বিতৃষ্ণা অনুভব করলাম। আমার মনে হলো যে তার নাম উল্লেখ করলে কমিশন তাকে হাজির হবার জারী করবে। দুর্বৃত্তদের মিথ্যা অপবাদের সঙ্গে তার নাম জড়ানো এবং তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে মুখোমুখি হবার বিশ্রী চিন্তাটা আমাকে এত কাহিল করে ফেললো যে আমি বিভ্রান্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লাম।

আমার বিচারকরা, যাঁরা এতক্ষণ আমার কথা শুনছিলেন, তাঁদের মনোভাব আমার পক্ষে ছিল বলেই অনুভূত হচ্ছিলো। কিন্তু আমার বিভ্রান্তির ফলে আমার প্রতি তাঁদের ধারণা আবার পাল্টে গেল। দেহরক্ষী সৈন্যদলের অফিসার আমাকে এক্ষুণি আসল খবর সরবরাহকারীর সঙ্গে মুখোমুখি হবার কথা জানালো। জেনারেল গতকালের দুর্বৃত্তকে আনবার আদেশ দিলেন। আমি কৌতুহলের সঙ্গে দরজার দিকে ফিরলাম। আমার অভিযোক্তার আগমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর শিকলের ঝন ঝন আওয়াজ শোনা গেল। দরজা উন্মুক্ত হলো। শ্‌ভাব্রিন ভিতরে প্রবেশ করলো। তার পরিবর্তন দেখে আমি আশ্চর্য হলাম। তাকে ভীষণ সরু ও ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। কিছুদিন আগেও তার যে চুলগুলো পিচের মত কালো ছিল সেগুলো এখন সাদা। তার লম্বা দাড়ি এলোমেলো। সে ক্ষীণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে তার অভিযোগগুলোর পুনরাবৃত্তি করলো। তার মতে আক্রমণের দূতায় চর হিসেবে

পুগাচোভ আমাকে ওয়েনবার্গ পাঠিয়েছিল। শহরে যা ঘটতো সে সকল খবর লিখিতভাবে তার কাছে পেশ করবার জন্য আমি প্রতিদিন বেরুতাম। অবশেষে আমি পুগাচোভের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম। আমি তার সঙ্গে দুর্গ থেকে দুর্গে গিয়েছিলাম। আমার স্ব-গোত্রীয় বিশ্বাসঘাতকদের ধ্বংস করে তাদের সামরিক আড্ডা দখল করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা করেছিলাম। পুগাচোভের নিকট হতে আমি উপহার গ্রহণ করেছিলাম। আমি তার কথা নীরবে শুনছিলাম। একটি বিষয়ে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম: মারিয়া আইনোভ্না'র নাম এই নীচ দুরাত্মা একবারও উচ্চারণ করেনি। তাকে অবজ্ঞা করে অমন লোকের নাম মুখে আনার চিন্তা হয়তো তার অহংকারে বাধছিল। কিংবা আমি যে কারণে তার সম্বন্ধে নীরব ছিলাম হয়তো তেমনি কোনো একটা অনুভূতির স্ফুলিঙ্গ তার মনের মধ্যেও জ্বলছিল। যাহোক, বেলোগোরস্কি কমাণ্ডেন্টের কন্যার নাম কমিশনের সামনে উচ্চারিত হয়নি। তার নাম মোটেও উচ্চারণ না করার জন্য আমি আরো দৃঢ় সংকল্প হলাম। বিচারক আমাকে শ্ভাব্রিনের অভিযোগ খণ্ডাতে বললেন। আমার মূল বক্তব্য থেকে আমি সরলাম না। আমার নির্দোষিতা প্রমাণের পক্ষে তার বেশী আর কিছু বলার নেই জেনারেল আমাদের ঘর থেকে নিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। আমরা দু'জন একত্রে বাইরে গেলাম। শ্ভাব্রিন একটা ভীষণ বিদ্বেষপূর্ণ হাসি দিয়ে আমাকে পিছন ফেলে শিকলের ঝন ঝন শব্দ তুলে তাড়াতাড়ি হেঁটে চলে গেল। আমাকে জেলখানায় ফেরত নিয়ে যাওয়া হলো। আর কখনো জেরার জন্য আমাকে ডকা হয়নি।

পরবর্তী যে সকল ঘটনা আমি দেখিনি সেগুলো পাঠকদের জানানো দরকার। ঘটনাগুলো আমি এতবার শুনেছি যে আমার স্মৃতিপটে অতি ক্ষুদ্র ঘটনাও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল! মনে হচ্ছিল যে অদৃশ্য-রূপে আমি সে সকল ঘটনা সংগঠিত হবার সময় উপস্থিত ছিলাম।

মারিয়া আইভানোভ্নাকে আমার বাবা ও মা অকপট আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা নিরীহ অনাথিনীকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দানের সুযোগ লাভকে আশীর্বাদ স্বরূপ মনে করলেন। তাঁরা কিছুদিনের মধ্যেই তার প্রতি খুবই অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। আসলে তাকে চিনতে পারলে না ভালোবেসে থাকা সম্ভব নয়। তার প্রতি আমার প্রেম বাবার কাছে আর নেহায়েত খেয়াল বলে মনে হলো না। মার তো একটাই মাত্র ইচ্ছে—তার পেত্রশা ক্যাপ্টেনের এই সুন্দরী দুহিতাটিকে বিয়ে করুক।

আমার গ্রেফতারের খবর আমার পরিবারে একটা ভীষণ আঘাত হেনেছিল। মারিয়া আইভানোভনা পুগাচোভের সঙ্গে আমার অদ্ভুত পরিচয়ের ঘটনা অমন সহজভাবে আমার বাবা-মার কাছে বললো যে, তাঁরা উদ্বিগ্ন হবার বদলে আন্তরিক কৌতুক বোধ করে বারবার হাসতে লাগলেন। আমি সিংহাসন দখল এবং মানুষ হত্যার মত একটা জঘন্য বিদ্রোহ লিপ্ত থাকতে পারি বলে আমার বাবা মোটেই বিশ্বাস করলেন না। তিনি সেভেলিচকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জেরা করলেন। বৃদ্ধ সব ঘটনা খুলে বললো। একটুও লুকালো না। পুগাচোভের সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম আর সেই দুর্বৃত্ত আমার প্রতি সদয় ছিল সে কথাও বললো। তবে রাজদ্রোহিতার সঙ্গে যে আমি মোটেই জড়িত নই শপথ করে তা বললো। বাবা-মাকে আশ্বস্ত করা হলো। একটা অনুকূল খবর লাভের জন্য তাঁরা উদগ্রীব হয়ে রইলেন। আইভানোভ্না খুব শঙ্কিত ছিল। তবে অতি শিষ্ট ও বিনীত বলে কিছু বলতো না।

কয়েক সপ্তাহ গেল। হঠাৎ আমাদের আত্মীয় প্রিন্স বি-র কাছ থেকে বাবা একটা চিঠি পেলেন। প্রিন্স আমার সম্পর্কে লিখেছিলেন। তিনি জানালেন যে, দুর্ভাগ্যোক্রমে, বিদ্রোহীদের অভিসন্ধির সঙ্গে আমার লিপ্ততার কথা সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত হবার পর আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অন্যান্যদের শিক্ষা দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু আমার বাবার গুণাবলী ও বৃদ্ধ বয়সের কথা বিবেচনা করে সম্রাজ্ঞী অপরাধী পুত্রকে লজ্জাকর মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে সাইবেরিয়ার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাত্র যাবজ্জীবন নির্বাসনের দণ্ড অনুমোদন করেলেন।

এই অপ্রত্যাশিত আঘাত আমার বাবাকে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিল। তিনি তাঁর স্বাভাবিক আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর দুঃখ যা সাধারণত নিজের মনেই গুমরাত, এবার তীব্র অভিযোগের আকারে আত্মপ্রকাশ করলো।

"কি!" তিনি আত্ম-বিস্মৃত হয়ে বলতে লাগলেন, "আমার ছেলে পুগাচোভের দুষ্কর্মের সহচর হে ভগবান কি দেখবার জন্য আমি বেঁচে রইলাম! সাম্রাজ্ঞী প্রাণদণ্ড মওকুফ করেছেন। তাতে আমার কি লাভ হলো? মৃত্যুদণ্ড মোটেই ভয়ংকর নয় আমার পিতামহের বাবা ফাঁসি কাঠে প্রাণ দিয়েছিলেন। ওটা ছিল তাঁর বিবেকের ব্যাপার। আমার বাবা ভোলিনস্কি ও ক্রুশ্চোভের সঙ্গে একত্রে দুঃখ ভোগ করেছেন। কিন্তু একজন ভদ্রলোকের প্রতি আনুগত্যের শপথ ভঙ্গ করে দুর্বৃত্তদল, হত্যাকারী আর পলাতক ক্রীতদাসের সঙ্গে

যোগদানের দোষারোপ! এযে আমাদের সুনামের প্রতি অসম্মান আর কলঙ্ক লেপন।"

বাবার নৈরাশ্য দেখে ভয় পেয়ে মা তাঁর সামনে কাঁদতে সাহস করলো না। গুজবের অনিশ্চয়তা এবং মানুষের কথার উপর খুব বিশ্বাস স্থাপন না করার কথা বলে বাবাকে উৎফুল্ল করতে চাইলো। বাবাকে কিছুতেই সান্ত্বনা দেয়া যাচ্ছিল না।

সবচেয়ে বেশী যাতনায় ভুগছিল মারিয়া আইভানোভ্‌না। তার বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, আমি ইচ্ছা করলেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারতাম। প্রকৃত সত্যটা উপলব্ধি করে সে নিজেকে আমার দুর্ভাগ্যের হেতু বলে ভাবলো। সে সকলের কাছ থেকে কান্না আর দুঃখ লুকিয়ে রেখে অনবরত আমাকে রক্ষা করার পথ উদ্ভাবনের চিন্তা করতে লাগলো।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আমার বাবা সোফার উপর বসে কোর্ট ক্যালেণ্ডার পত্রিকাটির পাতা উল্টাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর মন অনেকদূরে বিচরণ করছিল। পড়ার দিকে তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল না। শিষ দিয়ে তিনি একটা পুরানো মার্চ সংগীতের সুর ভাঁজছিলেন। আমার মা নীরবে উলের কোট বুনছিল। মাঝে-মধ্যে তার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে কোটের উপর পড়ছিল। মারিয়া আইভানোভ্‌না মার পাশে বসে সেলাইয়ের কাজ করছিল। হঠাৎ সে তার পিটার্সবার্গে যাওয়া দরকার জানিয়ে সেখানে কিভাবে যেতে হবে জানতে চাইলো। মা খুব ব্যথিত হল।

"পিটার্সবার্গে তোমার কি দরকার?" মা বললো "তাহলে কি তুমিও আমাদের ছেড়ে চলে যেতে চাও, মারিয়া আইভানোভ্‌না?"

মারিয়া আইভানোভনা জানালো যে, এই যাত্রার উপরই তার সমগ্র ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। একজন দেশপ্রেমিক শহীদের কন্যা হিসেবে সেখানে গিয়ে সে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

বাবা মাথা নুইয়ে নিলেন। প্রতিটি শব্দ তাকে পুত্রের অভিযুক্ত অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে তাঁর অন্তর ব্যথিত করে তুললো এবং তাঁর কাছে ভীষণ নিন্দাজনক বলে মনে হচ্ছিলো।

"যাও মা," তিনি একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে তাকে বললেন। "আমরা তোমার সুখী জীবনের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াতে চাইনা। ভগবানের দয়া হলে

একটা হীন বিশ্বাসঘাতকের বদলে হয়তো একজন ভালো মানুষ স্বামী হিসেবে পাবে।"

তিনি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

মাকে একাকী পেয়ে মারিয়া আইভানোভনা তার পরিকল্পনার অংশ বিশেষ ব্যাখ্যা করে বললো। অশ্রু বিজড়িত মা তাকে আলিঙ্গন করে তার পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করলো। মারিয়া আইভানোভনা যাত্রার জন্য তৈরী হলো। কয়েকদিন পরে পালাশা ও সেভেলিচকে নিয়ে যাত্রা করলো। তাকে জোর করে ফেরত পাঠিয়ে দেবার জন্য সেভেলিচের মনে যে একটা দুঃখ ছিল তস্তুতঃপক্ষে আমার বাগদত্তার কাজে লাগছে বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলো।

মারিয়া আইভানোভ্না নির্বিঘ্নে সোফিয়া পৌছলো। যারকে সেলো নামক স্থানে আদালত জানতে পেরে সেখানে বিরতির সিদ্ধান্ত নিলো। পোষ্টিং ষ্টেশনের প্রাচীর ঘেরা একটা নিভৃত কক্ষে তার বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হলো। ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী তক্ষণি তার সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যাপৃত হলো। রাজ প্রাসাদের চুল্লিরক্ষকের ভাতুষ্পুত্রী বলে সে নিজের পরিচয় দিলো। সে আদালত জীবনের রহস্য সম্পর্কে মারিয়াকে ওয়াকেফহাল করলো। সম্রাজ্ঞী সকালে কখন ঘুম থেকে ওঠেন কখন কফি পান করেন, কখন ভ্রমণে বের হন, সে সময় তাঁর সঙ্গে কোন কোন রাজসভাসদ থাকেন, আগের দিন ডিনারে তিনি কি বলেছিলেন, সন্ধ্যাবেলা তিনি কাকে সম্বর্ধনা জানালেন—এ সমস্তই সে মারিয়া আইভানোভনাকে বললো। মোদ্দা কথা, অ্যানা ভল্যাসিয়েভনার আলোচনাকে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী একটা ঐতিহাসিক স্মৃতিকথা বলে আখ্যায়িত করা চলে। এটা ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য একটা মূল্যবান দলিল হতে পারতো। মারিয়া আইভানোভনা খুব মনোযোগ সহকারে তার কথা শুনলো। তারা দু'জনে বাগানে গেলন। অ্যানা ভল্যাসিয়েভনা প্রতিটি এ্যাভেনিউ এবং প্রত্যেকটি সেতুর ইতিহাস তাকে বললো। অনেকক্ষণ বেড়ানোর পর তারা ষ্টেশনে ফিরে এলো। তারা পরস্পরের প্রতি খুব আকৃষ্ট হলো।

মারিয়া আইভানোভনা পরদিন খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলো। কাপড়-চোপড় পরে বাগানে গেল। বেশ সুন্দর সকাল। লেবু গাছের মাথার উপরে সূর্যের আলো ঝলমল করছিল। শরতের সতেজ বাতাসে লেবু গাছের রং ইতিমধ্যে হলদে রূপ ধারণ করেছিল। ঢেউ বিহীন প্রশস্ত হ্রদ সূর্যের আলোতে

চিক চিক করছিল। এইমাত্র ঘুম ভাঙা অমকালো হাঁসের দল হ্রদের চারদিকে আচ্ছাদিত ঝোপের ভিতর থেকে বেরিয়ে হ্রদের জলেতে সাঁতার কাটছিল। মারিয়া আইভানোভনা সুন্দর তৃণগুচ্ছের উপর দিয়ে এগিয়ে চললো। কাউন্ট রুমিয়ানৎজেবের সাম্প্রতিক বিজয়ের গৌরবে এখানে একটি কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করা হয়েছিল। হঠাৎ ইংরেজ বংশোদ্ভূত একটি সাদা কুকুর চিৎকার করে তার দিকে ছুটে এলো। মারিয়া আইভানোভনা ভয় পেয়ে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলো। সেই মুহূর্তে সে একজন মহিলার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলো: "ভয় পেয়ো না। ও কামড়াবে না।"

মারিয়া আইভানোভনা কীর্তিস্তম্ভের বিপরীত দিকে একটি বেঞ্চিতে একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন দেখতে পেলো। মারিয়া আইভানোভনা বেঞ্চির অন্য প্রান্তে বসে পড়লো। ভদ্রমহিলা তাকে বেশ মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন। অপরদিকে, মারিয়া আইভানোভনা কয়কবার আড়চোখে তাকিয়ে তাঁর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখে নিল। ভদ্রমহিলার পরিধানে ছিল এক প্রস্থ সাদা প্রভাতী পরিচ্ছদ, একটি নৈশ টুপি এবং একটি রুশীয় জ্যাকেট। তাঁর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি বলে মনে হচ্ছিল। গোলাপী চেহারায় একটা শান্ত ও সম্ভ্রমের ভাব বিরাজ করছিল। তাঁর নীল দু'টো চোখে আর মৃদু হাসিতে একটা অবর্ণনীয় আকর্ষণ ফুটে উঠেছিল। ভদ্রমহিলা প্রথমে নীরবতা ভাঙলেন।

"তুমি এখানে একজন আগন্তুক বলে মনে হচ্ছে?" তিনি জানতে চাইলেন।

"জী, আমি গতকাল মাত্র দেশ থেকে এসেছি।"

"তোমার আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে এসেছো বুঝি?"

"জী না, আমি একাকী এসেছি।"

"একাকী! কিন্তু তোমার বয়স তো দেখছি বেশ কচি।"

"আমার বাবা আর মা জীবিত নেই।"

"তুমি নিশ্চয় এখানে কোনো কাজে এসেছ?"

"জী, আমি সম্রাজ্ঞীর কাছে একটা আবেদন-পত্র পেশ করতে এসেছি।"

"তুমি একজন অনাথিনী; মনে হচ্ছে তুমি কোনো অন্যায় বা অবিচারের বিরুদ্ধে নালিশ করছ?"

"জী না। আমি অনুকম্পার আবেদন নিয়ে এসেছি, ন্যায় বিচারের জন্য নয়।

"তোমার নাম জানতে পারি কি?"

"আমি ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যা।"

"ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যা? যিনি ওরেনবার্গের একটি দুর্গের কমাণ্ডেন্ট ছিলেন?"

"জী হ্যাঁ।"

ভদ্রমহিলার হৃদয় স্পর্শ করলো।

"কিছু যদি মনে না করো," তিনি আরো সদয় কণ্ঠে বললেন, "তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি। আমি মাঝে-মধ্যে আদালতে যাই। বলতো তোমার আবেদন-পত্রে কি আছে। হয়তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি।"

মারিয়া আইভানোভ্‌না উঠে দাঁড়িয়ে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালো।

অপরিচিত ভদ্রমহিলার সবকিছু স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে তাকে আকর্ষণ করলো এবং তাকে দৃঢ় বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত করলো। মারিয়া আইভানোভনা তার পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে ভদ্রমহিলার হাতে দিল। তিনি নিজের মনে পড়তে লাগলেন।

প্রথমে তিনি বেশ মনোযোগ আর সহৃদয়তার সঙ্গে পড়ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর চেহারা বদলিয়ে গেল। মারিয়া আইভানোভনা এতক্ষণ তাঁর প্রতিটি গতিবিধি লক্ষ্য করছিল। খানিক পূর্বের শান্ত ও মনোরম চেহারার ভয়ংকর পরিবর্তন দেখে সে ভয় পেয়ে গেল।

"তুমি গ্রিনিয়বের জন্য সুপারিশ নিয়ে এসেছে?" ভদ্রমহিলা শীতল কণ্ঠে বললেন। সাম্রাজ্ঞী তাকে ক্ষমা করতে পারেন না। অজ্ঞতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা হেতু নয় বরং একজন বিপদজনক ও নীতিহীন বদমাশ হিসেবে সে প্রতারক শয়তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলো।"

"না, সে কথা সত্যি নয়!" মারিয়া আইভানোভ্‌না চিৎকার করে উঠলো।

"সত্যি নয়, তা কেমন করে হয়?" ভদ্রমহিলা পুনরাবৃত্তি করলেন। তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠলো।

"সত্যি নয়; আমি ভগবানের দিব্যি খেয়ে বলছি, সত্যি নয়! আমি

সবকিছু জানি। আমি সব কথা আপনাকে বলবো। একমাত্র আমার জন্য সে এই পথ বেছে নিয়েছিল। সে আমাকে এ সবের মধ্যে জড়াতে চায়নি বলে বিচারকদের সামনে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা করেনি।"

অতঃপর খুব আগ্রহের সঙ্গে সে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। পাঠক তা আগেই জেনেছেন।

"তুমি কোথায় উঠেছো?" তিনি জিজ্ঞেস করলেন। "আমি অ্যানা ভল্‌াসিয়েভ্‌নার ওখানে উঠেছি। শুনে তিনি হেসে বললেন: "আচ্ছা, আমি তাকে জানি। এখন আমি যাচ্ছি। তবে আমাদের আলোচনার কথা কাউকে বলবে না আশা করি তোমার আবেদনের উত্তর পেতে খুব বেশী দেরী হবে না।"

কথা শেষ করে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। বাগানের আচ্ছাদিত বেড়াবার পথ ধরে চলে গেলেন। মারিয়া আইভানোভ্‌না আশায় আহ্লাদিত হয়ে অ্যানা ভ্‌লাসিয়েভ্‌নার ওখানে ফিরে এলো।

ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী এত সকালে উঠে বেড়াতে গিয়েছিলো বলে তাকে ভৎর্সনা করলো। শরৎকালে একজন তরুণীর স্বাস্থ্যের জন্য এই প্রাতভ্রমণ ভালো নয়। চা তৈরীর পাত্র এনে এক পেয়ালা চায়ে চুমুক দিয়ে সবে মাত্র আদালত সম্পর্কে তার সীমাহীন গল্প শুরু করতে যাচ্ছিলো হঠাৎ আদালতের একটা গাড়ী এসে দরজার গোড়ায় থামলো। রাজপ্রাসাদের একজন উর্দি পরিহিত অনুচর ঘরে প্রবেশ করে বললো যে, সম্রাজ্ঞী মিস্ মিরোনোভকে তাঁর সামনে হাজির হবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

অ্যানা ভল্‌সিয়েভ্‌না বিস্মিত ও ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠলো।

"কি আশ্চর্য!" সে চিৎকার করে উঠলো। "সম্রাজ্ঞী তোমাকে রাজপ্রাসাদে ডেকেছেন! তিনি তোমার কথা শুনলেন কেমন করে? আর তুমিই বা কেমন করে সম্রাজ্ঞীর সামনে হাজির হবে? তুমি নিশ্চয় আদালতের নিয়মকানুন জানো না।……তোমার সঙ্গে কি আমার যাওয়া ভালো নয়? তোমাকে হয়তো কোনো কোনো বিষয়ে সতর্ক করে দিতে পারতাম। আর তোমার এই ভ্রমণের পরিচ্ছদ পরে তুমি যাবে কেমন করে? তার চে' ধাত্রীর হলদে গাউনটা আনতে পাঠানো ভালো নয় কি?"

মারিয়া আইভানোভনাকে একাকী এবং যে পোষাক আছে ঠিক সেভাবেই যাবার জন্য সম্রাজ্ঞী ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে আগত অনুচর ঘোষণা করলো।

অতঃপর কোনো কথাই খাটে না মারিয়া আইভানোভ্‌না গাড়ীতে আরোহণ করলো। অ্যানা ভন্‌সিয়েভ্‌নার উপদেশ ও আশীর্বাদ সঙ্গে নিয়ে সে রাজপ্রাসাদের দিকে চললো।

মারিয়া আইভানোভ্‌না বুঝতে পারলো যে, আমাদের ভাগ্য নির্ধারিত হতে যাচ্ছে; তার হৃৎপিণ্ড ধুকধুক করতে লাগলো কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী রাজপ্রাসাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। মারিয়া আইভানোভ্‌না কম্পিত পদে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগালো। সামনের দরজা খুলে গেল। বিলাসবহুলভাবে সজ্জিত কয়েকটি শূন্য কক্ষের ভিতর দিয়ে সে এগিয়ে গেল। অনুচরটি তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে একটা বন্ধ দরজার কাছে এসে সে বললো যে, ভিতরে গিয়ে সে মারিয়া আইভানোভ্‌নার আগমন বার্তা ঘোষণা করবে। মারিয়া আইভানোভ্‌না একাকী দাঁড়িয়ে রইলো।

সম্রাজ্ঞীকে মুখোমুখি দেখতে পাবার চিন্তায় সে এত ভীত হয়ে উঠলো যে, কোনোমতেই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না। একটু পরে দরজা খুলে গেল। সে সম্রাজ্ঞীর ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করলো।

সম্রাজ্ঞী ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসেছিলেন। কয়েকজন রাজসভাসদ তাঁর আশে-পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। তবে তাঁরা সম্মানের সঙ্গে মারিয়া আইভানোভ্‌নার যাবার পথ করে দিলেন। সম্রাজ্ঞী সহজভাবে তার দিকে ঘুরলেন। মারিয়া আইভানোভ্‌না তাঁকে চিনতে পারলো। তিনি সেই ভদ্রমহিলা যাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেও সে বেশ সহজ ভাবে কথা বলেছিল। সম্রাজ্ঞী তাকে তাঁর পাশে ডেকে হেসে বললেন: "তোমাকে দেয়া আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছি বলে এবং তোমার অনুরোধ মেনে নিতে পেরেছি বলে আমি আনন্দিত। তোমার বিষয়টির মীমংসা হয়ে গেছে। তোমার বাগ্‌দত্ত যে নির্দোষ সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত। তুমি নিজে এই চিঠিখানা তোমার ভাবী শ্বশুরের কাছে নিয়ে যাও।"

মারিয়া আইভানোভ্‌না কম্পিত হস্তে চিঠিখানা নিয়ে সক্রন্দনে সম্রাজ্ঞীর পায়ে লুটিয়ে পড়লো। সম্রাজ্ঞী তাকে তুলে চুমু খেলেন। তার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

"আমি জানি তুমি ধনী নও," তিনি বললেন, "কিন্তু আমি ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যার নিকট ঋণী। ভবিষ্যতের চিন্তা করো না। আমি তোমার সব ব্যবস্থা করবো।"

অনাথিনীকে অনেক স্নেহের কথা বলে সম্রাজ্ঞী তাকে বিদায় দিলেন।· মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে আদালতের গাড়ীটা দিয়েই আবার পৌছে দেয়া হলো। অ্যানা ভল্‌াসিয়েভনা তার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছিল। তার প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নের তুফান তুললো। মারিয়া আইভানোভনা ছাড়া ছাড়া ভাবে সেগুলোর উত্তর দিয়ে গেল। তার ক্ষীণ স্মরণ-শক্তি দেখে অ্যানা ভল্‌াসিয়েভনা নিরাশ হলো। তবে এটাকে গ্রাম্য ভীরুতা মনে করে তাকে উদার হৃদয়ে ক্ষমা করে দিল। পিটার্সবার্গ দেখার কষ্ট স্বীকার না করে মারিয়া আইভানোভ্‌না সেদিনই গ্রামের পথে পুনরায় যাত্রা করলো।···

পিওতর আন্দ্রেয়িচ গ্রিনিয়বের স্মৃতিকথা এখানেই শেষ। পারিবারিক প্রথা থেকে জানা যায় যে, সম্রাজ্ঞীর স্পষ্ট নির্দেশ তাকে ১৭৭৪ সালের শেষের দিকে দিকে কারাবাস থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। পুগাচোভের প্রাণদণ্ডাদেশ কার্যকরী করার সময় সে উপস্থিত ছিল। পুগাচোভ তাকে জনতার ভিড়ে চিনতে পেরেছিল এবং তার প্রাণহীন রক্তাক্ত মাথাটা জনতার সামনে তুলে ধরার পূর্ব মুহূর্তে পিওতর আন্দ্রেয়িচের প্রতি খানিক আনত করেছিল। অতঃপর পিওতর আন্দ্রেয়িচ ও মারিয়া আইভানোভনা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলো। সমবির্স্ক প্রদেশে তাদের বংশধররা বেশ সমৃদ্ধশালী। এন. থেকে ত্রিশ মাইল দূরে দশজন মালিকের একটা এস্টেট রয়েছে। তাদের একটা কুটিরে দ্বিতীয় ক্যাথারিনের লেখা একটি চিঠি কাচ বাঁধানো ফ্রেমে দেখতে পাওয়া যাবে। চিঠিখানা পিওতর আন্দ্রেয়িচের পিতাকে সম্বোধন করে লিখিত। সেই চিঠি তাঁর পুত্রের নির্দোষিতা প্রমাণ করে এবং ক্যাপ্টেন মিরোনোভের কন্যার সাহস আর বুদ্ধি মত্তার প্রশংসা বহন করে।

পিওতর আন্দ্রেয়িচ গ্রিনিয়বের স্মৃতিকথা তার এক পৌত্র আমাদের দিয়েছিলেন। তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, তাঁর পিতামহের উল্লেখিত সময়কালের কোনো এক কাজে আমরা ব্যাপৃত। আত্মীয়-স্বজনদের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রারম্ভে উপযুক্ত উদ্ধৃতিসহ কতিপয় ব্যক্তির নাম পরিবর্তন পূর্বক এই স্মৃতিকথা পৃথকভাবে প্রকাশনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আমরা ভল্‌গা নদীর তীরের দিকে এগুচ্ছিলাম। আমাদের সেনাদল এক গ্রামে ঢুকে পড়ে রাত্রি যাপনের জন্য থামলো। নদীর অপর তীরের সবগুলো গ্রাম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে বলে গ্রাম্য মোড়ল আমাকে জানালো। পুগাচোভের দুর্বৃত্ত দল লুণ্ঠনের অন্বেষণে চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এ খবর শুনে আমি অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে উঠলাম। পরের দিন সকালে আমাদের নদী অতিক্রম করার কথা।

অধৈর্য আমাকে পেয়ে বসলো। কিছুতেই স্বস্তি বোধ করছিলাম না। আমার বাবার এস্টেট নদীর ওপারে। প্রায় বিশ মাইল দূরে। কেউ আমাকে নৌকো বেয়ে ওপারে পৌঁছে দেবে কিনা জিগ্যেস করলাম। গ্রামবাসীদের সবাই জেলে। অসংখ্য নৌকো ছিল সেখানে। আমি জুরিনের কাছে এসে আমার ইচ্ছার কথা বললাম।

"সাবধান," সে বললো, "তোমার পক্ষে একলা যাওয়া বিপজ্জনক। অপেক্ষা করো। সকাল হোক। আমরাই প্রথমে নদী অতিক্রম করবো। প্রয়োজন খুব জরুরী হলে পঞ্চাশ জন হুশার সৈন্য নিয়ে তোমার বাবার ওখানে যাবো।"

আমি যাবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। নৌকো প্রস্তুত। দু'জন মাঝি নিয়ে আমি নৌকোতে চড়লাম। তারা নৌকো ঠেলে দাঁড় টানতে লাগলো।

আকাশ পরিষ্কার ছিল। চাঁদ জলজল করছিলো। বাতাস শান্ত ছিল। ভল্‌গা নদী শান্ত ও স্থির ভাবে বয়ে চলছিলো। তালে তালে দুলতে দুলতে নৌকোখানি কালো ঢেউয়ের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে যাচ্ছিল। আধ ঘণ্টা পার হলো। আমি স্বপ্নে ডুব দিলাম। আমি প্রকৃতির শান্তভাব, গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা, প্রেমভালোবাসা ইত্যাকার কথা ভাবছিলাম। আমরা নদীর মাঝা-মাঝি এসে পৌঁছলাম।······সহসা মাঝি দু'জন পরস্পর ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলতে লাগলো।

"এটা কি?" সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আমি জিগ্যেস করলাম।

"ভগবান জানেন; আমরা বলতে পারবো না।" দূরের পানে তাকিয়ে মাঝিরা বললো।

আমিও সেদিকে তাকালাম। একটা কালো বস্তু নদীর স্রোতে ভেসে আসতে দেখলাম। রহস্যময় বস্তুটা আমাদের দিকেই আসছিলো। আমি দাঁড়ীদের থেমে অপেক্ষা করতে বললাম।

একটা মেঘের আড়ালে চাঁদটা ডুবে গেল। ভাসমান ভূতটাকে আরো কালো দেখাচ্ছিল। ওটা আমার খুব কাছে এসে গেল। কিন্তু তবু আমি চিনতে পারলাম না।

"এটা কি হতে পারে?" মাঝি জিগ্যেস করলো।

"তবে এটা পাল বা মাস্তুল নয়।"

অকস্মাৎ চাঁদ মেঘের আড়াল থেকে বের হয়ে এলো। ভয়ংকর দৃশ্যটা আলোকিত করে তুললো। একটা ভেলার সঙ্গে গাঁথা ফাঁসিকাষ্ঠ আমাদের দিকে বয়ে আসছিল। একটা আড়াআড়ি কাঠে তিনটি মৃতদেহ ঝুলছিলো। একটা ব্যাধিগ্রস্ত কৌতুহল আমাকে পেয়ে বসলো। ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলন্ত লোক-গুলোর চেহারা দেখতে ইচ্ছে হলো। আমি একটা নৌকার আংটা দিয়ে ভেলা-টাকে ধরে রাখতে দাঁড়ীদের বললাম। আমার নৌকাটি ভাসমান ফাঁসি কাষ্ঠের সংগে ধাক্কা খেলো। আমি লাফ দিলাম এবং নিজেকে নৌকো আর ভংকর খুঁটিগুলোর মাঝখানে দেখতে পেলাম। পূর্ণ চন্দ্র হতভাগ্যদের বিকৃত মুখগুলো আলোকিত করে তুললো।......তাদের মধ্যে একজন হলো এক বৃদ্ধ চুভাশ, আরেক জন এক রুশীয় গ্রাম্য বালক। বয়স বিশের কাছাকাছি। শক্ত সমর্থ ও স্বাস্থ্যবান তৃতীয় মুখটি দেখে আমি ভীষণ আঘাত পেলাম। আমার কান্না থামিয়ে রাখতে পারলাম না: সে হলো আমাদের ভৃত্য ভাংকা—বেচারা ভাংকা। নির্বোধের মত সে পুগাচোভের দলে যোগ দিয়েছিল। ফাঁসি কাষ্ঠের মাথায় একটা কালো বোর্ড পেরেক দিয়ে আটকিয়ে তার উপর সাদা হরফে লিখে দেয়া হয়েছিলো: "চোর ও বিদ্রোহী।" দাঁড়ীরা নির্লিপ্তভাবে আংটা দিয়ে ভেলাটা ধরে রেখে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমি নৌকোতে উঠলাম। ভেলাটা নদীর স্রোতে ভেসে গেল। আমরা দূরে চলে গেলেও রাত্রির ক্ষীণ আলোতে ফাঁসিকাষ্ঠটাকে কালো দেখাচ্ছিল। অবশেষে ওটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আমার নৌকো উঁচু এবং খাড়া তীরে এসে লাগল।

আমি দাঁড়ীদের পাওনা ভালভাবে মিটিয়ে দিলাম। তাদের একজন আমাকে ঘাটের পাশে গ্রামের মাতব্বরের কাছে নিয়ে গেল। আমরা একত্রে কুটিরের ভিতরে গেলাম। আমার ঘোড়ার প্রয়োজন শুনে মাতব্বর বেশ কঠোর

স্বরে কথা বলতে শুরু করেছিল। আমার পথ প্রদর্শক তার কানে ফিস্ ফিস করে কি যেন বললো। সঙ্গে সঙ্গে তার কঠোরতা উবে গেল। একটা বিনয়ের ভাব তার মধ্যে দেখা দিল। মুহূর্তের মধ্যে একটা ট্রয়কা যাত্রার জন্ম প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি গাড়ীতে আরোহণ করে কোচোয়ানকে আমাদের এস্টেটে নিয়ে যেতে বললাম।

দ্রুত গতিতে রাজপথ বেয়ে গাড়ী এগিয়ে চললো। আমরা একের পর এক ঘুমন্ত গ্রাম পার হয়ে চললাম। পথে আমাকে কেউ না আবার থামিয়ে দেয় কেবল সে ভয় করছিলাম। গত রাত্রিতে ভল্‌গা নদীতে যে দৃশ্য দেখেছি তাতে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে যে এ জেলাতে বিদ্রোহীরা আছে। তবে এ কথাও সত্য যে কর্তৃপক্ষে খুবই সচেতন। তাঁরা কঠোর হস্তে বিদ্রোহীদের দমন করছেন। যে কোনো ধরনের জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্ম পুগাচোভ প্রদত্ত ছাড়-পত্র ও কর্ণেল জুরিনের নির্দেশ-নামা আমার পকেটে ছিল। কোচোয়ান চাবুক মেরে ঘোড়ার গতি আরো বৃদ্ধি করলো। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলাম। আমাদের বাড়ী এষ্টেটের অন্ত প্রান্তে অবস্থিত। ঘোড়াগুলো তীব্র গতিতে ছুটে চলছিল। হঠাৎ গ্রাম্য পথের মাঝখানে কোচোয়ান গাড়ীর লাগাম টেনে থামাতে শুরু করলো।

"কি হলো ?" আমি অধৈর্য কণ্ঠে বললাম।

"একটা প্রতিবন্ধক, জনাব," কোচোয়ান উত্তর দিল। ঘোড়াগুলোকে থামতে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। জন্তুগুলোর মুখ থেকে অনবরত ফেনা বেরুচ্ছিল।

তার কথাই ঠিক। রাস্তার উপরে আড়াআড়ি, ভাবে স্থাপিত একটা প্রতিবন্ধক দেখাতে পেলাম। একজন প্রহরী লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল। লোকটি আমার কাছে এসে মাথা থেকে টুপি নামিয়ে আমার ছাড়-পত্র চাইলো।

"এর অর্থ কি ?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। "এখানে এই প্রতিবন্ধনক কেন ? তোমরা প্রহরা দিচ্ছো কাকে ?"

"কেন, জনাব, আমরা তো বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি," নখ দিয়ে শরীর আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে বললো।

"তোমার মনিব কোথায় ?" আমি শঙ্কিত হৃদয়ে তাকে জিগ্যেস করলাম।"

"মনিব বলেন আর মনিব পত্নী বলেন তারা সবাই শস্যাগারে।"

"শস্যাগারে ?"

"কেন মাতব্বর আন্দ্রেউশ্‌কা তাদেরকে ভাণ্ডারে রেখে দিয়েছে, বুঝলেন কিনা, তিনি আমাদের মহামান্য জারের কাছে তাদেরকে নিয়ে যেতে চান।'

"হায় ভগবান! ওরে নির্বোধ, প্রতিবন্ধকটা তোলো। আমার দিকে হাঁ করে কি দেখছো ?"

প্রহরী নড়লো না। আমি গাড়ী থেকে নেমে, আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তার কানের উপর একটা চপেটাঘাত করলাম। অতঃপর আমি নিজেই প্রতিবন্ধকটা তুলে ফেললাম।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। গাড়ীতে উঠে আবার আমার আসনে বসলাম। কোচোয়ানকে যত দ্রুত সম্ভব বাড়ীর দিকে গাড়ী চালাতে বললাম। দু'জন গ্রামবাসী লাঠি হাতে তালাবদ্ধ শস্যাগারের সামনে দাঁড়িয়েছিল। গাড়ীটা তাদের ঠিক সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি লাফিয়ে নেমে তাদের দিকে গেলাম।

"দরজা খোলো!" আমি তাদের বললাম।

আমাকে নিশ্চয় ভয়ানক দেখাচ্ছিল। কারণ তারা লাঠি ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে গেল। আমি দরজার তালা খুলতে চেষ্টা করলাম। ভাঙতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওক গাছের দরজা এবং বিরাটাকার তালার কোনোটাই ভাঙলো না। এমন সময় ভৃত্যদের কোয়ার্টার থেকে একজন তরুণ গ্রামবাসী বেরিয়ে এলো। আমার গোলমাল করার সাহস দেখে মেজাজ করতে লাগলো।

মাতব্বর আন্দ্রিউশ্‌কা কোথায় ?" আমি চিৎকার করে তাকে বললাম। "তাকে আমার কাছে ডেকে নিয়ে এসো।"

"আমি আন্দ্রি আফানাসিয়েভিচ। আন্দ্রিউশ্‌কা নই ?" সে কোমরে হাত রেখে গর্বের সঙ্গে বললো,

"আপনি কি চান ?"

জবাব দেবার ভান করে আমি তার জামার কলার চেপে ধরে শস্যাগারের কাছে নিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে বললাম। কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ খুলতে চাইলো না। তবে 'পিতৃসুলভ' শাসন তার উপর বেশ কাজ করলো। সে চাবি বের করে শস্যাগারের দরজা খুলে দিলো। আমি ত্বরিত বেগে খোলা দরজা পথে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে ছাদের সরু জানালা দিয়ে মৃদু আলো পড়ে একটা

আলো-আঁধারির সৃষ্টি করছিলো। একটা অন্ধকার কোণে আমার বাবা ও মাকে দেখতে পেলাম।

তাঁদের হাত বাঁধা এবং পা শস্যের ভিতরে ঢুকানো। তাঁদেরকে আলিঙ্গন করবার জন্য আমি ছুটে গেলাম। আমার মুখ থেকে একটাও কথা বের করতে পারছিলাম না। তাঁরা বিস্মিত নেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তিন বৎসর সামরিক জীবন আমার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তাঁরা আমাকে চিনতে পারলেন না।

হঠাৎ অতি পরিচিত মিষ্টি গলার স্বর শুনতে পেলাম: "পিওতর আন্দ্রেয়িচ! তুমি?"

আমি ঘুরে গলার স্বর লক্ষ্য করে সেদিকে তাকালাম। ঘরের আরেক কোণে মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে দেখতে পেলাম। তার হাত ও পা বাঁধা। আমি হতবাক হয়ে পড়লাম। বাবা আমার দিকে নীরবে তাকালেন। তাঁর বিশ্বাস হচ্ছিলো না। আনন্দে তাঁর মুখ উজ্জল হয়ে উঠলো।

"এসো, পেত্রুশা," তিনি আমাকে তাঁর বুকে চেপে বললেন, ভগবানের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ যে তোমাকে আবার দেখতে পেলাম।"

মা চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তার চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো।

পেত্রুশা, আমার চোখের মানিক!" মা বললো, "ভগবান কেমন করে তোমাকে নিয়ে এলো। তুমি ভালো তো?"

আমি তাড়াতাড়ি তরবারি দিয়ে তাদের হাতের বাঁধন কেটে দিলাম। তাদের কারাগার থেকে বের করতে গিয়ে দরজা আবার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে দেখতে পেলাম।

"সাভ্রিউশ্‌কা, খোলো! আমি চিৎকার করে উঠলাম।

"ভয় নেই!" দরজার ওপাশ থেকে ভেসে এলো, "তুমিও ওখানে বসে থাকো। জারের কর্মচারীর সঙ্গে গুণ্ডামী ও কলার ধরে টানার পরিণাম টের পাইয়ে ছাড়বো।"

শস্যাগারের চারদিকে তাকিয়ে বেরুবার পথ খুঁজতে লাগলাম।

"কষ্ট করে লাভ নেই," বাবা আমাকে বললেন। "চোর পালাবার পথ রেখে আমি শস্যাগার নির্মাণ করি নি।"

আমার মা, যে একটু আগেও আমার আগমনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে

উঠেছিলো, আমাকেও তাদের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করতে হবে চিন্তা করে অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়লো। কিন্তু আমি তাঁদের ও মারিয়া আইভানোভ্‌নার কাছে ছিলাম বলে এখন বেশ শান্ত। আমার সঙ্গে একটি তরবারি ও দু'টো পিস্তল ছিল। এগুলো দিয়ে অবরোধ অনেকক্ষণ ধরে ঠেকিয়ে রাখা যাবে। জুরিন সন্ধ্যার মধ্যেই পৌঁছে যাবে এবং আমাদের মুক্ত করতে পারবে। বাবা ও মাকে সব খুলে বললাম। মা ও মারিয়া আইভানোভ্‌নাকে কিছুটা শান্ত করতে সক্ষম হলাম। আমাদের মিলনের আনন্দে তারা সবকিছু ভুলে থাকতে চেষ্টা করলো। অতীন্দ্রিয় স্নেহ প্রদর্শন ও অবিরাম কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেল।

"বুঝলে, পিওতর," বাবা বললেন, "তুমি খুবই বোকার মত কাজ করেছিলে। আমি তোমার উপর অসম্ভব রেগে গিয়েছিলাম। অবশ্য পুরানো কথা মনে করে লাভ নেই। আমি আশা করি তোমার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য শেষ করে একজন উন্নত মানুষ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছো। আমি জানি তুমি একজন সৎ অফিসারের মতই চাকরি করেছো। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আমাকে সান্ত্বনা দিতে পেরেছো বলে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। বিপদ থেকে পরিত্রাণের জন্য যদি আমি তোমার কাছে ঋণী থাকি, তাহলে জীবন আমার কাছে আরো মধুময় হয়ে উঠবে।"

অশ্রু বিজড়িত নয়নে আমি তাঁর হাতে চুমু খেলাম। মারিয়া আইভানো-ভনার দিকে তাকিয়ে দেখলাম। আমার উপস্থিতিতে সে এত আনন্দিত যে তাকে অত্যন্ত শান্ত ও সুখী মনে হচ্ছিল।

দুপুর নাগাদ আমরা ভীষণ গণ্ডগোল আর চিৎকার শুনতে পেলাম। "এর অর্থ কি?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন। "তোমাদের কর্ণেল হতে পারে কি?"

"অসম্ভব," আমি জবাব দিলাম। "সে সন্ধ্যার আগে আসবে না।"

গোলমাল বেড়ে চললো। বিপদসূচক ঘণ্টা বেজে উঠলো। উঠানে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনতে পেলাম। সেই মুহূর্তে দেয়ালে কাটা একটা সরু ফাঁক ঠেলে সেভেলিচের ধূসর মাথা ঢুকলো। বৃদ্ধ করুণ কণ্ঠে বললো: "আন্দ্রে পেত্রোভিচ! পিওতর আন্দ্রেয়িচ! মারিয়া আইভানোভনা! আমরা হেরে গিয়েছি! দুর্বৃত্তের দল গ্রামে ঢুকে পড়েছে। আর কে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে জানেন পিওতর আন্দ্রেয়িচ? শভাব্রিন, আলেক্সি আইভানিচ, সে যেন দোজখে অনন্ত শাস্তি ভোগ করে।',

মারিয়া আইভানোভনা ঐ ঘৃণ্য নামটা শুনে মুষ্টি বদ্ধ করে নিশ্চল হয়ে গেল।

"শোনো!" আমি সেভেলিচকে বললাম। "কাউকে ঘোড়া ছুটিয়ে ফেরীঘাটে হুশার রেজিমেণ্টের সঙ্গে দেখা করতে বলো আর কর্নেলকে আমাদের বিপদের কথা জানাতে বলো।"

"কিন্তু কাকে আমি পাঠাবো, হুজুর? সবাই বিদ্রোহীদের দলে যোগ দিয়েছে। সবগুলো ঘোড়া দখল করে নিয়েছে। হায় ভগবান! তারা উঠানে ঢুকে পড়েছে! শস্যাগারের দিকে আসছে।"

তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দরজার ওপাশে কয়েকজনের গলার স্বর শুনতে পেলাম। আমি মা ও মারিয়া আইভানোভনাকে এক কোণে সরে যেতে ইশারা করলাম। তারপর আমার তরবারি খুলে দরজার ঠিক পাশে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম! বাবা পিস্তল দু'টো নিয়ে গুলি করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আমার পাশে দাঁড়ালেন। তালা ঝন্‌ঝন্ করে উঠলো, দরজা খুলে গেল এবং আন্দ্রিউশকির মাথা দেখা গেল! আমি তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত করলাম। সে দরজার গোড়ায় পড়ে গেল। বাবাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়লেন। আমাদের অবরোধকারী জনতা গালি দিতে দিতে পালিয়ে গেল। আহত লোকটাকে টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

উঠানটা অস্ত্রধারী মানুষে ভরে গেল। তাদের মধ্যে শভাব্রিনকে আমি চিনতে পারলাম!

"ভয়ের কিছু নেই," মেয়েদের দিকে তাকিয়ে বললাম, "এখনও আশা আছে। বাবা, আর গুলি ছুঁড়বেন না। শেষ গুলিটা জমা রাখুন।

মা নীরবে প্রার্থনা করছিল! মারিয়া আইভানোভনা তার পাশে দাঁড়িয়েছিল। ভাগ্যের পরিণতির জন্য শান্তভাবে প্রতীক্ষা করছিল। দরজার ওপাশ থেকে ভয় প্রদর্শন, গালাগালি ও অভিশাপ বর্ষিত হচ্ছিল। আমি আগের জায়গায় প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কেউ সাহস করে মাথা বাড়ালেই আঘাত করবো। হঠাৎ দুর্বৃত্তদের গোলমাল থিতিয়ে এলো। আমি শভাব্রিনকে আমার নাম ধরে ডাকতে শুনলাম।

"আমি এখানে। কি চাও তুমি?"

"আত্মসমর্পণ করো, গ্রিনিয়ব; প্রতিরোধ অসম্ভব। তোমার বৃদ্ধ মা-

বাপের প্রতি দয়া দেখাও। একগুঁয়েমি তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমি তোমার নাগাল পাবোই।"

"চেষ্টা করে দেখো, বিশ্বাসঘাতক!"

"আমি অনর্থক এগুবো না বা আমার লোক ক্ষয় করবো না। শস্যাগারে আগুন লাগিয়ে দেব। তারপর দেখব, বেলোগোরস্কি ডন কুইক্সোৎ, তুমি কি করো। ডিনারের সময় হয়ে গেছে। ইত্যবসরে তুমি বসে বসে ভাবতে থাকো। বিদায়! মারিয়া আইভানোভ্না, আমি তোমার নিকট দুঃখ প্রকাশ করছি না। তুমি হয়তো অন্ধকারে তোমার বীরপুরুষের পাশে খুব ক্লান্তি বোধ করছো না।"

দরজায় প্রহরী মোতায়েন করে শ্ভাব্রিন চলে গেল। আমরা সবাই নিশ্চুপ প্রত্যেকেই নিজের চিন্তায় মগ্ন। পরস্পরের কাছে চিন্তার বিষয় প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছিলাম না। আমি নিজের মনে শভাব্রিনের মনের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে কি ধরণের বিপদের সম্মুখীন হতে পারি তার একটা চিত্র আঁকছিলাম। আমি নিজের জন্য পরোয়া করছিলাম না। স্বীকার করবো কি? মারিয়া আইভানোভনার জন্য যেরূপ ভীত হয়ে উঠেছিলাম আমার বাবা-মায়ের ভাগ্যের জন্যও তত হইনি। কেননা আমি জানতাম যে গৃহ-ভৃত্য ও গ্রামবাসীরা মাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো। বাবার কঠোরতা সত্ত্বেও তাঁর ন্যায়পরায়ণতার জন্য সবাই ভালোবাসত। কেননা তিনি নিজের অধীনস্থ কর্মচারীদের সঠিক প্রয়োজনের কথা জানতেন। তাদের বিদ্রোহ ছিল একটা বিভ্রান্তি। একটা ক্ষণস্থায়ী উল্লাস। তাঁদের বিদ্বেষের প্রকাশ নয়। হয়তো বাবা ও মা রেহাই পেয়ে যাবেন। কিন্তু মারিয়া আইভানোভনা? উৎসন্নে যাওয়া দুষ্ট লোকদের হাতে পড়লে তার কি হবে? বেশীক্ষণ ধরে এই ভয়ানক চিন্তা করতে সাহস হলো না। নিষ্ঠুর শত্রুর কবলে আবার পড়তে দেখার আগেই তাকে আমি হত্যা করে ফেলতে পারি।

আরো একটা ঘন্টা পার হলো। গ্রামে মাতালদের গান শোনা যাচ্ছিল। আমাদের প্রহরীদের ঈর্ষা হচ্ছিল; ফলে বিরক্ত হয়ে নির্যাতন আর মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে আমাদের গালিগালাজ করছিল। আমরা শভাব্রিনের ভীতি-প্রদর্শন কার্যকরী হবার প্রতীক্ষা করছিলাম। অবশেষে উঠানে প্রচণ্ড গোলমাল শোনা গেল। আবার শভাব্রিনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

"তারপর তোমরা কি আরো ভালো কিছু চিন্তা করতে পেরেছে? আমার নিকট স্ব-ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে কি?"

কেউ জবাব দিল না।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর, শভাব্রিন তার দলের লোকদেরকে কিছু খড় আনতে আদেশ দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের শিখা দেখা গেল। অন্ধকার শস্যাগার আলোকিত হয়ে উঠলো। দরজার তলা দিয়ে ধোঁয়া আসতে লাগলো।

মারিয়া আইভানোভনা এবার আমার কাছে এগিয়ে এলো। আমার হাত ধরে নীচু স্বরে বললো, "শোনো, পিওতর আন্দ্রেয়িচ, আমার জন্য তুমি এবং তোমার বাবা-মার প্রাণ বিসর্জন দিও না। শভাব্রিন আমার কথা শুনবে। আমাকে বেরুতে দাও?"

"কক্ষনো না!" আমি রাগতস্বরে চিৎকার করে উঠলাম। "তুমি কি জানো, তোমার জন্য কি অপেক্ষা করছে?"

"অসম্মান থেকে বাঁচতে পারবো না ঠিক," সে শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিলো, "তবে হয়তো আমার উদ্ধারকর্তা এবং একজন অনাথিনীকে এত আদরে আশ্রয় যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের বাঁচাতে পারবো বিদায় আন্দ্রে পেত্রোভিচ! বিদায়, অ্যাভদোতিয়া ভ্যাসলিয়েভ্না। উপকারীর চেয়েও আপনারা আমার নিকট অনেক উপরে। আশীর্বাদ করুন! তোমাকেও বিদায় জানাচ্ছি। পিওতর আন্দ্রেয়িচ! আমাকে বিশ্বাস করো যে......যে।"

সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। দু'হাত দিয়ে তার মুখ ঢাকলো। আমি আত্মহারা হয়ে পড়লাম। মা কাঁদছিলো।

"ওসব বাজে চিন্তা ছাড়ো, মারিয়া আইভানোভনা," বাবা বললেন। "দস্যুদের কাছে তোমাকে একলা যেতে দেবার কথা কে ভাবতে পারে? এখানে বসো। শান্ত হও। যদি মরতে হয় তবে সবাই এক সঙ্গেই মরবো। শোনো! সে এখন কি বলছে?"

"তোমরা আত্মসমর্পণ করছো?" শভাব্রিন চিৎকার করে বললো, "আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তোমরা জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরবে।"

"আমরা আত্মসমর্পণ করবোনারে দস্যু।" বাবা দৃঢ়কণ্ঠে বললেন।

তাঁর সতেজ গভীর রেখাযুক্ত চেহারা প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো ধূসর ভ্রূর নীচে

তাঁর চো'খ দুটো জল জল করে উঠলো। আমার দিকে ঘুরে বললেন: "সময় এসে গেছে!"

তিনি দরজা খুললেন। অগ্নিশিখা ছুটে ঘরে ঢুকলো। শুকনো শেওলাতে পূর্ণ কড়িকাঠ পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়লো। বাবা গুলি ছুঁড়লেন। জলন্ত প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বললেন, "আমার পিছনে আসো!" আমি মা ও মারিয়া আইভানোভনার হাত ধরে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। শভাব্রিন বাবার দুর্বল হাতে গুলি করলো। তিনি প্রবেশ পথের পাশে লুটিয়ে পড়লেন। যে দস্যুর দল আমাদের আকস্মিক আক্রমণে পালিয়ে গিয়েছিল তারা সাহস সঞ্চয় করে আবার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমি বেশ কয়েকজনকে কাবু করে ফেললাম। কিন্তু হঠাৎ একটা ইট এসে আমার বুকে আছড়ে পড়লো। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। বিদ্রোহীরা আমাকে ঘিরে ফেলে অস্ত্র কেড়ে নিল। জ্ঞান ফিরে এলে রক্তাক্ত ঘাসের উপর শভাব্রিনকে বসে থাকতে দেখলাম। আমার পরিবারের সকলে তার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

আমি হাতের নীচে ভর দিয়ে দাঁড়ালাম। গ্রামের লোক, কশাক ও বশকিরদের একটা জনতা আমাদের ঘিরে দাঁড়ালো। শভাব্রিনকে খুব ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল। এক হাত দিয়ে জখমের দিকটা চাপছিল। তার চেহারায় দ্বেষ ও ব্যথার ছাপ ফুটে উঠেছিল। সে ধীরে ধীরে মাথা তুলে আমার দিকে তাকিয়ে দুর্বল ও অস্পষ্ট স্বরে বললো: "তাকে ফাঁসি দাও······তাদের সবাইকে······ কেবল ঐ মেয়েটিকে নয়।"

জনতার ভিড় তৎক্ষণাৎ আমাদের চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে ফটকের দিকে টেনে নিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ তারা আমাদের ফেলে রেখে পালিয়ে গেল: জুরিন তার সমগ্র হুশার বাহিনী নিয়ে উদ্যত তরবারি হস্তে উঠানে প্রবেশ করলো।

বিদ্রোহীরা দ্রুতবেগে পালাচ্ছিল। হুশার সৈন্যরা তাদের পিছু পিছু ধাওয়া করলো, এপাশে-ওপাশে তরবারি চালাতে লাগলো আর পলায়নপর বিদ্রোহীদের বন্দী করতে লাগলো। জুরিন ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামলো। আমার বাবা ও মাকে অভিবাদন করে আমার হাত সাদরে চেপে ধরলো।

"আমি ঠিক সময়মত এসে গিয়েছি," সে আমাকে বললো। "আচ্ছা, ইনিই তাহলে তোমার বাগদত্তা!"

মারিয়া আইভানোভনা লজ্জায় লাল হয়ে উঠলো। বাবা জুরিনের কাছে গিয়ে শান্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ জানালেন। তাকে বেশ বিচলিত দেখাচ্ছিল। মা আমাদের পরিত্রাতা বলে তাকে আলিঙ্গন করলো।

"আমাদের বাড়ীতে তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি!" বাবা তাকে বললেন। অতঃপর তাকে নিয়ে বাসার দিকে এগুলেন।

শভাব্রিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় জুরিন দাঁড়িয়ে পড়লো।

"এই লোকটি কে?" সে আহত লোকটির দিকে তাকিয়ে বললো।

"দলের নেতা," বাবা বললেন। তাঁর গর্বিত কণ্ঠস্বরে একজন প্রবীন যোদ্ধার ইঙ্গিত। "ভগবান আমার হাতটা দুর্বল করে দিয়েছেন বলে এই তরুণ দুর্বৃত্ত-টাকে শাস্তি দিয়ে আমার ছেলের রক্তের প্রতিশোধ নিতে পারলাম না।"

"শভাব্রিন," আমি জুরিনকে বললাম।

"শভাব্রিন! আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। সৈনিক, ওকে নিয়ে যাও। চিকিৎসককে তার জখম পরিষ্কার করতে বলো। তার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। শভাব্রিনকে অবশ্যই কাজান-গোপন কমিশনের কাছে পাঠাতে হবে। সে একজন প্রধান অপরাধী এবং তার সাক্ষ্য হয়তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে......"

শ্‌ভাব্রিন ক্লান্তভাবে তার চোখ খুললো। তার চোখে মুখে দৈহিক ব্যথার চিহ্ন। হুশার সৈন্যরা একটা আলখাল্লা বিছিয়ে তাকে তুলে নিয়ে গেল।

আমরা বাড়ীর ভিতরে গেলাম। আমি কম্পিত হৃদয়ে চারদিকে তাকালাম ছোট বেলার দিনগুলোর কথা মনে পড়তে লাগলো। কিছুই পরিবর্তন হয় নি! যেটা যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই আছে। শভাব্রিন এখানকার কিছুই লুটতরাজ হতে দেয় নি। জঘন্য ধনলিপ্সা প্রচণ্ড অপমান আর বিরূপতার কাছে নতি স্বীকার করেছিল।

ভৃত্যের দল হলঘরে এলো। তারা বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নি। আমাদের মুক্তিলাভে তারা খুব আনন্দিত হলো। সেভেলিচ বিজয়োল্লাসে মত্ত ছিল। উল্লেখ করা দরকার যে দস্যুদলের আগমনের সময় যে বিপদসূচক ঘণ্টা বাজানো হয় সেই গোলমালের সময় সেভেলিচ আস্তাবলে গিয়ে শভাব্রিনের ঘোড়ার পিঠে জিন পরিয়ে সকলের অগোচরে ফেরী ঘাটের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গিয়েছিল। সে সৈন্যদলের দেখা পেয়ে গিয়েছিল। ভল্‌গা নদীর এপারে তখন তারা বিশ্রাম নিচ্ছিল। তার কাছে আমাদের বিপদের খবর শুনে জুরিন তার দলবলকে

চিৎকার করে অশ্বারোহণের আদেশ দিল : "চলো! চলো! জোরে চলো।" ভগবানের অসীম কৃপা যে সে ঠিক সময়ে এসে পৌচেছিল।

জুরিন আভ্রিউশ কার মাথাটা সরাইখানার পাশে একটা লম্বা খুঁটির মাথায় প্রকাশ্যে কয়েক ঘণ্টার জন্য ঝুলিয়ে রাখার আদেশ দিল।

হুশার সৈন্যদল কয়েকজন বিদ্রোহীদের বন্দী করে নিয়ে ফিরে এলো। যে শস্যাগারে আমাদের বলপূর্বক আটকিয়ে রাখা হয়েছিলো সেখানে তাদের তালা-বন্ধ করে রাখা হলো। আমরা যার যার ঘরে গেলাম। বাবা ও মার বিশ্রামের প্রয়োজন। গত রাত আমার বিনিদ্র কেটেছিল। বিছানায় গা লাগানো মাত্রই আমি গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়লাম। জুরিন তার কাজে গেল।

সন্ধ্যাবেলা আমরা সবাই ড্রয়িংরুমে এক চা-চক্রে একত্রিত হলাম। সবাই উৎফুল্ল কণ্ঠে অতীত বিপদের কথা আলোচনা করছিল। মারিয়া আইভানোভনা চা পরিবেশন করছিল। আমি তার পাশে বসেছিলাম। আমি নিজেকে তার কাছে সম্পূর্ণরূপে সঁপে দিয়েছিলাম। আমাদের হৃদ্যতা বাবা ও মা সহজভাবে নিয়েছিলেন। ঐ দিনের স্মৃতি আজও আমার হৃদয়ে অম্লান। আমি সুখী ছিলাম, পরিপূর্ণ সুখী—আচ্ছা, এ ধরনের মুহূর্ত মানুষের জীবনে বারবার আসে কি?

পরদিন গ্রামবাসীরা ক্ষমা চাইতে এসেছে বলে বাবাকে জানানো হলো। তিনি তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য সিঁড়িতে গেলেন। বাবাকে দেখে গ্রামবাসীরা হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো।

"আরে, বোকার দল," তিনি তাদের বললেন, "তোমরা কিসের জন্য বিদ্রোহ করতে গেলে?"

"আমরা খুব দুঃখিত, হুজুর" একসাথে তারা বলে উঠলো।

"দুঃখিত, সত্যি? তোমরা অপকারও করবে আবার দুঃখিতও হবে। আমার পারিবারিক আনন্দের খাতিরে তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম—ভগবানের অনুগ্রহে আমি আবার আমার ছেলে, পিওতর আন্দ্রেয়িচকে দেখতে পেলাম। বেশ তাই হোক, তোমরা পাপ স্বীকার করেছ, তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম। ক্ষমাই মহত্বের লক্ষণ।"

"আমরা অন্যায় করেছিলাম; আমরা নিশ্চয়ই অন্যায় করেছিলাম।"

"ভগবান ভালো আবহাওয়া দিয়েছেন। এখন খড় কেটে শুকোবার সময়। গত তিনদিন ধরে, বোকার দল, তোমরা করছিলে কি? মাতব্বর।

সবাইকে খড় কাটতে পাঠিয়ে দাও। আর মনে রেখো লাল-চুলো পাজি, সেন্ট জনস্ ডে আসবার আগেই সব খড় কেটে স্তূপীকৃত করে ফেলতে হবে। যাও, দূর হও।"

গ্রামবাসীরা কিছুই যেন হয়নি অমন ভাব দেখিয়ে অভিবাদন করে কাজে চলে গেল। শভাব্রিনের জখম খুব মারাত্মক ছিল না। তাকে প্রহরীর প্রহরাধীনে কাজানে পাঠিয়ে দে'য়া হলো। আমি জানালা দিয়ে তাকে গাড়ীতে শোয়ানো দেখছিলাম। আমাদের চোখাচোখি হলো। মাথা ঈষৎ নত করলো। আমি তাড়াতাড়ি জানালা ছেড়ে সরে গেলাম। আমি তার দিকে তাকাতে ভয় পাচ্ছিলাম। একজন অবমানিত ও হতভাগ্য পরাজিত শত্রুর কাছে জয়ের আনন্দ প্রকাশ করছিলাম বলে মনে হচ্ছিল।

জুরিনকে আরো অগ্রসর হতে হবে। আমি তার সঙ্গে যাবো ঠিক করলাম। যদিও পরিবারের সকলের সঙ্গে আরো কিছুদিন কাটাবার একটা ইচ্ছা মনে মনে ছিল। মার্চ করার আগে তখনকার নিয়ম মাফিক বাবা ও মার সামনে মাটিতে মাথা নত করে মারিয়া আইভানোভনার সঙ্গে আমার বিয়ের আশীর্বাদ যাজ্ঞা করলাম। তাঁরা আমাকে মাটি থেকে তুলে আনন্দিত অশ্রুসজল কণ্ঠে অনুমতি দিলেন। আমি পাণ্ডুর আর কম্পিত মারিয়া আইভানোভনাকে তাঁদের সামনে নিয়ে এলাম। তাঁরা আমাদের আশীর্বাদ করলেন।............আমার মনের অবস্থা বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো না। আমার মত অবস্থায় যাঁরা পড়েছেন ঠিক বুঝতে পারবেন ; আর যাঁরা পড়েন নি তাঁদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে উপদেশ দেবো, সময় থাকতে প্রেমে পড়ুন আর পিতা-মাতার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।

পরের দিন আমাদের রেজিমেন্ট যাত্রার জন্তে প্রস্তুত। জুরিন আমাদের পরিবার থেকে বিদায় নিল। সামরিক তৎপরতা খুব শীগগিরই শেষ হয়ে যাবে বলে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। আর এক মাসের মধ্যে আমাদের বিয়ে হবে বলে আশা করছিলাম। মারিয়া আইভানোভনা সকলের সামনে আমাকে চুমু খেয়ে বিদায় জানালো। আমি ঘোড়ার পিঠে চড়লাম। সেভেলিচ আবার আমার অনুগামী হলো। রেজিমেন্ট মার্চ শুরু করলো। আমি আবার বাড়ী ছেড়ে যাচ্ছি, তাই পিছনে ফেলে আসা বাড়ীর দিকে বারবার তাকাচ্ছিলাম। একটা অস্পষ্ট অমঙ্গলের আশঙ্কা আমাকে পীড়িত করে তুলছিল। কে যেন আমাকে কানে

ফিস্ ফিস্ করে আমার দুর্ভাগ্যের অধ্যায় তখনও শেষ হয়নি বলে গেল। আমার মন সামনে আরেকটা ঝড়ের ইশারা পেল।

আমাদের অভিযান এবং পুগাচোভের যুদ্ধের বর্ণনা আমি দেবো না। পুগাচোভ যে-সকল গ্রাম লুঠতরাজ করেছিল সেই সব গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। গরীব গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দস্যু দলের উচ্ছিষ্ট জিনিস না নিয়ে আমরা পারছিলাম না।

কার আদেশ মানবে তারা বুঝতে পারছিল না। কোথাও আইনসংগত কর্তৃপক্ষ ছিল না। ভূস্বামীর দল বনে লুকিয়েছিল। দস্যুরা দলে দলে দেশ লুণ্ঠন করছিল। পৃথক পৃথক সৈন্যদলের প্রধানদের পুগাচোভের পশ্চাদ্ধাবন করতে পাঠানো হলো। পুগাচোভ তখন স্বেচ্ছাচারীর মত দোষী ও নিরীহ লোকদের সমানে মারতে মারতে আস্ত্রাখানের দিকে পালাচ্ছিল। সমগ্র অঞ্চলের যেখানেই এই অগ্নিশিখার প্রচণ্ড কোপ পড়েছিল সেখানেই এক ভীষণ অবস্থা ধারণ করেছিল। ঈশ্বর আমাদের এ ধরনের অর্থহীন ও নির্মম রুশীয় বিদ্রোহ দেখা থেকে রক্ষা করুণ। আমাদের মধ্যে যারা অসম্ভব বিপ্লবের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, হয় তারা বয়সে তরুণ এবং আমাদের জনগণকে চিনে নতুবা তারা হৃদয়হীন মানুষ যাদের কাছে নিজের জীবন বা অন্যের জীবনের কানাকড়ি দামও নেই।

সমাপ্ত